উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 20 November 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 181

পরিবর্তন কেমন লাগছে?

চায়ের দোকানে
হাটের মোড়ে
মাঠের আলপথে
উত্তর খুঁজেছি মানুষের কাছে



শহর থেকে মফসসল।
পাহাড়ি জনপদ থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম।
দুজন সাংবাদিকের চোখে গোটা উত্তরবঙ্গ।

প্রায় দু'হাজার কিলোমিটারের এক অন্যরকম পথ চলা

বাংলা সংবাদপত্রে
এই প্রথমবার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
খবরের দায়বদ্ধতা আমাদের।।

In association with
Maxwell HOSPITAL & RESEARCH CENTRE



এতদিন টিকিট দেখিয়ে প্রবেশ করতে হত ডুয়ার্স উৎসবে । -ফাইল চিত্র

ডুয়ার্স উৎসবে টিকিট নয়, অবাধ প্রবেশ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ নভেম্বর : ডুয়ার্স উৎসবে আর প্রবেশমূল্য থাকছে না। ডুয়ার্স উৎসবে প্রবেশের জন্য এতদিন ১০ টাকার যে টিকিট কাটতে হত, এবার তা তুলে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার উৎসব কমিটির অস্থায়ী অফিস থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানানো হয়েছে। উৎসবের মাঠে এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষের সমাগম হবে বলেও আয়োজকদের অনুমান।

শুধু টিকিট তুলে দেওয়া হচ্ছে তাই নয়, এবার ২১তম ডুয়ার্স উৎসবে আরও অনেক পরিবর্তন দেখা যেতে চলেছে। এতদিন ডুয়ার্স উৎসবকে 'বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব' বলা হত। এবার 'বিশ্ব' শব্দটি ব্যবহার করা হবে না। উৎসবে বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশের স্টল নিয়ে আলোচনা চলছে। চলছে উৎসবের থিম সং তৈরির কাজ। ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস বলেন, 'ডুয়ার্স উৎসবে প্রতিদিন টিকিট কেটে প্রবেশ করতে সমস্যা হত। অনেকেই এই বিষয়টি জানিয়েছিলেন। তাই এবার উৎসবে প্রবেশের ক্ষেত্রে টিকিট থাকছে না। সাধারণ মানুষের এতে সুবিধাই হবে।'

রাজ্যে পালাবদলের পর এবার নতুন কমিটির ওপর ডুয়ার্স উৎসব পরিচালনার দায়িত্ব। তৃণমূল নেতাদের সরিয়ে বিজেপি নেতারাই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা। এবারের উৎসবে যে বেশ কিছু বদল আসতে চলেছে, তার আভাস আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। বিরোধী দলে থাকার সময় বারবার এই প্রবেশমূল্য নিয়ে সরব হতে দেখা গিয়েছিল বিজেপির নেতাদের। এমনকি কয়েক বছর আগে উৎসবে প্রবেশের জন্য টিকিট কাটতে হয়েছিল পদ্ম বিধায়কদের। ফলে বিজেপি আমলে ডুয়ার্স উৎসবে যে আর টিকিট থাকবে না, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। এবার সেই জল্পনা সত্যি হল।

আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত ডুয়ার্স উৎসবে সাধারণ মানুষের জন্য যেমন ছিল ১০ টাকার টিকিট, তেমনই সদস্যদের জন্য থাকত পাশের ব্যবস্থা। টেন্ডারের মাধ্যমে টিকিট বিভিন্ন এজেন্সিকে দেওয়া হত। বিগত কয়েক বছরের হিসেব বলছে, টিকিট থেকে প্রায় ১০-১৭ লক্ষ টাকার আয় হত। তবে এবার সেই আয়ের রাস্তা বন্ধ হতে চলেছে। প্রবেশমূল্য তুলে দেওয়াকে সমর্থন করছেন শহরবাসীর অনেকেই। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'সাধারণ মানুষের স্বার্থে ডুয়ার্স উৎসবে অবাধ প্রবেশাধিকারের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাই। এই উৎসবের সাফল্য কামনা করি।

আগামী বছর ২ জানুয়ারি শুরু হবে ডুয়ার্স উৎসব। চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২৪ নভেম্বর রাসযাত্রার দিন খুঁটিপুজোর মাধ্যমে উৎসবের মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হবে বলে খবর। এদিন ডুয়ার্স উৎসবের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা, কমিটির কার্যকরী সভাপতি মিন্টু কুণ্ডু প্রমুখ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E., P.W.D. Malda Sub-Division-I invites Tender, vide e-NIQ No.- 06 of 2026-2027, (2nd Call) for **1.** Soil Investigation For Construction of Office Building of Assistant Director of Agriculture Kaliachak-II Block under Assistant Director of Agriculture (Admn) Malda Sadar. Tender ID: 2026_WBPWD_5086884_1. Bid Submission Starting Date & Time- 23/11/2026 upto 11.00 A.M. Last date and time for Submission of Tender is- 30/11/2026 upto 11.00 A.M. Other details may be seen Website: https://tenders.wb.gov.in & from this office Notice Board. Sd/- Bibhor Majumder, Assistant Engineer, P.W.D., Malda Sub-Division-I, Malda
ICA-T20059(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is hereby invited by the Commandant, Narayani Battalion, Coochbehar from bonafide and eligible contractors/firms/agencies for execution of the work mentioned Unit having Govt. Registered trade license for renovation of toilet portion roof (shed for protection of roof from heavy rain) with the wall from heavy rain within the Administrative Building at Narayani Battalion, Coochbehar. Govt. Tender Ref. No. WBP/NARAYANI BN./e-NIT-04/2026-27 Dated: 14/11/2026, Tender ID:2026_WBP_5086189_1. The last date for submission of e-Tender is on 26/11/2026. upto 14:00 hrs. for other details please visit our office Notice Board & https://tenders.wb.gov.in Sd/- Commandant Narayani Battalion, Coochbehar.
ICA-T20041(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no.:- WBMSCL/NIT-898/2026; Dated –13/11/2026
Online tenders (e-Tenders) are invited from bonafide, resourceful, and experienced agencies for the following work: Supply, delivery, Laying and commissioning of 3.5C x 300 sq. mm, 1.1 kv grade Aluminum Armoured Cable at Jalpaiguri SSH Building under Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital. The last date of online bid submission is 27/11/2026 up to 3:00 P.M. Detailed tender documents can be downloaded from **https://wbtenders.gov.in** on or after 20/11/2026 from 3:00 P.M. Clarification requests, if any, may be sent to **cpee@wbmsc.gov.in** Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary H&FW Dept. Govt. of West Bengal
ICA-T20024(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E./T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:-1. Supply of ready to use potholes repair material for all wea the resilience for rapid maintenance using steel slag road Technology for sustainable road maintenance approved by CSIR-CRRI, New Delhi under Teesta Bridge Const. Division.,PWD 2ND CALL Tender Id-2026_WBPWD_5087018_1. e-NIQ No.-12 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD Bid Submission start date (online) 20.11.2026 from 11.30 hrs. Bid Submission closing date (online) 03.12.2026 upto 11.30 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj, Coochbehar
ICA-T20071(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. – WBMSCL/NIT-892/2026, Dated – 13/11/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for **"Horticulture and allied work at Raiganj Government Medical College and Hospital, Raiganj, District – Uttar Dinajpur, under the Jurisdiction of WBMSCL in the financial year 2026-2027"** Last date of submission of bid (online) – 02.12.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.tenders.wb.gov.in** on or after 19.11.2026 at 10:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to ee2msc.hfw-wb@gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal.
ICA-T20029(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, PWD are invited Notice Tender no. WBPWD/EE/DDD/NIeT-06/2026-27_SL_01 & 02 for the 2 (Two) Nos. building repairing work at District Library under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. Last date of Bid Submission 01-12-2026 upto 12:00 Hrs. All documents alongwith Corrigenda can be seen/obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID: 2026_WBPWD_5087126_1 & 2. Sd/-Executive Engineer Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte.
ICA-T20068(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, Malda Sub Division, SS, P.W.Dte. invites Online e-Tender WBPWD/AE/MSD/SS/Ni(e)T-04/2026-2027 for "One no new Deep tubewell with 3HP Submershible pump at Malda Socal Sector(pwd) office compound, in the dist of Malda." Bid submission Closing Date on 04.12.2026 at 2:00 PM, Tender ID: 2026_WBPWD_5087027_1. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Assistant Engineer, Malda Sub-Division, Social Sector, P.W. Dte.
ICA-T20073(1)/2026

NOTICE
My Client Badal Sarkar of Patiram Jote is purchasing land measuring 2 Katha, appertaining to L.R. Khatian No. 1326, L.R. Plot No. 982, Mouza Baramohan Singh, J.L. No. 71, Police Station Matigara, District Darjeeling, from Shri Bidyut Sarkar, S/o Rajendra Kishore Sarkar, resident of Baghajatin Colony, Road No. 2/6, Post Office and Police Station Pradhan Nagar, District Darjeeling. If any person having any claim, charges, lien or right, title, interest whatsoever, please contact me within 7 days with relevant documents, thereafter no claim shall be entertained. Said Owner had lost original Deed No. I-7203/2010 and I/5098/1990 and lodged GDE No. 197 dated 05/11/2026 with Pradhan Nagar Police Station to that effect.
Yours sincerely,
(Jitendra Kr. Poddar), Adv/Siliguri
Mobile No. 9434307962, 7001976536

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tenders are invited from reputed firms for the Works abridged NIeT No. 01 (Const.) of 26-27 related to Electrical Replacement of existing Non-LED to LED Tubelight and other allied works at two blocks under Malda district. Last date & time of bid submission 30.11.2026 at 12:10 PM respectively for details visit www.wbtenders.gov.in Sd/- Secretary, DH&FWS & CMOH, Malda
ICA-T20026(3)/2026

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
Office of the Registrar
Notice inviting e-Tender
Following e-Tenders are invited from reputed Vendors, for details please visit https://tenders.wb.gov.in

Sl.No.	NIT NO.	TENDER ID
1.	14/R-2026	2026_DHE_5087360_1

Registrar (Addl. Charge)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Sub Division No II, Cooch Behar invites online e-tender. e-NITNo.-WBPWD/AE/CSD-II/NIT_21/26_27. Tender ID: i) 2026_WBPWD_5087153_1. Bid Submission start date (online): 21.11.2026 from 18.00 Hrs. Bid Submission closing date (online): 28.11.2026 upto 18.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer (PWD) Cooch Behar Sub Division No II Cooch Behar.
ICA-T20064(1)/2026

Notice Inviting eBid
The Block Executive Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :
1. eNIT No:- 05/KDI/2026-27, Memo No : 873/PS, Dated : 19/ 11/2026. Bid Proposal Submission Start Date: 19/11/2026 at 05.30 PM. Bid proposal for Submission Closing date: 28/11/2026 at 5.30 PM. Bid Opening for Technical evaluation date : 30/11/2026.
Sd/- Executive Officer Karandighi, Uttar Dinajpur

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar
e-TENDER NOTICE
WBFOR/JWD/NIT-41(e)/26-27- Repairing and Maintenance of Tribal Dance Area and Community Hall under Hollong Beat, JP East Range, Chilapata Range, Kodalbasti Range under Jaldapara Wildlife Division. **WBFOR/JWD/NIT-42(e)/26-27-** Conducting post mortem of large, medium and small wild animals under Jaldapara Wildlife Division. **WBFOR/JWD/NIT-43(e)/26-27-** Procurement of Elephant Guiding Materials for mitigation of man-Animal Conflict at various Tea Garden, Fringe villages etc. under Jaldapara Wildlife Division. Last date of online submission of bid-17/11/2026. For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in/ www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar.
ICA-T20013(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No.- 14 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work: **1.** Urgent Construction of Protection work at Vulnerable stretches of Churaman Itahar Kushmandi Road at Ch. 11.40km, ch: 13.10km and ch.13.30 km under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5086777_1, Estimated Amount: Rs. 8,56,345.00. **2.** Urgent Construction of Protection work at Vulnerable stretches of Raiganj Barsoi Road at Ch. 5.60km, ch: 6.40km and ch.6.95 km under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5086777_2, Estimated Amount: Rs. 8,93,575.00. **3.** Emergent Rain Damaged Repairing of potholes of Churaman Itahar Kushmandi Road, from 13.50. km to 16.55 km (in stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5086777_3, Estimated Amount: Rs. 10,49,306.00. Bid Submission start date (online) on 23.11.2026 from 10.00 AM, Closing date of Bid Submission on 30.11.2026 for Sl-1 & Sl-2 and 07.12.2026 for Sl-3 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website-http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA-T20055(3)/2026

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ EL/29/76_2026/K/1768, তারিখঃ 17-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ 76_2026; কাজের নামঃ** ইন্ডিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "সিনিয়র ডিই এন/II/ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ঢোলবাজা (ডিএলজেড), গড় বানাইলি (জিবিএন), গোগিপোথিয়া হল্ট (জিপিই), রানিপত্র (আরএনপত্র), হলদিয়াবিহার (এইচওডি), সাতার হল্ট (এসএটিআর), বাঘমারা হল্ট (বিএইচএমএ), মহিষার পুর (এমএইচপিআর), বান্তকোশ (কেটিকেএস), কুমারীপুর হল্ট (কেআরএমপি), বাঙ্গলবাড়ী (বিজেওয়াই), বিষানপুর হল্ট (বিএইচএনপি), বচনা (ডিএইচএনএ), দিল্লি দেওয়ান গঞ্জ (ডিডিজে), ডালিমগাঁও (ডিএলএক্স), দহুখোবা (ডিএনকিউ), গোবরাঘর (জিআরআর), খিটকিয়া (কেটিকে), কাউয়া (জেএইউ), কাচনা (কেএইউ), মানিয়ান (এমআইওয়াইএন), মৌনাপুর (এমইএনপি), প্রাণপুর রোড (পিকিউডি) এবং সাহজা হল্ট (এসএজেএইচ)- এ স্টেশন আপ্রোচ রোড ড্রেনের উন্নয়ন"। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২৬,৫৭,২২৮.০০ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৫৩,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১০-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জিআরডিসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসঙ্গচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩০৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩১১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬২৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে সম্পূর্ণ সেতু নবীকরণ কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৭-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. ৩১-এপি-II-২০২৬।** কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার-বামনহাট (এসএল)-টিবিআর-৫০.২৫০ টিকেএম। **টেন্ডার রাশিঃ** ৫,১৫,৮৪,৬৬৬.৩১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১০,৩১,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়** ০৮-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. invites online e-tender for the following works - Construction of Cycle Shed of District Library, Dakshin Dinajpur under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. Estimated Amount: Rs. 2,57,543.00 e-NIT No. 22 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5087120_1. & Repair & Renovation of existing Latrine and Toilet of District Library, Dakshin Dinajpur under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. Estimated Amount: Rs. 4,81,245.00 e-NIT No. 22 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5087120_2. Bid submission start date (online): 23.11.2026 from 12:30 PM, Bid submission closing date (online): 30.11.2026 upto 12:30 PM, Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Debojyoti Ghosh. Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte.
ICA-T20069(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER ID: 2026_WBP_1049087_1
DATED-11/11/2026
TENDER REFERENCE NUMBER: SPJPG/NIT02/2026-27
WORK TITLE: SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF GYMNASIUM EQUIPMENT / ARTICLES FOR 10 POLICE STATIONS UNDER THE SUPERINTENDENT OF POLICE, JALPAIGURI. BID CLOSING DATE: 27/11/2026. FOR MORE DETAILS LOG ON TO: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Superintendent of Police, Jalpaiguri
ICA-T20054(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-NIT No. WBIW/EE/MID/eNIT-06/2026-27
Tender Id:- 2026_IWD_5086571_1
The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda invites above mentioned e-NIT for 1(One) nos. works under the head of Survey & Investigation. Last Date of Bid Submission 27/11/2026 & Time up to 11.00 Hrs. Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in/ & www.tenders.wb.gov.in Sd/- [S. Guria] Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda
ICA-T20019(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
West Bengal Tourism Development Corporation Limited.
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
NOTICE INVITING e-TENDER
NIT No. 08/EE(N)/WBTDCL OF 2026-27 (Technical)
Tender ID-2026_WBTDC_5087020_1
WBTDCL invites e-Tender for the work: Annual maintenance of landscape garden at Bhorer Alo Tourism Property, Gajoldoba in the district of Jalpaiguri during the year 2026-27. From the reputed, bonafide and experienced agencies in similar works. Start date & time of documents download: 23.11.2026 - 12:00 Hrs. Last date & timeof Bid Submission: 12.12.2026 - 15:00 Hrs. Details are available in website: wbtdcl.wbtourismgov.in / wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, West Bengal Tourism Development Corporation Limited
ICA-T20075(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No.- 15 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work: **1.** Reconstruction of Boundary Wall and Connecting pathway at office of Kaliyaganj Quality Control Sub-Division P.W.(Roads) Directorate under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5087107_1, Estimated Amount: Rs. 820931.00. Bid Submission start date (online) on 23.11.2026 from 10.00 AM, Closing date of Bid Submission on 30.11.2026 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website-http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA-T20056(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE
Notice Inviting 'e' TENDER No.- WBIW/EE/TLBD/e-NIT-07/26-27(2nd Call) of e-NIT No-WBIW/EE/TLBD/e-NIT-06/26-27
The Executive Engineer, Teesta Left Bank-Division, invites tender for 1 (One) no. work from the eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission **Start Date 20th November 2026 from 10:00 A.M. Bid Submission End Date is 27th November, 2026 upto 10:00 A.M.** under A.E/SDS(M)/GA head. Amount put to tender is below Rs. 5.00 lakhs for this work. For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders", Please visit **https://tenders.wb.gov.in** (direct site). Sd/- D. Rakshit, Executive Engineer, Teesta Left Bank Division, Oodlabari, Jalpaiguri.
ICA-T20021(2)/2026

NOTICE INVITING eTENDER
Tender is being invited by Director, PNHZ Park, Darjeeling for work items as below :-

NIeT	Name of the Work	Reserve price (per year)	EMD
30/PNHZP/2026-27	eTENDER FOR LETTING OUT OF SHOP / STALL MEASURING APPROXIMATELY 80 SQ.FT. ON H1 (HIGHEST BIDDER) BASIS AT PNHZ PARK, DARJEELING	5,00,000/-	10,000/-

Date of Publish online : 20/11/2026 at 09:00 am. Closing date : 04/12/2026 at 1.00 PM and will be opened on 07/12/2026 at 2.00 PM, Details are available at **www.tenders.wb.gov.in.**
Sd/- Director, PNHZ Park, Darjeeling

মালদা টাউন - শকুর বন্তী - মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন
ছট উৎসব পরবর্তী সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪৫৭/০৩৪৫৮ ও ০৩৪৩৯/০৩৪৪০ মালদা টাউন - শকুর বন্তী - মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে:

মালদা টাউন - শকুর বন্তী			(০৩৪৫৭) (০৩৪৫৯) (০৩৪৩৯) (০৩৪৪০)	শকুর বন্তী - মালদা টাউন		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	তারিখ
২৫/১১ ২৬/১১ ও ২৯/১১/২৬	--	১০.০০	↓ মালদা টাউন	০১:৪৫	--	২৮/১১ ২৯/১১ ও ২/১২/২৬
	১০.৩২	১০.৩৪	নিউ ফরাক্কা	০০.০৮	০০.১০	
	১২.৫০	১২.৫৫	সাহেবগঞ্জ	২২:২৫	২২:৩০	২৭/১১ ২৮/১১ ও ১/১২/২৬
	১৪.৪৫	১৪.৫৫	ভাগলপুর	২০:৫৫	২১:০৫	
	১৬.০৫	১৬.১০	জামালপুর	১৯:১৫	১৯:২০	
২৬/১১ ২৭/১১ ও ৩০/১১/২৬	১৬.১৫	১৬.২৫	দিঘী	১৯:৩০	১৯:৪০	২৬/১১ ২৭/১১ ও ৩০/১১/২৬
	১৭.০০	--	শকুর বন্তী ↑	--	১৮:৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বড়হারওয়া, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল, মোকামা, বখতিয়ারপুর, রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল, পাটনা, দানাপুর, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুবেদারগঞ্জ, গোবিন্দপুরী ও টুন্ডলা স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ/দিন : মালদা টাউন থেকে : ০৩৪৫৭ : ২৫/১১/২০২৬ (বুধবার) = ১টি ট্রিপ এবং ০৩৪৩৯: ২৬/১১/২০২৬ (বৃহস্পতিবার) ও ২৯/১১/২০২৬ তারিখ (রবিবার) = ২টি ট্রিপ। শকুর বন্তী থেকে ০৩৪৫৮ : ২৬/১১/২০২৬ (বৃহস্পতিবার) = ১টি ট্রিপ এবং ০৩৪৪০ : ২৭/১১/২০২৬ (শুক্রবার) ও ৩০/১১/২০২৬ (সোমবার) = ২টি ট্রিপ। ০৩৪৫৭/০৩৪৫৮-এর জন্য গঠন : এসি ৩ টায়ার - ০৪, স্লিপার ক্লাস- ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণি (জিএস) - ০৬, এসএলআরডি - ০২ = ২২টি কোচ এবং ০৩৪৩৯/০৩৪৪০ -এর জন্য গঠন : এসি ৩ টায়ার - ০৬, স্লিপার ক্লাস- ০৮, সাধারণ ২য় শ্রেণি (এলএস) - ০৬, এলএসএলআরডি - ০১, পাওয়ার কার - ০১ = ২২টি কোচ। ক্যাটেগরি : মেল/এক্সপ্রেস।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান
কাটিহার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং.: সি-৫৬-১-এসসি-২৬। রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) ঃ** ১০-১২-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-পিআরএনএ-টিওআই-২৩১-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	শুধুমাত্র তিন বছরের মেয়াদের জন্য পূর্ণিয়া জং. রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-এআরকিউ-টিওআই-২৩০-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	শুধুমাত্র তিন বছরের মেয়াদের জন্য আরারিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।
এএ/৩	পিএনইউ-কেআইআর-এসজিইউটি-টিওআই-২০৬-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	তিন বছরের মেয়াদের জন্য শিলিগুড়ি টাউন রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।
এএ/৪	পিএনইউ-কেআইআর-কেএনই-টিওআই-২৩২-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	শুধুমাত্র তিন বছরের মেয়াদের জন্য কিষাণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।

ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১০-১২-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কোনও বিষয় নিয়ে বাইরে আলোচনা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। বৃষ : পুরোনো জিনিস কেনাবেচায় লাভবান হবেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা। সংসারে শান্তি বজায় রাখতে মেপে কথা বলুন। মিথুন : স্ত্রীর সঙ্গে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতের মিল না হলেও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। কর্কট : পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানের খরচের বহর বাড়বে। কোনও আলোচনায় গুরুজনদের মতামতের গুরুত্ব দিন। সন্ধের পর ভালো খবর পাবেন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা দেখাতে পেরে প্রশংসিত হবেন। খাদ্যাভাসের অনিয়মে পেটের সমস্যা হতে পারে। বকেয়া পাওনা ফেরত পাবেন। কন্যা : অফিসের সমস্যা নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করবেন না। ব্যাংক সংক্রান্ত কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। ব্যবসায় আর্থিক দিক শুভ। তুলা : সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনাকাটায় খরচ বাড়বে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি আসবে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় সম্মান বজায় রাখুন। ঝুঁকিপূর্ণ কোনও বিনিয়োগ আজ করবেন না। ধনু : পারিবারিক প্রয়োজনে খরচ বাড়বে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য পাবেন। অতিরিক্ত চাপ কাটাতে ঈশ্বরের আরাধনা করুন। মকর : আজ অপ্রত্যাশিত আর্থিক প্রাপ্তিতে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। পরিবারের গুরুজনদের পরামর্শে গুরুত্ব দিন। কুম্ভ : প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার সময় সংযম বজায় রাখুন। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। মীন : আজ তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ অগ্রহায়ণ,

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,০২১.৭৫ (+৯৮৯.৯৪)

নিফটি : ২৫,৫১৪.৩০ (+২৮৬.৩৫)



বৈঠকে ট্রাম্প-শি-পুতিন ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	১৭°	৩০°	১৬°	৩০°	১৭°	৩০°	১৬°



ছুটে আসছে পাঁচ মহাজাগতিক পাথর ৮



মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর মামলা দায়ের নিশানায় 'নকশালপন্থীরা' ৫

শিলিগুড়ি ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 20 November 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 181

মুসলিম জনসংখ্যায় দ্বিতীয়, কমবে হিন্দু অনুপাত

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : আরও ৫০ বছর পর ভারতের ধর্মীয় মানচিত্রটা ঠিক কেমন দেখতে হবে? পাড়ার চায়ের দোকান থেকে সংসদের অলিন্দে- জনসংখ্যা নিয়ে এই চাপানউতোর নতুন নয়। ওয়াশিংটনের খ্যাতনামা গবেষণা সংস্থা 'পিউ রিসার্চ সেন্টারে'র সদ্য প্রকাশিত একটি রিপোর্ট সেই বিতর্কের আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলে দিয়েছে।

বিশ্বের ২০১টি দেশের তথ্য ঘেঁটে সংস্থাটি জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দশকে ভারতের জনবিন্যাসে ধীরে ধীরে হলেও তাৎপর্যপূর্ণ বদল আসতে চলেছে। ২০৭০ সালে ভারত নিঃসন্দেহে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থাকবে। তবে সেই সময় পাকিস্তানের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হয়ে উঠবে ভারত।

পিউ-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১১১ কোটি, যা ২০৭০ সালে প্রায় ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ বেড়ে দাঁড়াবে ১২৯ কোটি। অর্থাৎ সংখ্যার নিরিখে হিন্দু জনসংখ্যা মোটেই কমছে না, বরং বেশ ভালো বাড়ছে। তবে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুদের ভাগ ৭৯ থেকে কমে ৭৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। অথচ ওই একই সময়ে ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা ২১ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষে পৌঁছাবে বলে অনুমান। শতাংশের হিসাবে তা ১৫ থেকে বেড়ে হবে ২০ শতাংশ।

এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম থাকেন ইন্দোনেশিয়ায়। কিন্তু ২০৭০ নাগাদ ৪৬ কোটি ১০ লক্ষ মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে শীর্ষে উঠে আসবে পাকিস্তান। তারপরেই থাকবে ভারতের স্থান। নাইজিরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া বরং নেমে যাবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে। দু'বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্টে ১৯৫০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ভারতে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ৭.৮ শতাংশ কমে যাওয়ার তথ্য নিয়ে বিস্তর হইচই হয়েছিল। পিউ-এর সমীক্ষা নিঃসন্দেহে তাতে ফের ইন্ধন জোগাবে।

কীভাবে বদল ভারতের জনবিন্যাস

হিন্দু জনসংখ্যা

২০২০
প্রায় ১১১ কোটি
(মোট জনসংখ্যার ৭৯. ৪ শতাংশ)

২০৭০
প্রায় ১২৯ কোটি
(মোট জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ)

সংখ্যায় বাড়লেও হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত কমবে

মুসলিম জনসংখ্যা

২০২০
২১.৩ কোটি
(অনুপাত ১৫.২ শতাংশ)

২০৭০
৩৩.৪ কোটি
(অনুপাত ২০ শতাংশ)

পাকিস্তানের পর বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা হবে ভারত

- ২০৩৫ সালের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মকে টপকে ইসলাম হতে পারে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম
- ধর্মান্তরণ নয়, এই বদলের মূল চালিকা শক্তি বয়স ও জন্মহার

সূত্র : পিউ রিসার্চ সেন্টার, ওয়াশিংটন

এই বদলের আসল কারণটা কী? কোনও রাজনৈতিক তত্ত্বে নয়, এর উত্তর লুকিয়ে আছে নিখাদ অঙ্কে- মানুষের গড় বয়স এবং প্রজননের হারে। ২০২০ সালের হিসাবে ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যম বয়স যেখানে ২৪ বছর, সেখানে হিন্দুদের ২৯। তরুণ প্রজন্মের ভাগ বেশি থাকায় স্বাভাবিক নিয়মে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি আপাতত কিছুটা বেশি।

মুদ্রার উলটো পিঠটাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, গত তিন দশকে ভারতে সব ধর্মের মানুষের সন্তানধারণের হার হুহু করে কমছে। হিন্দু মহিলাদের গড় সন্তান সংখ্যা তিন দশক আগেকার ৩.৩ থেকে কমে এখন ১.৯-এ ঠেকেছে, যা জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার ২.১ সূচকের চেয়ে কম। মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে সেই হার ৪.৪ থেকে দ্রুত নেমে এখন ২.৩-এর আশপাশে।

জনসংখ্যাবিদদের মতে, নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং আর্থসামাজিক উন্নতির ফলে দুই সম্প্রদায়ের জন্মহারের ফারাক দ্রুত ঘুচে যাচ্ছে। শুধু বয়সের কাঠামোর কারণে আগামী দু'দশকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা এগিয়েই থাকবে। দেশের বাইরেও হিন্দু জনসংখ্যার মানচিত্রে বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট। ভারত ও নেপালই বিশ্বের দুটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে টিকে থাকবে।

তবে অভিবাসনের জেরে ২০৭০ সালে ৭৪ লক্ষ হিন্দু নিয়ে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম হিন্দু অধ্যুষিত দেশ হবে আমেরিকা। স্বাভাবিক জন্মহারে পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে এক কোটি ছাড়াতে পারে। পড়শি বাংলাদেশের ছবিটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। পিউ-এর রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশেও আগামী পাঁচ দশকে সংখ্যায় বাড়বে হিন্দুরা। কিন্তু মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের ভাগ সংকুচিত হবে। ২০২০ সালে বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ, যা সেদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে ৭.৯ শতাংশ।

২০৭০ সালে সেই সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ বেড়ে ১ কোটি ৬১ লক্ষে পৌঁছাতে পার। *এরপর ছয়ের পাতায়*

ধর্ষণের অভিযোগ

ব্রাত্য ও ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে এফআইআর

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বিদেশে চলে গেলেও ব্রাত্য বসু রেহাই পাবেন কি না, সংশয় তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার এফআইআর দায়ের হয়েছে বাগুইআটি থানায়। যৌন হেনস্তার অভিযোগ পুলিশে জমা হওয়ার পর তিনি নিঃশব্দে বিমানে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এফআইআর-এ শুধু যৌন হেনস্তা নয়, ধর্ষণের পাশাপাশি দুর্নীতি ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাতে শুধু ব্রাত্য নন, অভিযুক্ত আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনও।

ইন্দ্রনীল অবশ্য এখন অন্য প্রতারণার মামলায় কারাবন্দি। কিন্তু ব্রাত্য শুধু কলকাতা নয়, দেশের বাইরে চলে গিয়ে আপাতত পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর চুপিসারে সস্ত্রীক বিদেশ চলে যাওয়ার খবরটি একমাত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদ ফাঁস করেছিল। তখনই জানা গিয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীদের যৌন হেনস্তার অভিযোগ আছে। ইন্দ্রনীলের পরিণতি দেখে এই নাট্যকার-অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ দেশে থাকার আর ঝুঁকি নেননি।

নির্যাতিতা সরকারি কর্মীরা আগে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তাতে পুলিশ খোঁজখবর শুরু করা মাত্র ব্রাত্য গত ১০ নভেম্বর কাকভোরে বিদেশে চলে গিয়েছেন। ওই নির্যাতিতাদের অভিযোগগুলি নিয়ে তদন্ত করার আর্জি জানিয়ে রাজীব সরকার নামে এক সমাজকর্মী জিরো এফআইআরটি বৃহস্পতিবার দায়ের করেন বাগুইআটি থানায়।

রাজীব উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'ওঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হয়েছে, তার তদন্ত করা হোক। যে যে থানা এলাকায় এই ধরনের অভিযোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট থানাগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' সরকারি দপ্তরগুলিতে মানব পাচার, যৌন ব্যবসা, *এরপর ছয়ের পাতায়*

মৃত্যু সিটিংয়ে দগ্ধ চোপড়ার তরুণীর

দীর্ঘ লড়াই শেষ নিকিতার

মনজুর আলম ও রণজিৎ ঘোষ

চোপড়া ও শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : কত কথা যে বলা হল না। কত সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া বাকি রয়ে গেল। কত স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল।

আট বছরের প্রেম পরিণতি পায় ২০২৬ সালে। তারপর চারমাসের সংসার। চোপড়ার দম্পতি নিকিতা সাহা আর সৌভিক দাস মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন পাহাড়ে। সেখানে বারবিকিউ করতে গিয়ে আগুনে ঝলসে যান নিকিতা। প্রথমে শিলিগুড়ি, তারপর কলকাতায় একাধিক হাসপাতাল, নার্সিংহোমে সম্ভাব্য সমস্তরকমের চেষ্টা সত্ত্বেও মৃত্যুর কাছে হার মানলেন তরুণী।

হেরেছেন আরও একজন। যিনি স্কুলজীবন থেকে প্রেমিকার পাশে ছিলেন। নার্সিংহোমে বেডের পাশেও বসে কাটিয়েছেন বহু বিনিদ্র রাত। সেই সৌভিক বৃহস্পতিবার নিজের বাড়িতে বিছানার ওপর বসেছিলেন। তেমন কথা নেই। চোখ স্থির।

কী ভাবছেন সৌভিক? সেই লুকিয়ে দেখা করার কথা? সেই ভালোবাসার প্রস্তাব দেওয়ার মুহূর্ত? নাকি, শেষ ক'টা দিন যে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাঁর নিকিতাকে যেতে হয়েছে, সেই স্মৃতি?

বৃহস্পতিবার ভোররাতে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নিকিতা। এই খবরে শোকের ছায়া চোপড়াজুড়ে। ময়নাতদন্তের পর শুক্রবার নিথর দেহ চোপড়ায় নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ যন্ত্রণাদায়ক বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'দুর্ঘটনার পর থেকে পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সবাই অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাঁচানো গেল না। ভবিষ্যতে রাজ্যের আর কোথাও যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কার্সিয়াংয়ের সিটিংয়ে একটি হোমস্টেতে বারবিকিউ তৈরির সময় অগ্নিদগ্ধ হন ওই তরুণী। তাঁকে রাতেই শিলিগুড়িতে এনে কাওয়াখালির বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথম থেকে পরিবারের অভিযোগ ছিল, নিকিতাকে চিকিৎসার জন্য পাহাড় থেকে শিলিগুড়িতে নামাতে তৎপরতা দেখায়নি হোমস্টে কর্তৃপক্ষ। ফলে নিকিতার চিকিৎসা শুরু করতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। কয়েকদিন কাওয়াখালির হাসপাতালে রাখার পর কলকাতায় নিয়ে গিয়ে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অস্ত্রোপচারও হয়েছিল।



- আট বছর প্রেমের পর ২০২৬ সালে বিয়ে করেন নিকিতা আর সৌভিক
- ১৩ সেপ্টেম্বর কার্সিয়াংয়ের সিটিংয়ে একটি হোমস্টেতে আগুনে ঝলসে যান নিকিতা
- প্রথমে চিকিৎসায় সাড়া দিলেও পরে অবস্থার অবনতি, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হল না

সূত্রের খবর, সামান্য হলেও মাঝেমধ্যে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন নিকিতা। একসময় তাঁর অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, শরীরের এতটাই বেশি অংশ পুড়ে গিয়েছিল যে, তাঁর ত্বক গ্রাফ্টিং করা সম্ভব ছিল না। তাই চিকিৎসকরা ড্রেসিং করে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক নিরাময়ের ওপরে ভরসা রেখেছিলেন। সেইমতো, নিকিতার শরীরের পুড়ে যাওয়া অংশে নতুন টিস্যুও ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ৪ নভেম্বর নিকিতাকে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট থেকে বের করে জেনারেল ওয়ার্ডে দেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।

১৪ নভেম্বর থেকে ফের অবস্থার অবনতি হলে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরের প্রয়োজন পড়ে। তখন এমআর বাঙুরে শয্যা খালি না থাকায় নিকিতাকে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। দু'দিন আগে সেখানে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। কিন্তু গলার কাছে রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। এদিন ভোরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে নিকিতার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

চিকিৎসায় আরও অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় নিকিতার স্বামী সৌভিক বুধবার কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরেন। *এরপর ছয়ের পাতায়*



বিক্ষুব্ধরা আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর নিরাপত্তাবাহিনীর নজরদারি ইউনূসের বাসভবনে। চট্টগ্রামে।

ইউনূস-গৃহে আগুন, বাংলাদেশে নিহত ৪

ঢাকা, ১৯ নভেম্বর : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! ইউনূস জমানায় গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাড়িটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল উন্মত্ত জনতা। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টার পৈতৃক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল অজ্ঞাতপরিচয় একদল দুষ্কৃতী। মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে তৈরি গ্রামীণ ব্যাংকের উত্তর-পূর্ব সিলেট, উত্তর-পশ্চিম রাজশাহী এবং দক্ষিণ-পূর্ব বরিশাল এবং ফরিদপুর শাখাতেও অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ঘটেছে।

শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার কথা ঘোষণার পর পদ্মাপারে অশান্তি শুরু হয়েছে। কার্যত অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। আওয়ামী লিগ আক্রমণাত্মক মেজাজে। হাসিনার দলের সঙ্গে সংঘর্ষে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন শাসকদল বিএনপি কর্মী। আরেকজন চালকের পুড়ে মৃত্যু হয়েছে বিক্ষোভকারীরা তাঁর বাসে আগুন দেওয়ায়।

হাসিনার নিজের জেলা গোপালগঞ্জ বৃহস্পতিবার সকাল-সন্ধ্যা লকডাউন কর্মসূচিতে অচল ছিল। গোপালগঞ্জ-১, গোপালগঞ্জ-২ ও টুঙ্গিপাড়ার তিন সাংসদ সেলিমুজ্জামান সেলিম, কেএম বাবর এবং এসএম জিলানির বাড়িতে ভাঙচুর করে আগুন লাগানো হয়। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে মজুরি বৃদ্ধির দাবি ঘিরে গাজিপুরে পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়।

তারেকের নিশানায় হাসিনা

রাজশাহীতে বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটের একটি ঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে। দেওয়াল ঘেঁষে থাকা একটি বট গাছও কেটে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন স্থানীয় সংস্কৃতিকর্মী এবং ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সদস্যরা। তাঁরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণের দাবি জানানো সত্ত্বেও ওই বাড়িটি পরিকল্পিতভাবে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলছে। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ময়মনসিংহ জেলায় সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটের একাংশও ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

গত বছর বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙার সময় অভিযোগ উঠেছিল, ইউনূস প্রশাসনের মদতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামায়াতে এবং রাজাকার বাহিনী কাণ্ডটি ঘটিয়েছিল। হাসিনা ফেরার আগে বুধবার রাতে ইউনূসের বাড়ি ও অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগে অভিযোগের তির আওয়ামী লিগের দিকে। চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক মোজাম্মেল হক জানিয়েছেন, ইউনূসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। বাড়িটির একাংশ পরিত্যক্ত। অপর অংশে ইউনূসের ভাইয়েরা বাস করেন।

দোষীদের খোঁজে ইতিমধ্যে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। *এরপর ছয়ের পাতায়*





জেলা হাসপাতালে মৃতার পরিবারের সঙ্গে আলোচনা পুলিশের।

বিছানায় দেহ তরুণীর, মাকে খুঁজছে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামে বাড়ি থেকে এক তরুণীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম তানিশা ঘোষ (২২)। পরিবারের অভিযোগ, বালিশ চাপা দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় তানিশার মা দীপশিখা ঘোষ এবং তাঁর বান্ধবী পলাশি দাসের বিরুদ্ধে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই পলাশিকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পুরো বিষয়টি জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, ঘটনার পর থেকেই দীপশিখা নিরুদ্দেশ। তাঁর খোঁজে শহরজুড়ে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে খবর, তানিশার বাবা পেশায় গাড়িচালক। দাদা দীপঙ্কর গাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই পরিবারে ঋণ সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল। পরিবারের অভিযোগ, সেই বিবাদের অন্যতম কেন্দ্র ছিলেন পলাশি। দীপঙ্কর জানান, পলাশি সেলাইয়ের কাজ করেন। সেখানে দীপশিখা ও তানিশাও কাজ করতেন। দীপঙ্করের অভিযোগ, 'সুদ দেওয়ার নাম করে পলাশি বোনের কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। যদিও বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও সেই টাকা আর ফেরত দেননি। এর মধ্যে মায়ের নামে বিভিন্ন সময় ধাপে ধাপে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা লোন করান। ঋণের সেই টাকার কিস্তি তিনিই দেবেন বলে পলাশি বলেছিলেন। পাশাপাশি, প্রতি মাসে কিছু সুদ দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা শোধ না করায় ব্যাংকের কর্মীরা প্রায়ই বাড়িতে আসতেন।' তা নিয়ে পরিবারে অশান্তি বাড়ছিল বলে অভিযোগ। ঋণের টাকা শোধের জন্য দীপশিখা সম্প্রতি তাঁর স্বামীর সোনার চেন ও আংটিও পলাশিকে দিয়েছিলেন বলে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন।

এসব নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে পলাশি বাড়িতে গেলে ঝামেলা হয় বলে দাবি দীপঙ্করের। *এরপর ছয়ের পাতায়*

স্টিলের খাঁচায় ক্রেশ, যত্নে বাড়বে বোরোলি-খলসে

তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালের জলে স্টিলের খাঁচা পেতে নদীয়ালি ও বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতির চাষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। ক্যানালের প্রায় দুই কিলোমিটার অংশজুড়ে স্টিলের খাঁচা বসানো হবে। সেই খাঁচায় বোরোলির চাষ করা হবে আলাদাভাবে।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : মা-বাবা কাজে ব্যস্ত থাকলে ছোট্ট সন্তানকে 'ক্রেশ'-এ রেখে নিশ্চিন্তে থাকার ছবিটা আমাদের খুব চেনা। চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের পিঠের ঝোলায় শিশুসন্তানকে বেঁধে পাতা তোলার চিরাচরিত কষ্টকর দৃশ্যটা বদলাতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাগানে বাগানেও চালু হয়েছিল ক্রেশ কালচার। এবার মানুষের গণ্ডি পেরিয়ে সেই যত্নের 'ক্রেশ কালচার' পৌঁছে যাচ্ছে নদীর মাছেদের জগতেও।

পাইলট প্রোজেক্টের লক্ষ্য আমাদের চেনা নদীয়ালি মাছেরা। স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালকে। মৎস্য দপ্তরের এই অভিনব প্রোজেক্টের নাম দেওয়া হয়েছে নদীয়ালি মাছের 'ক্রেশ ফিশ কালচার'। এখানে বন্দিদশায় বোরোলি, খোলসে, রাইখয়রার মতো নদীয়ালি মাছের চাষ করবে মৎস্য দপ্তর। উত্তরবঙ্গের এই পাইলট প্রোজেক্ট সাফল্য পেলে বাঙালির রসনাও তৃপ্ত হবে অদূরভবিষ্যতে।

ক্যানালের জলে স্টিলের খাঁচা পেতে নদীয়ালি ও বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতির চাষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। মৎস্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালের প্রায় দুই কিলোমিটার অংশজুড়ে স্টিলের খাঁচা বসানো হবে। সেই খাঁচায় বোরোলির চাষ করা হবে আলাদাভাবে। কুর্সা, খোলসে, ভ্যাদা, রাইখয়রার মতো বিলুপ্তপ্রায় নদীয়ালি মাছেদের চারা থাকবে অন্য খাঁচায়। যাঁরা নদীতে মাছ ধরেন, সেই মৎস্যচাষিদের থেকেই নদীয়ালি মাছের চারা সংগ্রহ করে ক্যানালের খাঁচায় ছাড়া হবে।

দূষণের জেরে নদীর বাস্তুতন্ত্রে মারাত্মক ক্ষতি হওয়ায় দেশীয় প্রজাতির এইসব নদীয়ালি মাছ দিন-দিন হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ মাছে-ভাতে থাকা বাঙালির কাছে এই মাছগুলোর কদর চিরদিনই। তাই বাঙালির পাতে এই মাছের জোগান বাড়াতে নদীতেই ক্রেশ করার ভাবনা।



গজলডোবায় তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানাল। এখানেই প্রকল্প রূপায়ণের কথা।

জেলা মৎস্য দপ্তরের সহ অধিকর্তা রমেশচন্দ্র বিশ্বাস জানিয়েছেন, ক্যানালে খাঁচা পাতা হলেও তিস্তার জল খাঁচার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে। কিন্তু খাঁচা থাকায় মাছের চারা বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না। এর আগে পুকুরে চাষ করে বোরোলি মাছ বাঁচানো যায়নি। তবে ক্যানালে খাঁচার মধ্যে তিস্তার জলপ্রবাহ থাকায় বন্দিদশায় বোরোলির প্রজননে সমস্যা হবে না বলে মনে করছেন মৎস্য বিজ্ঞানীরা। তাই তিস্তার বোরোলিকে ফিরিয়ে আনতে এই প্রোজেক্ট কার্যকর হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এভাবে বন্দিদশায় নদীয়ালি মাছের চাষ করে সাফল্য এলে আরও বড় আকারে ক্যানালে ক্রেশ ফিশ কালচারে *এরপর ছয়ের পাতায়*

নিয়োগ বিতর্ক জিটিএ-তে

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এ একজন সেকশন অফিসারের নিয়োগ ঘিরে পাহাড়ের রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকার জিটিএ-তে হস্তক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি জিটিএ-তে এমন কোনও সরকারি পদই নেই, এমন দাবিও সামনে এসেছে। অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) বক্তব্য, 'জিটিএ-তে রাজ্য সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে। এই ধরনের সেকশন অফিসারের কোনও পদ জিটিএ-তে নেই। অথচ তারপরেও ওই পদে একজন অফিসারকে এখানে পাঠানো হয়েছে।' অবশ্য জিটিএ-র প্রধান সচিব স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরে কর্মরত সেকশন অফিসার ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়কে বুধবার ডিটেলমেন্টে জিটিএ সচিবালয় লালকুঠিতে পাঠানো হয়েছে। আর এ নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত। বিজিপিএমের মুখপাত্র



শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, জিটিএ আইনে স্পষ্ট বলা রয়েছে যে, লালকুঠিতে আধিকারিক নিয়োগ বা বদলির আগে চিফ এগজিকিউটিভের সঙ্গে সরকারকে আলোচনা করতে হবে। জিটিএ না চাইলে কোনও আমলা বা অন্য আধিকারিকের বদলি করা যায় না। কিন্তু বর্তমানে চিফ এগজিকিউটিভ নেই। প্রশাসক পদে একজন আমলা রয়েছেন। এই ক্ষেত্রে কোনও আধিকারিকের নিয়োগ রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয়।'

তিনি বলেছেন, 'জিটিএ-তে সেকশন অফিসারের কোনও পদ নেই। এই প্রথম এমন একটি পদ সৃষ্টি করে একজন আধিকারিককে পাঠানো হয়েছে।' তাঁর বক্তব্য, 'এভাবে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার জিটিএ-কেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইছে, যা পাহাড়বাসী ভালোভাবে নেবে না।'

দার্জিলিংয়ের বিধায়ক বিজেপির নমন রাই বলেছেন, 'জিটিএ তো রাজ্যের বাইরে নয়। কাজেই জিটিএ-তে রাজ্য সরকার কোনও আমলা, আধিকারিককে পাঠাতেই পারে। তবুও এক্ষেত্রে ঠিক কী হয়েছে, তা খোঁজ নিয়ে দেখব।'

পার্কিং দুর্ভোগ

ইসলামপুর, ১৯ নভেম্বর : অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে নাভিশ্বাস উঠছে ইসলামপুর শহরবাসীর। রাজ্য সড়ক সহ শহরের একাধিক মূল রাস্তা দখল করে চার চাকা, টোটো, বাইক সহ অন্যান্য যানবাহন যত্রতত্র পার্কিং করা হচ্ছে। ফাঁপরে পড়ছে পথচলতি সাধারণ মানুষ। উল্লেখ্য, এর আগে একাধিকবার ইসলামপুর পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসন এই বিষয়ে পদক্ষেপ করলেও তা নিয়মিত হয়নি। ফলে সমস্যা মেটার নাম নেই বলে দাবি আমজনতার। পুর চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রানির মতো।। সান্দাকফুর পথে টংলুতে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের পূর্ণ দাস।

শংকরের সঙ্গে আইজি'র বৈঠক

চর্চায় খগেন মুর্মু ফাইল

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : তৃণমূল জমানায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হামলার ঘটনার মামলার ফাইল পুনরায় খোলার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে এহেন নির্দেশ পেতেই পুলিশের তরফে ওই ঘটনায় নতুন করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশকুমার জৈনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু বলেন, 'ওর উপর কাজ চলছে।'

গত বছরের অক্টোবর মাসে টানা বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গের একটা অংশ। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গায় ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছিল। ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে সে সময় বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল ওই এলাকায় পৌঁছায়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। আচমকা তাঁদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে সে সময় রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে ওঠে। পাথরের আঘাতে সাংসদের মাথা ফেটেছিল, চোট পেয়েছিলেন শংকরও। ঘটনায় তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। পরবর্তীতে হামলার ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সকলে জামিন পেয়ে যান। বুধবার আলিপুরদুয়ারের রায়ডাক চা বাগানের গলফ কোর্স মাঠে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী তথা জনজাতি গৌরব দিবসের রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের আইজিকে ওই মামলার ফাইল নতুন করে খোলার নির্দেশ দেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ওই ঘটনায় নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং মূল অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। এই আবহে এদিন উত্তরবঙ্গের আইজি আচমকাই শিলিগুড়ি পুরনিগমে পৌঁছান। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন শংকর। পরবর্তীতে তাঁরা পুরনিগমের প্রশাসকের অফিসঘরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক সারেন। বৈঠকে পুর প্রশাসক আর বিমলা, পুর কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক এবং দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপার ইয়েলওয়াদ শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও উপস্থিত ছিলেন। এ দিনের বৈঠকে খগেন



- খগেন মুর্মুর উপর হামলার মামলার ফাইল পুনরায় খোলার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী
- উত্তরবঙ্গের আইজি শিলিগুড়ি পুরনিগমে গিয়ে শংকর ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন
- শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, অতীতের অন্যায়ের বিচার ও অপরাধীদের শাস্তি এবার হবে

মুর্মুর উপর হামলার ঘটনার মামলা প্রসঙ্গে আলোচনাও হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বৈঠক শেষে মন্ত্রী শংকরের দাবি, 'তিস্তা ফেস্ট সহ একাধিক ফেস্টিভাল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।' তবে খগেন মুর্মুর উপর হামলার ঘটনার মামলা পুনরায় খোলার প্রসঙ্গে শংকরের বক্তব্য, '১৫ বছর তৃণমূলের রাজত্বে যে সমস্ত অন্যায় হয়েছে, সেখানে সঠিক শাস্তি পায়নি অপরাধীরা। তাদের শাস্তি পেতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সেই কাজটাই করেছেন।' তিনি জানান, আদিবাসী সমাজের একজন সাংসদের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল; অপরাধীরা তো সেই হিসেবে শাস্তিই পায়নি, এবার পাবে।

নদীতে দেহ, খুনের অভিযোগ

চাকুলিয়া, ১৯ নভেম্বর : চারদিন নিখোঁজ থাকার পর সুধানি নদী থেকে এক তরুণের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় চাকুলিয়া থানার লাহিল এলাকায়। মৃতের নাম জগেন রায় (৩৭)। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রহস্য দানা বেঁধেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে পরিকল্পিত খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর, সদ্য শেষ হওয়া ছটপুজোয় এলাকার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জগেন। ঘাট পরিষ্কার করা থেকে সাজানোর কাজ, সবই তাঁর তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। পরিবারের দাবি, সোমবার সকালে পুজো শেষে ঘাট থেকে উঠে এলাকার তিনটি গ্রামে ঘুরে নিজে হাতে প্রসাদ বিলি করেন তিনি। এরপর আর ঘাটে যাননি। ওই দিন বিকেল ৪টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোনোর পর তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত আত্মীয়স্বজন ও সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান পাননি পরিবারের সদস্যরা। পরদিন মঙ্গলবার চাকুলিয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার সকালে সুধানি এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জলে একটি দেহ ভাসতে দেখেন। তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। জগেনের বোন পুতুল রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে অভিযোগ করেন, তাঁর দাদা নেশাগ্রস্ত ছিলেন না। কারও সঙ্গে কোনও বিবাদেও জড়াতেন না। তাঁর দাবি, দাদাকে কেউ পরিকল্পনা করে খুন করেছে। অভিযুক্তরা প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহটি নদীতে ফেলে দিয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমরা পুলিশের কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'

বাসিন্দা শ্যামল রায়ও জগেনকে অত্যন্ত শান্ত ও পরোপকারী মানুষ বলে উল্লেখ করে ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। চাকুলিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি খুন নাকি দুর্ঘটনা, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পঞ্চায়েত দখল

ইসলামপুর, ১৯ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল এনসিপিআই। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১৭ জন সদস্য রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন তৃণমূল সদস্য ও তিনজন নির্দল সদস্য এদিন এনসিপিআইয়ের পতাকা হাতে তুলে নেন। ইসলামপুর শহরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিনের এই যোগদান পর্ব সম্পন্ন হয়।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছিল তৃণমূল। প্রধান হয়েছিলেন চায়না মোদক। এদিন চায়না বলেন, 'উন্নয়নের স্বার্থেই বিজেপির শরিক দল এনসিপিআই দলে আমরা এদিন যোগ দিয়েছি। মোট নয়জন সদস্য এদিন যোগদান করেছেন।'

দশ বছর আগে হিলি দিয়ে অনুপ্রবেশ

ছদ্মনামে বাস, ধৃত বাংলাদেশি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : পরিচয় গোপন করে চার বছর ধরে নকশালবাড়ির ফুটানি মোড় এলাকায় বসবাসের অভিযোগে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের আসল নাম মহম্মদ কাসিম। বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বাসিন্দা হলেও এলাকায় সে 'রোহিত বর্মন' নামে পরিচিত ছিল। বৃহস্পতিবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই দিনই ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দশ বছর আগে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হিলি দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে কাসিম। পরে নেপালের বিরতা মোড়ে গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করে। সেখানেই বিশুকা বর্মন নামে এক ভারতীয় মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। একই জায়গায় কাজ করতেন তাঁরা। বিশুকার আগে নকশালবাড়ির লালপুলের বাসিন্দা কাশিনাথ সিংহের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের একটি সন্তানও রয়েছে। বহু বছর আগে কাশিনাথের মৃত্যু হয়।

পুলিশের দাবি, প্রায় চার বছর আগে বিশুকাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে নকশালবাড়ির ফুটানি মোড় এলাকায় পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করে বসবাস শুরু করে কাসিম। স্থানীয়দের কাছে নিজেকে 'রোহিত বর্মন' বলে পরিচয় দিত সে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই পরিচয়ের সমর্থনে কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেনি।

রোজ সকালে মেচি নদী পেরিয়ে কাজের জন্য নেপালে যেত কাসিম। সন্ধ্যায় ফিরে আসত ফুটানি মোড়ের বাড়িতে। তার এই যাতায়াত ও গতিবিধি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়। এরপর কয়েকদিন ধরে গতিবিধি ও জীবনযাপনের ওপর নজরদারি চালায় পুলিশ।

ফুটানি মোড়ে বিশুকাদের বাড়ির পাশে থাকেন শেলেন বর্মন। তিনি এদিন সন্ধ্যায় বলছিলেন, 'সে যে বাংলাদেশি, তা নিয়ে সকলেরই সন্দেহ ছিল। শুনেছি, ধর্মান্তরণের পর নতুন নাম রাখা হয়েছিল। বিশুকা আর ও একসঙ্গে থাকত। কিন্তু মাদকাসক্ত হওয়ায় সংসারে অশান্তি শুরু হয়। এখানকার কোনও বৈধ নথি তার ছিল না। তাই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' অন্যদিকে, স্ত্রী বিশুকা বর্মন এ বিষয়ে কথা বলতে চাননি।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নিজের বাংলাদেশি নাগরিকত্বের কথা স্বীকার করেছে কাসিম। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত পেরিয়ে যাতায়াত, পরিচয় গোপন করে বসবাস এবং সরকারি জমি দখলের ঘটনায় অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা চক্রের যোগ রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশের কাছে এখন কাসিমের ভারতে প্রবেশের সময়, দীর্ঘদিনের বসবাস এবং পরিচয় বদলের বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। কীভাবে প্রায় দশ বছর ধরে সে ভারতে রয়েছে, কোথায় কোথায় বসবাস করেছে এবং কীভাবে নেপালে যাতায়াত করত, সেসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশুকার সঙ্গে তার সম্পর্ক, বিয়ে এবং ফুটানি মোড়ে সংসার পাতার দিক নিয়ে তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় অন্য কারও সাহায্য ছিল কি না, তাও জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।



ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

- এলাকায় পরিচয় ছিল 'রোহিত বর্মন', আসল নাম মহম্মদ কাসিম
- রোজ মেচি নদী পেরিয়ে নেপালে কাজে যেত ধৃত
- পরিচয়পত্র দেখাতে না পারায় সন্দেহ পুলিশের
- সরকারি জমি দখল করে বসবাসের অভিযোগ
- অন্য কোনও চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তদন্তে পুলিশ



দুরন্ত শৈশব। বৃহস্পতিবার লাটাগুড়িতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

২ গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার শুরু

খড়িবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে দুটি বেহাল গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগী হল ব্লক প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে বাসিন্দারা রাস্তা দুটির সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। খড়িবাড়ি বিডিও অফিস সূত্রে খবর, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের (এসডিআরএফ) আর্থিক সহায়তায় ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ২.৪ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হবে। বৃহস্পতিবার রাস্তা দুটির কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা তথা জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অজয় ওরাওঁ।

অনুষ্ঠানে ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল, মনীষা সরকার সহ অন্যরা। অজয় জানান, নয়াহাট বাজার থেকে উরলাজোত এবং তাড়িজোত থেকে উরলাজোত পর্যন্ত দুটি রাস্তার দৈর্ঘ্যই ১২০০ মিটার। প্রতিটি রাস্তা তিন মিটার চওড়া। রাকাজ শুরু হওয়ায় খুশি বাসিন্দারা।

আতঙ্কে জখম কলেজ পড়ুয়া

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বাইকের হর্ন দেওয়া নিয়ে বিবাদের জেরে এক কলেজ ছাত্রকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির এক বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ জানানোর আটদিন পরেও কলেজ ছাত্রকে মারধরের ঘটনায় ওই নেতার বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছেন সুভাষপল্লির বাসিন্দা রিপ্তম পাল। রিপ্তম শিলিগুড়ি কলেজের পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়া। গত ১০ নভেম্বর ভোররাতে বন্ধুর সঙ্গে বাইকে কালীপুজো দেখে ফিরছিলেন রিপ্তম। অভিযোগ, ফুলেশ্বরী সংলগ্ন এলাকায় বাইকের হর্ন দেওয়া নিয়ে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির বুথ সভাপতি নিতাই পালের সঙ্গে তাঁর বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। হঠাৎ করে বিজেপির বুথ সভাপতি ওই ছাত্রকে মারধর শুরু করেন। জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রিপ্তমের প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, তাঁর আঘাত গুরুতর। ১১ নভেম্বর ওই তরুণ শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ করেন। রিপ্তম বলেন, 'নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছে। কলেজপাড়ার একটি নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। আমি যাতে থানায় অভিযোগ না জানাই, সেজন্য ওই বিজেপি নেতা হুমকি দিয়েছেন। পুলিশ ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি।' নিতাই অবশ্য বিষয়টি নিয়ে থানায় কোনও অভিযোগ করেননি। তাঁর কথায়, 'ধস্তাধস্তি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেভাবে আমি মারধর করিনি। আমার ছেলেকে ওই তরুণ আটকে রেখেছিল। ভেবেছিলাম ঘটনা মিটমাট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উলটে আমার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।' পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

প্রাক্তন এএসআইয়ের ছেলেকে উদ্ধার

ইসলামপুর, ১৯ নভেম্বর : প্রাক্তন এএসআই রেজাউল করিমকে ঘিরে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগের জল গড়িয়েছে অপহরণের এফআইআর পর্যন্ত। বিজেপি নেত্রী তথা ইসলামপুর আদালতের আইনজীবী লক্ষ্মী সাহার বিরুদ্ধে ছেলে আয়ুস করিমকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন রেজাউলের স্ত্রী আফসানা খাতুন। হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে আয়ুসকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়নি। লক্ষ্মী অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

গত ১৮ নভেম্বর আফসানা রায়গঞ্জ থানায় ছেলে আয়ুসকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে লক্ষ্মীর বিরুদ্ধে অপহরণের এফআইআর দায়ের করেন। মালদহের চাঁচলের বাসিন্দা রেজাউলের স্ত্রী গত মঙ্গলবার কাজের সূত্রে ছেলেকে নিয়ে রায়গঞ্জে আসেন। কাজ সেরে তাঁরা মোহনবাটি এলাকার একটি হোটেলে রাত কাটান। অভিযোগ, বুধবার ভোররাতে লক্ষ্মী-সহ চারজন সেখানে পৌঁছে জোর করে আয়ুসকে তুলে নিয়ে যান। ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মাকে হোটেলের ঘরে আটকে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। পরে ফোনে খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে। তাঁর অভিযোগের

ইসলামপুর

ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে তল্লাশি চালিয়ে আয়ুসকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে অভিযুক্তদের কাউকেই এখনও আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়নি।

অভিযোগ, ২০১৯ সালে ইসলামপুরের এক তরুণীকে নিজের পরিচয় গোপন করে বিয়ে করেন রেজাউল। প্রায় সাত বছর সংসার করার পর তাঁর পরিচয় ও অতীতের তথ্য জানতে পেরে ওই তরুণী পুলিশের দ্বারস্থ হন। তরুণীর অভিযোগ, রেজাউল এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী তাঁকে খুনের ছক কষেছিলেন। এরপর ইসলামপুর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে গড়িমসির অভিযোগ তুলে লক্ষ্মী শিলিগুড়িতে রেজাউলের ফ্ল্যাটে পৌঁছন। ভক্তিনগর থানায় ধর্না দেন লক্ষ্মী। তাঁর তৎপরতায় সেই সময় পুলিশ শিলিগুড়ি থেকে রেজাউলকে ধরতে না পারলেও আফসানাকে গ্রেপ্তার করে। পরে আফসানা জামিনে মুক্তি পান। আফসানার প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর মোবাইল সুইচড অফ থাকায় যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। লক্ষ্মী বলেন, 'নিজের এবং স্বামীর অপরাধ ঢাকতে আফসানা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা এফআইআর করেছেন।' ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৌমেন্দু মজুমদার বলেন, ' কেউ যদি আদালতের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত কাজে যুক্ত হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর হয়, তার দায় ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের নয়'।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ফুলবাড়ির ছোবাভিটায় অরিন্দম রায় (২১) নামে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার দোতলার ঘর থেকে ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তিনি শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্র ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের সদস্যরা দরজা ভেঙে অরিন্দমের দেহ উদ্ধার করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুজাতা রানি রাই, সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা স্যামুয়েল রাই এবং বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'চৈতন্য' প্রকাশ করা হয়।

প্রয়াত লেবু, সমাধিস্থ মা-বাবার পাশে

মালদা, ১৯ নভেম্বর : কোতুয়ালি ভবনে বৃহস্পতিবার সকালটা আর পাঁচটা দিনের মতোই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ একটা খবর যেন মুহূর্তে সবকিছু বদলে দিল। খবর এল দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হয়েছেন মালদার কোতুয়ালি ভবনের সদস্য, প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরী। অবশ্য তিনি মালদার মানুষের কাছে লেবুবাবু নামেই পরিচিত।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ কোতুয়ালি ভবনে পৌঁছাতেই নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মৌসম নুর বলেন, 'দীর্ঘ রোগভোগের পর বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ কলকাতায় চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান তিনি। দেহ আসতে সন্ধ্যা পার হয়ে যাবে।' শেষ পর্যন্ত রাত ৯টা নাগাদ কলকাতা থেকে দেহ ফেরে কোতুয়ালি ভবনে। কোতুয়ালি ভবনের সামনে খোলা জায়গায় জড়ো হন ইশা খান চৌধুরী, মৌসম সহ বাড়ির অন্য সদস্যরা। তারপর তাঁরা চলে যান পারিবারিক করবস্থানে। সেখানে রয়েছে নাসের খানের বাবা হায়াৎ খান চৌধুরী এবং মা সালেখা খান চৌধুরীর সমাধি। সেই স্থানে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ইশা বলেন, 'মৃত্যুর আগে জেঠু কোতুয়ালি ভবনে নিজের কবরের স্থান দেখিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা-মায়ের পাশে সমাধিস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সেই শেষ ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে বাবা-মায়ের পাশেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে।'



নাসের খানের শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত চমকপ্রদ। লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর, লেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল। সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালে পিএইচডি। তিনি বিদেশে অধ্যাপনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল কোতুয়ালি পরিবারের সবচাইতে প্রভাবশালী গনি খান চৌধুরীর সঙ্গে বিবাদকে কেন্দ্র করে। বিদেশ থেকে ফেরার পর ১৯৯০ সালে গনি খান চৌধুরীর সঙ্গে পারিবারিক বিবাদ শুরু হয়। একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করেন। সেই সময় কোতুয়ালি পরিবারকে কোণঠাসা করতে তৎকালীন মালদার সিপিএম নেতারা নাসের খানের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তার ফল হিসেবে ১৯৯৬ সালে বড় ভাই বরকত গনি খান চৌধুরীর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে বিধানসভা নির্বাচনে লড়েছিলেন নাসের খান। তাঁর প্রতীক ছিল চেয়ার। ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও মালদা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু জিততে পারেননি তিনি।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে সুজাপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্যের জোট সরকারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ২০১৫ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১৬ সালে সুজাপুরে কাকা-ভাইপোর লড়াই হয়। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে সুজাপুরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জীবনের শেষদিকে এসে তিনি আলাদাভাবে কোতুয়ালি ভবনের একপ্রান্তে বসবাস করতেন। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী লেখেন, 'তাঁর প্রয়াণে কংগ্রেস পরিবার এক প্রবীণ অভিভাবককে হারাল।'

১১ ঘণ্টাতেও জট কাটল না, নজরে ৪০ অ্যাকাউন্ট

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : প্রায় ১১ ঘণ্টাতেও জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের দায়িত্বভার হস্তান্তর (চার্জ হ্যান্ডওভার) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল না। বৃহস্পতিবার রাতের দিকে তর্কাতর্কি ও জটিলতার জেরে পুরো প্রক্রিয়াটি স্থগিত হয়ে যায়। শুক্রবার বাকি প্রক্রিয়া শুরু হবে। স্কুল সূত্রে খবর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও চেকবইয়ের সঠিক তথ্য না মেলায় এদিন দায়িত্ব হস্তান্তরে জটিলতা তৈরি হয়। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রায় ৪০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস মিলেছে। অথচ শিক্ষা দপ্তরের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, তিনটির বেশি অ্যাকাউন্ট থাকার কথা নয়। এছাড়া স্কুলের সরকারি ই-মেল আইডি সহ একাধিক তথ্য নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে জিলা স্কুলের টিচার ইনচার্জ দীনবন্ধু ঘোষ বলেছেন, 'দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও ভেরিফিকেশন সম্ভব হয়নি। আগামীকাল বাকি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।' জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিত সরকারের



দুষ্টু মিষ্টি হাসিতে শৈশব।। *বালুরঘাট ব্লকের কুচিলা গ্রামে। ছবি : অভিজিৎ সরকার*

পাম্পের কাছে গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না

বাস ডিপোয় এভিবিপি'র প্যান্ডেলে বিতর্ক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এভিবিপি)-এর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিপোর ভেতরেই গ্যাস জ্বালিয়ে রান্নাবান্না ও খাওয়াদাওয়ার ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ডিপোর ভেতরেই পেট্রোল পাম্প রয়েছে।



বাস ডিপোর ভেতর তৈরি হয়েছে প্যান্ডেল। বৃহস্পতিবার।

পাম্প থেকে কয়েক পা দূরে দুটো ওভেনে গ্যাস জ্বালিয়ে প্যান্ডেল খাটিয়ে চলেছে রান্না। সেসময়ে একাধিক বাস আশপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম সূত্রে খবর, এর আগে বাইরের কোনও সংগঠনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে নিগমের জায়গা ব্যবহার করে এভাবে রান্না করার নজির নেই। তাছাড়া, বাসের ডিপো কীভাবে একটি নির্দিষ্ট ছাত্র সংগঠনকে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে, মিছিল শেষে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা এভিবিপি'র সদস্যরা ডিপোর মধ্যে ঢুকে পড়ায় কার্যত অচল হয়ে যায় সেখানকার পরিষেবা। কর্মীদের অভিযোগ, ভিড়কে কেন্দ্র করে প্রায় ঘণ্টাখানেকের জন্য ডিপোর ভেতর বাসের যাওয়া-আসায় প্রভাব পড়ে।

রান্নার অনুমতি দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী রায়। তিনি বলেছেন, 'খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা না করতে বলেছিলাম আমরা। পরে অবশ্য ওদের সঙ্গে আর কথা হয়নি। পুরো বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখব।'

বৃহস্পতিবারের ঘটনা নিয়ে সরব নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে এখানে কাজ করছি। কোনওদিন এরকম বাইরের সংগঠনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ডিপোর ভেতরে রান্না কিংবা খাওয়ার ব্যবস্থা দেখিনি। এমনও অনেকবার হয়েছে, নিগমের প্রশাসন অভ্যন্তরীণ শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ডিপোর বাইরে কর্মসূচি করতে নির্দেশ দিয়েছে। সেদিক থেকে চিন্তা করলে এবার থেকে নিগমের বাইরের অন্য সংগঠনও ডিপোর ভেতরে তাদের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রেঁধে খাওয়ার আয়োজন করতে পারবে বলে আশা করছি।'

যদিও এই বিতর্ককে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইছেন না নিগমে ভারতীয় মজদুর সংঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা সংগঠনের রাজ্য নেতা অপূর্ব প্রামাণিক। তাঁর বক্তব্য, 'ডিপোর ভেতরে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়নি। এবিভিপি'র মিছিল কেন্দ্র করে শুধু রান্নার জন্য জায়গা নেওয়া হয়েছিল। এখন ভেতরে কোনও পড়ুয়া কিছু খাবার কোথাও ফেললে কী আর বলা যাবে।'

ডিপোর ভেতর এদিন পড়ুয়ারা ঢোকার পর সেখানেও উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। স্লোগান-সাউটিং শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। নিগমের এক কর্মীর কথায়, 'ওই চত্বরে বামেদের শ্রমিক সংগঠনের অফিস রয়েছে। যেভাবে স্লোগান-সাউটিং চলছিল, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে বলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল।'

৭ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ আদালতের

কৃষ্ণের আগাম জামিনে না

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বিজেপি কর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলার মামলায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণ দাসের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই নির্দেশে জলপাইগুড়ির রাজনীতিতে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। আদালতের নির্দেশের পর কৃষ্ণের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলা জামিন সংক্রান্ত আইনি লড়াই নতুন পর্যায়ে পৌঁছাল।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। আদালত কৃষ্ণের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে সাতদিনের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সরকারি আইনজীবী অভ্রজ্যোতি দাস বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট কৃষ্ণ দাসের আবেদন খারিজ করেছে। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে।' আদালতের নির্দেশের পর ফের এলাকা ছেড়েছেন কৃষ্ণ বলে সূত্রের খবর। তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করা হলে মোবাইল বন্ধ থাকায় কথা বলা যায়নি। বারোপাটিয়ার বাড়িতে গিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। কৃষ্ণের মেয়ে প্রণয়িতা দাসের মোবাইলও বন্ধ ছিল।

চলতি বছরের অগাস্টে এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন কৃষ্ণ। তার আগে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতেও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছিল। হাইকোর্টেও স্বস্তি না পেয়ে সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। ২৮ সেপ্টেম্বর মামলাটি শীর্ষ আদালতে ওঠে। সেই সময় তাঁকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেয় আদালত। পাশাপাশি, মামলার বিষয়ে দু'পক্ষকেই হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আগের নির্দেশে দেওয়া রক্ষাকবচ ছিল সাময়িক। নতুন শুনানিতে আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় শীর্ষ আদালত। এখন কৃষ্ণের সাতদিনের সময়সীমার মধ্যেই আদালতে আত্মসমর্পণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রক্ষাকবচ পাওয়ার পর প্রায় পাঁচ মাস এলাকাছাড়া থাকার পর বাড়িতে ফেরেন কৃষ্ণ। তবে এলাকায় তাঁকে সেভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়নি। গত ৫ মে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মিছিলে সশস্ত্র হামলার অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী গুরুতর জখম হন। চিকিৎসার পর তাঁরা বাড়ি ফেরেন। হামলার ঘটনায় কৃষ্ণ ও তাঁর মেয়ে প্রণয়িতা দাস সহ মোট ৩৪ জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ হয়। কৃষ্ণের বেশ কয়েকজন অনুগামী গ্রেপ্তারও হন। ঘটনার পর থেকেই কৃষ্ণ দীর্ঘদিন এলাকাছাড়া ছিলেন। কৃষ্ণের মেয়ে প্রণয়িতা ইতিপূর্বে হাইকোর্টে আগাম জামিন পেয়েছিলেন। জামিনের শর্ত হিসেবে তাঁকে পুলিশি তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয় আদালত। সেই নির্দেশ মেনে কোতোয়ালি থানায় গেলে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যদের হাতে তিনি শারীরিক নিগ্রহের শিকার হন বলে অভিযোগ।



- বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার মামলায় কৃষ্ণের আগাম জামিন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট
- সাতদিনের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত কৃষ্ণকে
- নির্দেশের পর ফের এলাকা ছেড়েছেন কৃষ্ণ, বলে খবর



ধান মাড়াই। আলিপুরদুয়ারের পানিয়ালগুড়ি এলাকায়। বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।



জিটিএ সদস্যদের ইস্তফা দাবি

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিমলের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : পাহাড়ে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। কিন্তু গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং কিছুতেই পাহাড়ের রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসতে পারছেন না। বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েও আশানুরূপ ফল না মেলায় এবার সরাসরি আন্দোলনের পথে হাঁটার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ)-তে দুর্নীতির অভিযোগ এবং তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ না হওয়ার প্রতিবাদে আগামী ২৬ নভেম্বর দার্জিলিংয়ে বিরাট মিছিল ও জনসভার ডাক দিয়েছেন বিমল। এরই মধ্যে তিনি বৃহস্পতিবার কালিম্পংয়ে গিয়ে জিটিএ-র নির্বাচিত সদস্যদের একহাত নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এখনও জিটিএ-র বেশ কিছু সদস্য ইস্তফা দেননি। তাঁদের দ্রুত ইস্তফা দিতে হবে। না হলে ধরে নেব যে তাঁরাও দুর্নীতিতে যুক্ত রয়েছেন।' জিটিএ দুর্নীতির তদন্তে এই সদস্যদেরও ছাড়া হবে না বলে বিমল হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বিমলের এই মন্তব্য নিয়ে পাহাড়ে চর্চা শুরু হলেও জিটিএ-র কোনও নির্বাচিত সদস্য এখনও মুখ খুলতে চাইছেন না।

একদা পাহাড়ের রাজনীতিতে শেষ কথা বিমল গুরুং গত ১০ বছর ধরে কার্যত রাজনৈতিক মাটি হারিয়ে ফেলেছিলেন। গত বিধানসভা ভোটে বিজেপি দার্জিলিং আসনে জোটসঙ্গী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব নেতা নমন রাইকে প্রার্থী করেছিল। নমন বিধায়ক হতেই বিমল পায়ের তলার মাটি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেভাবে এখনও সফল হননি। পাহাড়ে আসন্ন তিনটি পুরসভার ভোটে বিজেপি এককভাবে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করায় বিমল সেখানেও হোঁচট খেয়েছেন। কেননা এক্ষেত্রে বিজেপির ঘাড়ে চেপে আর পুরসভা দখল করা বিমলের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই পাহাড়ে হারানো জমি ফেরত পেতে বিমল আদা-নুন খেয়ে ময়দানে নেমেছেন। বিজেপির সঙ্গে জোটে থেকেও কার্যত সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েই পাহাড়ে আন্দোলনের কথা বলছেন।

বুধবারই কালিম্পং সফরে গিয়েছেন বিমল। সেখানে বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, 'জিটিএতে জল জীবন মিশন, আম্রুত প্রকল্পে হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। জিটিএ-র এই দুর্নীতিতে যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।' এই দাবিতে মোর্চা ইতিমধ্যেই দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলা শাসক, জিটিএ সচিবকে স্মারকলিপি দিয়েছে। ২৫ নভেম্বরের মধ্যে সরকারি পদক্ষেপ না হলে ২৬ নভেম্বর দার্জিলিংয়ে প্রতিবাদ মিছিল এবং জনসভা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বিমল এদিন বলেছেন, দার্জিলিংয়ের পর কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিকেও জিটিএ দুর্নীতির তদন্ত চেয়ে মিছিল এবং জনসভা করা হবে।

জিটিএ-র নির্বাচিত সদস্য বিনয় তামাং এবং অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

> **এখনও জিটিএ-র বেশ কিছু সদস্য ইস্তফা দেননি। তাঁদের দ্রুত ইস্তফা দিতে হবে। না হলে ধরে নেব যে তাঁরাও দুর্নীতিতে যুক্ত।**
>
> **বিমল গুরুং**
> *সভাপতি, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা*

কাজে আসে না জলপ্রকল্প

বাগডোগরা, ১৯ নভেম্বর : প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে জলপ্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। সেই ট্যাংক বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক ছোটন কিসকু বলেন, 'এই জলপ্রকল্প চালু করা হলে হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সিংহভাগ মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পাবেন। সরকার তৎপর হলে মানুষের উপকার হত। এই এলাকায় কয়েকটি সৌরশক্তিচালিত জলপ্রকল্প করা হয়েছে বটে। কিন্তু জলে আয়রনের পরিমাণ খুব বেশি। ফলে পানের অযোগ্য।'

২০১৪ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চৌপুকুরিয়ায় ২৬ কাঠা জমিতে জলের ওভারহেড ট্যাংক, পাম্পহাউস সহ জলপ্রকল্প তৈরি করছিল।

বছর তিনেক কিছু এলাকায় অনিয়মিতভাবে জল সরবরাহ করার পর আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০১৭ সালের পর থেকে পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। ফলে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে এলাকায়।

জলপ্রকল্প চালু হলে হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কেষ্টপুর, চৌপুকুরিয়া, হালাল, বানুরছাট, ধিমাল, ভুবনগুড়ি, মুনিভিস্তি, মুনি চা বাগান, হাঁসখোয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ উপকৃত হতেন। চৌপুকুরিয়ার বাসিন্দা দেবু মৌলিক বলেছেন, 'এখন তো জল কিনতে হয়। চৌপুকুরিয়ায় দুটি সৌরশক্তিচালিত জলপ্রকল্পের কাজ অর্ধেক হয়ে পড়ে রয়েছে।'

জলের ট্যাংকের দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন ফণীভূষণ বর্মন। তাঁর কথায়, 'এই প্রকল্প তৈরি হওয়ার পর থেকে আমি এখানে রয়েছি। ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত কিছু এলাকায়



জল সরবরাহ হয়। তিন বছর চলার পর বিদ্যুতের বিল বাকি থাকায় সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। তারপর থেকে বন্ধ। এখানে সোলার লাইট খারাপ হয়ে রয়েছে। পাম্পও মনে হয় খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

এবিষয়ে হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগন্নাথ রায় বলছেন, 'শুনেছি পিএইচই-র কাছে বিদ্যুতের বিল বাকি আছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ফান্ড এত নেই। তাই আমাদের পক্ষেও বিল মেটানো সম্ভব নয়।'

স্বাস্থ্যের হাল দেখতে আসছে কেন্দ্রীয় দল

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে আসছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কমন রিভিউ মিশন (সিআরএম)-এর প্রতিনিধিদল। মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সরকারি টাকা ঠিকঠাক খরচ হয়েছে কি না, চিকিৎসা পরিকাঠামো কেমন রয়েছে, খাতাপত্রে তথ্য ঠিক রয়েছে কি না- সেই সবকিছু সিআরএম-এর প্রতিনিধিদল খতিয়ে দেখবে। আগামী ২৩ থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত দলটির দুই জেলা পরিদর্শন করার কথা রয়েছে।

সেই কারণে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল সহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সবরকমভাবে তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের দলটির সঙ্গে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরাও পরিদর্শন করবেন। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সিআরএম পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পরিদর্শনের পর দিল্লিতে ফিরে গিয়ে দলটি রিপোর্ট দেবে।

প্রত্যেক বছর কমন রিভিউ মিশনের দল দুটি করে জেলার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে আসে। তবে দার্জিলিং জেলায় এবার প্রথম কেন্দ্রের দলটি পরিদর্শনে আসছে। যদিও দার্জিলিং জেলার পাহাড় বা সমতলে কোথায় দলটি পরিদর্শন করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অডিট করার জন্য সিআরএম দলটির সঙ্গে অর্থ দপ্তরের আধিকারিকদের

উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিংয়ে পরিদর্শন

থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলার এক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেছেন, 'দার্জিলিং জেলায় এর আগে সিআরএম পরিদর্শন হয়নি। মেডিকেল, হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কি না বা সেখানে লজিস্টিক সাপোর্ট কেমন রয়েছে, তা দলটি খতিয়ে দেখবে। তা ছাড়া, স্বাস্থ্য খাতে যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তা সঠিকভাবে খরচ হয়েছে কি না, সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে।' মেডিকেল, হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি সিআরএম দল বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখে বলেও ওই আধিকারিক জানান।

দার্জিলিং জেলার সরকারি স্বাস্থ্য কাঠামো নিয়ে বহু প্রশ্ন রয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে যেভাবে রোগীর চাপ বাড়ছে, সেভাবে পরিকাঠামো নেই বলে অভিযোগ। মেডিকেল কলেজেও রোগীদের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বিগত সরকারের আমলে আর্থিক দুর্বলতার কারণ দেখিয়ে অনেক পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধান করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে সিআরএম দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে অনেক কিছু নির্ভর করে। এদিকে, সিআরএম দলটি আসার আগে বৃহস্পতিবার কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের কর্তারা এক বৈঠকে যোগ দেন বলে খবর।

প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : রাস্তায় এক তরুণীকে মারধরের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক তরুণ। মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া চিল্ড্রেনস পার্ক সংলগ্ন রাস্তায় ঘটনাটি ঘটে। আহত শুভম পালকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শুভমের অভিযোগ, কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে তিনি দেখেন, এক তরুণ এক তরুণীকে মারধর করছে। তিনি প্রতিবাদ করেন। তখন ওই তরুণের দুই বন্ধু তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং বেধড়ক মারধর করে। শুভম তাঁর পরিবারের সদস্য ও দার্জিলিং জেলা লিগাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকারকে খবর দিলে তাঁরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বুধবার রাতে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা অমর্ত্য দাসের আশঙ্কা, এই ঘটনার পর রাস্তায় কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও মানুষ ভয় পাবেন।

শ্লীলতাহানির চেষ্টায় ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক তরুণ। ঘটনাটি আশিঘর ফাঁড়ি এলাকার। বুধবার নাবালিকা বাড়িতে একা ছিল। অভিযুক্ত তরুণ ওই নাবালিকার প্রতিবেশী। অভিযোগ, বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে চলাচল করার সময়েই তরুণ বুঝতে পারেন, ওই নাবালিকা বাড়িতে একা রয়েছে। অভিযোগ উঠছে, সেসময়েই বাড়িতে ঢুকে নাবালিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন ওই তরুণ। নাবালিকা চিৎকার শুরু করতেই অভিযুক্ত পালিয়ে যান। পরে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে এলে গোটা ঘটনা তাঁদের জানায় ওই নাবালিকা।

পরিবারের তরফ থেকে বুধবার ওই তরুণের বিরুদ্ধে আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেদিনই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিক্ষোভ মেডিকেলে

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মীদের বেতন সমস্যায় পাশে দাঁড়াল বঙ্গীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অস্থায়ী কর্মীরা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অক্টোবর মাসের বেতন পাননি। ২০৮ জন কর্মীর বেতন সমস্যা নিয়ে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্যভবনকে জানিয়েছে। কিন্তু তার পরেও পদক্ষেপ না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন কর্মীরা। বৃহস্পতিবার সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বাইরে এই কর্মীদের নিয়ে বিক্ষোভে শামিল হয় বিএমএসের মেডিকেল শাখা।

সংগঠনের পক্ষে সজল দত্ত জানিয়েছেন, এদিন হাসপাতাল সুপার বাইরে থাকায় তাঁর কাছে দরবার করা যায়নি। শুক্রবার সুপারের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত বেতন দেওয়ার দাবি জানানো হবে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর থেকেই মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মী নিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে কোনও আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। ফলে সব মেডিকেলে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নিয়ে একই সমস্যা হচ্ছে।

উত্তরে রবীন্দ্রভারতীর ক্যাম্পাস জমিতে পরিদর্শন

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ নভেম্বর : দীর্ঘ ১৬ বছরের প্রতীক্ষা অবসানের আশা। বাস্তবায়নের পথে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরবঙ্গ ক্যাম্পাসের প্রতিশ্রুতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ফোনের পর বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিম্বুটারিতে প্রস্তাবিত জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল এবং ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বনানী মজুমদার। জমির অবস্থা খতিয়ে দেখে উপাচার্যের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে।

২০১০ সালের ২৪ মে লিম্বুটারি মৌজায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরবঙ্গ ক্যাম্পাসের শিলান্যাস হয়েছিল। তৎকালীন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী এই ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করেছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এবং সভাপতিত্ব করেছিলেন তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস। কিন্তু শিলান্যাসের পর দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রকল্পের কাজ এগোয়নি।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উত্তরবঙ্গ সফরকালে ক্যাম্পাসটি দ্রুত চালুর দাবিতে প্রস্তাবপত্র দিয়েছিলেন অরুণ মণ্ডল। এরপরই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তৎপরতা শুরু হয়। এদিন পরিদর্শন শেষে অরুণ বলেন, 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফোন করে জমির বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চেয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী বিডিওকে সঙ্গে নিয়ে জমিটি দেখে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। ওই সরকারি



ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর।

খাসজমিতে বন দপ্তরের কিছু গাছ লাগানো থাকলেও, ক্যাম্পাস গড়ার মতো পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রয়েছে। শিল্পকলা, দৃশ্যকলা ও চারুকলা, এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ক্যাম্পাস গড়ে ওঠার কথা। এটি চালু হলে উত্তরবঙ্গের প্রতিভারা দারুণভাবে উপকৃত হবেন।' যদিও অরুণ বর্তমানে কোনও সরকারি পদে নেই।

দীর্ঘদিন পর এই তৎপরতায় আশার আলো দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দা মানবেন্দ্র সিনহা বলেন, 'আমরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আশা করছি, দ্রুত ক্যাম্পাসটি চালু হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে ফাঁসিদেওয়া থেকে শুরু করে ঘোষপুকুর, গোটা শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার আর্থসামাজিক চেহারাই বদলে যাবে।' একই সুরে এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সাম্যব্রত দেবনাথ বলেছেন, 'বহু বছর পর প্রশাসনিক স্তরে জমি পরিদর্শন নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। ক্যাম্পাসটি গড়ে উঠলে গোটা এলাকার শিক্ষার পরিবেশ ও সার্বিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।'

খুশির হাওয়া উত্তরবঙ্গের শিল্পীমহলেও। চিত্র ও মৃৎশিল্পী শুকদেব মালাকারের কথায়, 'উত্তরবঙ্গে চারুকলা ও ভাস্কর্য চর্চার উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব দীর্ঘদিনের। রবীন্দ্রভারতীর মতো ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাস এখানে চালু হলে এই অঞ্চলের নবীন শিল্পীদের আর ভিনরাজ্যে বা কলকাতায় ছুটে যেতে হবে না। ঘরের কাছেই তাঁরা সৃজনশীল চর্চা ও গবেষণার আন্তর্জাতিক মানের মঞ্চ পাবেন।'

বুড়ি বালাসন নদীর ধারে ও লিম্বুটারি আইটিআই সংলগ্ন ওই সরকারি জমিটিতে কবিগুরুর 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক...' পংক্তি খোদাই করা শিলান্যাসের ফলকটি আজও ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহুদিন পড়ে থাকালেও, এবার উপাচার্যের দপ্তরে রিপোর্ট পৌঁছানোর পর কবে স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৮১ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

বই নিয়ে কু-রাজনীতি

বই নিয়েও রাজনীতি। থামছে তো না-ই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে এই রাজনীতির কুৎসিত প্রকাশ বাংলার সংস্কৃতির পরিসরকে আরও সংকুচিত করে দিল। মানুষের মস্তিষ্কে চেতনার উন্মেষ যবে থেকে হয়েছে, তবে থেকে মানবসমাজের একজন অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক বৌদ্ধিক আদানপ্রদানের সূত্রে নিজেকে উন্নত করেছে। এই উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছে গ্রন্থরাজির মাধ্যমে। বিভিন্ন মানুষের অভিনব চিন্তাভাবনা যখন তরঙ্গায়িত হয়েছে সমাজে।

যে মানবধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ সারা বিশ্বে সর্বজনস্বীকৃত, তার কাঠামো নির্মাণে সহায়ক হয়েছে মানুষের সুচিন্তিত যৌক্তিক ভাবনা এবং আবেগের উপযুক্ত মিশেল। এই কাজে সহায়ক হয়েছে গ্রন্থ। বইয়ের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন মানুষের বহুবিধ বোধের প্রকাশ ঘটেছে, কখনও তা সমাজে তীব্র বিতর্কের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আবার সেই বিতর্ক থেকে মানুষ সত্যেও উপনীত হয়েছে। কাজেই মানবপ্রজাতির উন্নতির সোপান বই।

এই বই যেমন মানুষের উন্নয়নের পরিসর বৃদ্ধি করেছে, তেমন যুগে যুগে বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠী এই পরিসরকে সংকুচিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। আজ বাংলায় তেমনই এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যবে থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে, তবে থেকে সরকার বা দলের সমালোচকদের প্রতি শাসকের ঘোর বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়েছে। বিজেপি মূলত আরএসএস-এর মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ভাবধারায় পরিচালিত দল।

তারা পশ্চিমবঙ্গে আরএসএস-এর ভাবধারাকে সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চারিত করার প্রয়াসে সমস্ত বিরুদ্ধ মতবাদ বা অভিমত নস্যাৎ করতে উদ্যত হয়েছে। একদিকে যেমন সরকার কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, অন্যদিকে, তেমন বিজেপির সহযোগী সংগঠনগুলি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাবতীয় বিপ্রতীপ অভিধা বা মতবাদ বিস্তারের পথ বন্ধ করতে হিংসার আশ্রয় নিতে পিছপা হচ্ছে না।

সরকার বা শাসকদলের সহযোগী সংগঠনগুলির অভিযোগ, বিরোধীরা রাষ্ট্রবিরোধী এবং সনাতনবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। এই অভিযোগে শুরু হয়েছে বইয়ের স্টলে হামলা। পুজোর আগে বামেদের বইয়ের স্টলে হামলা ঘটে। সর্বশেষ এই হামলা নেমে এসেছে কলেজ স্ট্রিটে। কলকাতার এই কলেজ স্ট্রিটের পরিচিতি বইপাড়া বলে। যেখানে বামেদের একটি ছাত্র সংগঠন পথে বই সাজিয়ে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই উদ্যোগ রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেত পায়নি।

রাজ্য পুলিশ সেখানে গিয়ে হস্তক্ষেপ করে, বই বাজেয়াপ্ত করে এবং কিছু ছাত্রকে হেপাজতে নেয়। পরে ছাত্ররা জামিন পান ঠিকই, কিন্তু সরকারের পদক্ষেপ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সরকারের একমাত্র অ্যাজেন্ডা হল- হিন্দুত্ববাদী 'সনাতনী' শিক্ষার প্রবর্তন এবং বিস্তার। সরকার বা শাসকদলের সহযোগীরা বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতি খড়্গহস্ত বলেই বই বিক্রির প্রতি তাদের এত বীতরাগ।

এই ঘটনা অভিনব মোটেও নয়। বিশ্বে বিভিন্ন যুগে এমন ঘটনা বারবার ঘটেছে। কখনও সাহিত্যে, কখনও মতবাদের প্রকাশের ক্ষেত্রে শাসক বা ক্ষমতাশালীর কোপ পড়েছে প্রতিবাদীর ওপরে। বিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশে অন্তরায় ঘটাতে বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কখনও নির্দিষ্ট কোনও বই বিক্রি করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এই রাজ্য কখনও বই বিক্রির ওপর এমন সহিংস হামলা প্রত্যক্ষ করেনি।

কলেজ স্ট্রিটে সরকার বামেদের বই বিক্রি বন্ধ করার পর সেখানে আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি'র সঙ্গে বাম সমর্থিত ছাত্রছাত্রীদের সংঘর্ষ ঘটেছে। এবিভিপি'র অভিযোগ, বাম ছাত্রছাত্রীরা কার্ল মার্কসের লেখা বইয়ের সঙ্গে অন্যান্য দেশবিরোধী বই বিক্রি করছিল। এবিভিপি'র বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, কার্ল মার্কস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান যেমন সীমিত, তেমন বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বিশ্ব সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞান বড় নড়বড়ে।

চিনের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থানের বিষয়ে তাদের সম্যক জ্ঞান থাকলে তারা বাম ছাত্রদের 'চিনের দালাল' বলে দাগিয়ে দেওয়া থেকে হয়তো বিরত থাকত।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

বইয়ের ঐতিহ্যে বাঙালির মুক্তচিন্তার ভিত

কলেজ স্ট্রিটের সংঘর্ষ ফের সামনে এনেছে বই, ভাষা ও চিন্তার স্বাধীনতার প্রশ্ন।



গৌতম গুহরায়



বইয়ের স্টল বসানো নিয়ে সংঘর্ষের পর কলেজ স্ট্রিটে।-ফাইল চিত্র

কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের স্টল ঘিরে এসএফআই ও এবিভিপি'র সংঘর্ষ আবার সামনে এনেছে বই, ভাষা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্ন। বাঙালির কাছে বই শুধু জ্ঞানচর্চার উপকরণ নয়, নবজাগরণ, সামাজিক পরিবর্তন এবং মুক্তবুদ্ধির বাহন। আড়াইশো বছরের প্রকাশনা, বই বিক্রি ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার তৈরির ঐতিহ্য এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। তাই স্টল ঘিরে সংঘাতের বিচার করতে হবে তথ্য, সংযম ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে। ভিন্নমতের বইয়ের সহাবস্থানই সুস্থ পাঠসংস্কৃতির শর্ত। এই পরিসর রক্ষায় প্রশাসন, রাজনৈতিক সংগঠন ও পাঠকের সমান দায়িত্ব রয়েছে, তা ভুললে চলবে না।

বাঙালির কাছে বই শুধু জ্ঞান অর্জনের উপকরণ নয়, আত্মপরিচয়, মনন ও মুক্তচিন্তারও আশ্রয়। সেই বইকে ঘিরে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে রাজনৈতিক সংঘাত তৈরি হলে প্রশ্ন ওঠে, বই কি কেবল মতপ্রকাশের মাধ্যম, নাকি মতাদর্শের আধিপত্য বিস্তারেরও ক্ষেত্র? গত ১৮ নভেম্বর এসএফআই ও এবিভিপি'র মধ্যে বইয়ের স্টল বসানোকে কেন্দ্র করে দু'দফায় সংঘর্ষ সেই প্রশ্ন সামনে এনেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসএফআইয়ের 'সংগ্রামী বইপত্র' কর্মসূচির স্টল ঘিরে সকালে উত্তেজনা তৈরি হয়। এসএফআইয়ের দাবি, কলকাতা পুরসভা ও জোড়াসাঁকো থানার অনুমতি নিয়েই তারা বই বিক্রির আয়োজন করেছিল। এবিভিপি'র সদস্যরা পালটা স্টল বসাতে চাইলে বচসা ও ধস্তাধস্তি হয়। সন্ধ্যায় ফের উত্তেজনা ছড়ায়। ইট, ডিম ও চকোলেট বোমা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। দুই পক্ষই পালটা অভিযোগ তোলে। এর আগে, ১৭ নভেম্বর, স্টল বসানো নিয়ে পুলিশের বাধার অভিযোগে এসএফআই সদস্যরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। দু'দিনের ঘটনাক্রম বই বিক্রির অধিকার, প্রশাসনিক নিয়ম এবং মতাদর্শের সহাবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

বই নিয়ে কথা বললে আসে ভাষার প্রসঙ্গ। ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের বাহন নয়, চিন্তারও প্রসূতি। বাংলা ভাষা বাঙালির স্মৃতি, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে। মানভূম, ঢাকা ও শিলচরের ভাষা আন্দোলন সেই সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। তবে বাংলা কোনও অখণ্ড, অবিমিশ্র সত্তা নয়। এক ভাষিক পরিমণ্ডল পেরোলে প্রতিবেশী ভাষার প্রভাব পড়ে। কর্মক্ষেত্র ও প্রশাসনে যে ভাষার ব্যবহার বেশি, তার প্রভাব পড়ে তুলনায় কম ব্যবহৃত ভাষার ওপর। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলার ওপর ফারসি ও ইংরেজির প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে হিন্দির প্রসার নিয়েও নানা অঞ্চলে আলোচনা ও উদ্বেগ রয়েছে। ভাষার পরিবর্তন স্বাভাবিক। কিন্তু কোনও ভাষার শিক্ষা, ব্যবহার ও চর্চার পরিসর সংকুচিত হলে উদ্বেগ তৈরি হয়। বাংলামাধ্যমের বিদ্যালয়, পাঠাভ্যাস এবং প্রশাসনে বাংলার ব্যবহার নিয়ে তাই নিয়মিত আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক উদ্বেগ থেকে বইয়ের স্টল ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিকে আলাদা করে দেখা যায় না। বাঙালির বই পড়ার অভ্যাস, শিক্ষামুখী মনন এবং মুক্তচিন্তার ভিত গড়ে উঠেছে দীর্ঘ চর্চার মধ্যে দিয়ে। বইয়ের ভিতর দিয়েই সমাজ নিজের ইতিহাস, ভাষা ও চিন্তার ধারাকে বহন করে। তাই বইয়ের স্টল বসানো বা বিক্রির ক্ষেত্রে বাধা, সংঘাত কিংবা ভিন্ন মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা সাংস্কৃতিক পরিসর সংকুচিত করে। বহুত্বের জায়গায় একরৈখিকতার প্রবণতা বাড়লে ভাষা, মত ও দর্শনের সহাবস্থান বিপন্ন হয়। 'এক ভাষা, এক ধর্ম, এক আইন' ধরনের রাজনৈতিক ধারণা বহুত্বের সঙ্গেই সংঘাতে আসে। প্রশাসনের দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নাগরিকের শান্তিপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ নিশ্চিত করা। অনুমতির প্রয়োজন থাকলে তা স্পষ্ট নিয়মে জানানো এবং সকলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রয়োগ করাই স্বচ্ছ প্রশাসনের শর্ত। কোনও সংগঠনের বই বা মতাদর্শের সঙ্গে দ্বিমত থাকলে তার উত্তর হওয়া উচিত আলোচনা, সমালোচনা ও পাঠকের বিচার। বইয়ের স্টল ঘিরে ভাঙচুর বা বিক্রিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠলে নিরপেক্ষ তদন্তও জরুরি।

বাঙালির বই কেনা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ তৈরির অভ্যাস নতুন নয়। আঠারো শতকের শেষভাগেই কলকাতায় বই বিক্রি এবং ধার দেওয়ার গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। জন অ্যান্ড্রুজের সার্কুলেটিং লাইব্রেরি ও বইয়ের দোকানের বিজ্ঞাপন ১৭৮০ থেকে ১৭৮২ সালের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উইলিয়াম হান্টার তাঁর 'The Annals of Rural Bengal'-এ বীরভূমের গানুটিয়ায় ফুশার্ডের রেশম কারখানা ও তার পুরোনো গ্রন্থাগারের উল্লেখ করেছেন। সেখানে গিবনের 'The Decline and Fall of the Roman Empire'-এর প্রথম সংস্করণের ছয়টি বড় আকারের খণ্ড ছিল। ১৭৭৮ সালে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের 'A Grammar of the Bengal Language' প্রকাশিত হয়। চার্লস উইলকিনসের তৈরি বাংলা হরফে মুদ্রিত এই ব্যাকরণ গ্রন্থ বাংলা মুদ্রণ ও ভাষাচর্চার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। বই ছাপা, বিক্রি ও পাঠের পরিসর ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে।

বাংলা বই প্রকাশনার ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাংলা বই প্রকাশ ও বিক্রিতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেন। ১৮১৬ সালে তাঁর উদ্যোগে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' কাঠখোদাই চিত্র সহ প্রকাশিত হয়। বাংলা মুদ্রণ জগতে এটি স্মরণীয় পদক্ষেপ। গঙ্গাকিশোরের মতো উদ্যোগীদের হাত ধরে বই শুধু পণ্ডিত বা শিক্ষিত অভিজাতের গণ্ডিতে থাকেনি, ধীরে ধীরে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছেও পৌঁছাতে শুরু করে। বটতলার বইয়ের বাজারও সেই বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উনিশ শতকে বইয়ের দোকান, ছাপাখানা ও সাময়িকপত্রের সংখ্যা বাড়ে। থ্যাকার স্পিঙ্ক, এসসি আচ্যর মতো বইয়ের দোকান কলকাতার বইয়ের বাজারকে সমৃদ্ধ করেছিল। ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে তোলার প্রবণতাও ছড়িয়ে পড়ে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাজও এই বইপ্রেমের দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এই পণ্ডিত দীর্ঘ পরিশ্রমে 'বাচস্পত্য' নামে বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান সংকলন করেন। ছয় খণ্ডে অভিধানটি ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই কাজ জ্ঞান সংকলন ও বই প্রকাশের প্রতি এক সময়ের নিষ্ঠার নিদর্শন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বই প্রকাশ ও বিক্রিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিশ্বভারতীতে প্রকাশনা ও গ্রন্থচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বইয়ের প্রতি এই আগ্রহ শিক্ষা, গবেষণা এবং নতুন চিন্তার বিস্তারেও ভূমিকা নিয়েছিল।

বই নিয়ে বাঙালির আবেগের প্রতিফলন পাওয়া যায় মনীষীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেও। এই প্রসঙ্গে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রায় ৮৭ হাজার ৫০০ খণ্ড বই ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ১৯৪৯ সালে সেই সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করেন। পরে তা পৃথক বিভাগে সংরক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহের কথাও আলোচনায় এসেছে। বই বাঙালির কাছে কেবল পাঠের বস্তু নয়, জ্ঞান সঞ্চয় ও উত্তরাধিকারের অংশ।

বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়েও ভাবা জরুরি। ২০১১ সালের জনগণনায় দেশের ৪৩.৬৩ শতাংশ মানুষ হিন্দিকে মাতৃভাষা হিসেবে নথিভুক্ত করেছেন। জনগণনার শ্রেণিবিন্যাসে হিন্দির অধীনে একাধিক সংশ্লিষ্ট মাতৃভাষার নাম রয়েছে। এই পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা থাকতে পারে, কিন্তু শুধু এর ভিত্তিতে কারচুপির অভিযোগ তোলা যায় না। প্রয়োজন, সব ভাষার শিক্ষা, প্রকাশনা ও প্রশাসনিক ব্যবহারকে সমানভাবে শক্তিশালী করা। তরাই, ডুয়ার্স সহ বহুভাষিক অঞ্চলে কুরুখ, সাঁওতালি, মেচ, রাভা এবং সাদরির মতো ভাষার চর্চা ও সংরক্ষণেও নজর দেওয়া দরকার। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার অর্থ অন্য ভাষাকে ছোট করা নয়; বরং বহুভাষিক সমাজে প্রত্যেক ভাষার ন্যায্য জায়গা নিশ্চিত করা।

বইয়ের স্টল ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি তাই বৃহত্তর প্রশ্ন সামনে এনেছে। এই সংঘাতকে সরাসরি বই বিরোধিতা বলা যায় না, কারণ দুই সংগঠনই বইয়ের স্টল বসাতে চেয়েছিল। প্রশ্নটি ভিন্নমতের সহাবস্থান ও মতপ্রকাশের অধিকার নিয়ে। বইয়ের দোকান, প্রকাশনা এবং পাঠের জায়গা কোনও রাজনৈতিক দলের একার সম্পত্তি নয়। সেখানে নানা মত, দর্শন ও ভাষার বই জায়গা পাবে, এটাই স্বাভাবিক। মতের অমিল থাকলে তার উত্তর হতে পারে আলোচনা, সমালোচনা কিংবা পাঠকের বিচার; বাধা বা ভয় দেখানো নয়। প্রায় আড়াইশো বছর ধরে প্রকাশনা, বই বিক্রি, পাঠাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তা বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। সেই ঐতিহ্য রক্ষা করতে হলে প্রশাসনকে স্বচ্ছ হতে হবে, রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকেও সংযত থাকতে হবে। বইয়ের স্বাধীনতা রক্ষা মানে ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার রক্ষা করা।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯২১



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৬২



চলচ্চিত্র পরিচালক রাজকুমার হিরানীর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত



বিজেপির গুন্ডারা আমার গাড়িতে লাঠি মারতে মারতে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ডিম ছুড়ছে। পুলিশ তাদের সরাতে কিছুই করছে না। উলটে আমাকে বলছে চলে যেতে। আমার কাছে খবর ছিল, এমনটা ঘটতে চলেছে। পুলিশকে জানানো হয়েছিল। তারপরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। আদালত অবমাননা ঠিক কেমন দেখতে হয়, এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। হ্যালো, মাননীয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। দেখুন, আপনার কথা অনুযায়ী আমি গুলির মতো ডিম-বর্ষণের মুখে দাঁড়িয়েছি।

- মহুয়া মৈত্র

ভাইরাল/১



চিনের শেনজেনে এপেক সম্মেলনে বৈঠকের সময় মাথা নামিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে ডোনাল্ড ট্রাম্প। দৃশ্যটি ছড়িয়ে পড়তেই সম্মেলনে তিনি ঘুমোচ্ছেন বলে গুঞ্জন শুরু হয়। তবে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, নাকি কেবল চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তা নিয়ে চর্চা নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২



গোরেগাঁও স্টেশনে লোকাল ট্রেনের সংরক্ষিত মোটরম্যান কেবিনের দরজা জোর করে ঠেলে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন লাল স্কার্ট পরা এক তরুণী। অভিযোগ, তিনি মদ্যপ ছিলেন। ব্যস্ত স্টেশনে তরুণীর কীর্তিতে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে রেল কর্তৃপক্ষ।

জনমন জনমত

মেন্টর ধোনির সাফল্য কামনা

১৭ নভেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা অন্যতম সেরা উইকেটরক্ষক ব্যাটার মহেন্দ্র সিং ধোনি ক্রিকেটকে চিরবিদায় জানিয়ে দিলেন। আমরা ক্রিকেটপ্রেমীরা চিরতরে বঞ্চিত হলাম ক্রিজে দাঁড়িয়ে ধোনির ব্যাট থেকে ট্রেডমার্ক নয়নাভিরাম হেলিকপ্টার শট দেখা থেকে।

২০২০ সালের ১৫ অগাস্ট ধোনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তবুও চেন্নাই সুপার কিংস দলের হয়ে আইপিএল প্রতিযোগিতায় খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ২০২৭ সালের আইপিএলে তিনি আর উইকেটকিপার বা ব্যাটার হিসাবে মাঠে নামবেন না। এর পিছনে দায়ী অবশ্য তাঁর ফিটনেস এবং হাঁটুর সমস্যা। তবে ২০২৭ আইপিএল সিজনে ধোনি সিএসকে দলের মেন্টর বা পরামর্শদাতা হিসাবে থাকবেন। এখন দেখার ধোনির তুখোড় বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শে এবং হেড কোচ জাহির খানের সুদক্ষ কোচিংয়ে ২০২৭ সিজনে সিএসকে ষষ্ঠবারের জন্য আইপিএল ট্রফি জিততে পারে কি না। সবশেষে মেন্টর হিসাবে এমএস ধোনির সাফল্যময় ভবিষ্যৎ জীবন কামনা করছি।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

ট্রেনে বাড়ুক স্লিপার কোচ

১১ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত রূপায়ণ ভট্টাচার্যের লেখা 'তীব্র আতঙ্কে যখন পশু আর মানুষে ফারাক নেই' শীর্ষক প্রতিবেদনটি খুবই সময়োচিত হয়েছে। প্রতিবেদক ঠিকই লিখেছেন, বন্দে ভারতের মতো আধুনিক ট্রেন অনেকগুলিই চালু হয়েছে, কিন্তু সাধারণ যাত্রীদের অবস্থা সেরকম ভালো নয়। এ সম্পর্কে আমার মত, সাধারণ মানুষ, ছাত্র এবং রোগীদের যাওয়ার জন্য স্লিপারের সংখ্যা কমে আসছে। সাধারণ বগির (জেনারেল কোচ) সংখ্যাও খুব কম। আগে দার্জিলিং মেলে ১০টি স্লিপার কোচ ছিল। এখন সাধারণ স্লিপারের সংখ্যা মাত্র ৬টি। সেজন্য রেল কর্তৃপক্ষের উচিত উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ ভারত এবং কলকাতায় যাওয়ার প্রতিটি ট্রেনে অতিরিক্ত ২টি করে সাধারণ স্লিপার কোচ এবং অতিরিক্ত ১টি করে জেনারেল কোচ দেওয়া। এতে সাধারণ যাত্রীদের উপকার হবে।

পুলক ব্যানার্জি
একতিয়াশাল, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

প্রথম হাজার দিন, আমার অধিকার

মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুর পুষ্টি, যত্ন, সুরক্ষা ও বিকাশের ভিত গড়ে ওঠে পরিবারে।



শেখর সাহা



প্রতীকী।

আমার জন্মেরও আগে থেকে আমার একটি পৃথিবী আছে। সেই পৃথিবীর নাম মায়ের গর্ভ। সেখানে মায়ের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি বড় হই। তখনও কথা বলতে বা নিজের চাওয়া বোঝাতে পারি না। তবু আমারও কিছু নিজস্ব চাওয়া, কিছু অধিকার আছে। মাতৃগর্ভে প্রায় ২৭০ দিন এবং জন্মের পর প্রথম দুই বছর, অর্থাৎ ৭৩০ দিন, সব মিলিয়ে জীবনের প্রথম ১০০০ দিন। এই সময়েই মস্তিষ্কের ৮০ শতাংশ বিকাশ সম্পন্ন হয়। শেখার ক্ষমতা ও ভাষার বিকাশে এই সময়ের যত্ন, পুষ্টি, ভালোবাসা ও সুরক্ষার ভূমিকা অপরিসীম।

মায়ের যত্নই এই সময় আমার যত্ন। মায়ের সুস্থতাই আমার সুস্থতার প্রথম শর্ত। তাই মা যেন বাল্যবিবাহের শিকার না হন, কম বয়সে মাতৃত্বের ঝুঁকি নিতে বাধ্য না হন। তাঁর পুষ্টি, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসকের পরামর্শে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড ও ক্যালসিয়াম গ্রহণ এবং টিকাকরণ জরুরি। মায়ের ওপর নির্যাতনের প্রভাব শিশুর ওপরও পড়তে পারে। তাঁর নিরাপত্তা ও সম্মান জরুরি। আমি মেয়ে হব না ছেলে, তা জানার জন্য ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ কোরো না। ভারতে আইনত তা নিষিদ্ধ। কন্যাসন্তান বলে আমাকে পৃথিবীর আলো দেখার আগেই শেষ করে দিও না। আমার জন্ম যেন নিরাপদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হয়। অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান প্রসব চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, আবার চিকিৎসাগত প্রয়োজন হলে মা যেন তা থেকে বঞ্চিত না হন।

একদিন আমি পৃথিবীর আলো দেখি। জন্মের সময় ২.৫ কিলোগ্রামের কম ওজনকে কম জন্ম ওজন বলা হয়। তাই গর্ভাবস্থা থেকেই পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার দিকে নজর দিতে হবে। জন্মের পর মায়ের বুকের প্রথম দুধ, শালদুধ বা কোলোস্ট্রাম, আমার কাছে অমূল্য উপহার। তাই জন্মের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বুকের দুধ খাওয়ানো হোক। প্রথম ছয় মাস শুধু মায়ের দুধই যথেষ্ট, জলও নয়। ছয় মাস পূর্ণ হলে বাড়তি খাবার দিতে হবে। পাশাপাশি মায়ের দুধ চলবে অন্তত দু'বছর বা তারও বেশি। খাবারে শাকসবজি, ফল, ডাল, ডিম ও মাছ রাখো। সময়মতো টিকাকরণ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করো, ওজন ও উচ্চতা মেপে বৃদ্ধি নজরে রাখো।

আমার মায়েরও যত্ন প্রয়োজন। সন্তান জন্মের পর তাঁর বিশ্রাম, পুষ্টি, চিকিৎসা ও পরিবারের সহযোগিতা দরকার। সন্তানপালনের দায়িত্ব শুধু মায়ের নয়, বাবারও। পিতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থাও জরুরি। দুজনেই আমাকে সময় দিন, কথা বলুন, খেলুন, ভালোবাসুন। আমাকে মারবে না, ভয় দেখাবে না, অপমান করবে না। নির্যাতন, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা করো। আমি মেয়ে হলে পড়াশোনা বা স্বপ্নে বাধা দিও না; ছেলে হলেও কাঁদতে বারণ কোরো না। ডিজিটাল দুনিয়ার অনুপযুক্ত ছবি, ভিডিও ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে আমাকে রক্ষা করো। মাঠে খেলতে, বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে, প্রকৃতি চিনতে ও প্রশ্ন করতে দাও। প্রতিযোগিতার চাপে আমার শৈশব কেড়ে নিও না। শিক্ষা মানে শুধু নম্বর নয়, ভাবতে ও অন্যকে সম্মান করতে শেখা।

রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের কম বয়সিদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বেঁচে থাকা, বিকাশ, সুরক্ষা ও অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পকসো, জুভেনাইল জাস্টিস ও শিশুশ্রম প্রতিরোধের আইন রয়েছে। কিন্তু আইন বা সরকারি প্রকল্পেই বিপদ দূর হবে না। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, প্রশাসন ও সরকারের দায়িত্ব শিশুকে নিরাপদ রাখা। অধিকার লঙ্ঘিত হলে শিশুর কথা বিশ্বাস করো, পাশে দাঁড়াও, দোষারোপ কোরো না।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে শিশু সুরক্ষা সপ্তাহ। ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস। এই দিন শিশুদের কথা শোনারও দিন। আমাদের হয়ে শুধু কথা বোলো না, আমাদের কথাও শোনো। প্রথম ১০০০ দিন হোক যত্ন, পুষ্টি, ভালোবাসা ও সুরক্ষার। শৈশব হোক আনন্দময়, ভবিষ্যৎ হোক সুন্দর।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ



শব



দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার

টাকি পুরসভায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সিআইডির হাতে গ্রেপ্তার প্রাক্তন ক্লার্ক প্রবীর চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাঁকে দশদিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।



বৃহন্নলা ব্রিগেড

বৃহন্নলাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে এবং বিকল্প জীবিকার সংস্থান করে দিতে উদ্যোগ নিল রাজ্য। রূপান্তরকামীদের নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বৃহন্নলা ব্রিগেড। বৃহস্পতিবার নগরোন্নয়ন ভবনে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।



বিপাকে নার্সিংহোম

বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার অনিয়ম ও পরিকাঠামোগত ঘাটতির অভিযোগে বর্ধমান জেলায় তিনটি প্যাথলজিক্যাল ল্যাব এবং তিনটি নার্সিংহোম বন্ধ করল স্বাস্থ্য কমিশন। এছাড়া একাধিক নার্সিংহোমকে শোকজও করা হয়েছে।



অধিবেশন

সম্ভবত ৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। স্বাস্থ্য ও বিধায়ক ভাতা সংক্রান্ত বিল পেশের সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার তার প্রাথমিক সূচি স্থির হয়েছে বলে খবর বিধানসভা সূত্রে।

আকভানের জেরে দিনভর দুর্যোগ বঙ্গে

ভুবনেশ্বর ও কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে ওডিশা উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'। শুক্রবার দুপুরে গোপালপুরের কাছে ল্যান্ডফলের প্রবল সম্ভাবনা। দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্ক প্রশাসন। ওডিশায় বন্ধ স্কুল, বাতিল একগুচ্ছ দূরপাল্লার ট্রেন, পর্যটকশূন্য পুরীর সমুদ্রসৈকত।

দুর্যোগের সরাসরি প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দিনভর বৃষ্টি চলেছে। শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অতিভারী এবং হাওড়া, বাঁকুড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির লাল ও কমলা সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এদিকে নবান্ন থেকে রাজ্যের উপকূলের দুর্যোগ পরিস্থিতি সরাসরি নজরদারি করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ২১ নভেম্বরের পুরুলিয়া সফর পিছিয়ে ১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। সফর পিছিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে প্রকৃতি বাঁচাও ও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের আহ্বায়ক রাজেন টুডু বলেন, 'আমাদের সেই অধিকার নিয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব।'

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, শুক্রবার দুপুরে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওডিশার মধ্যবর্তী গোপালপুর উপকূল অতিক্রম করতে চলেছে তীব্র ঘূর্ণিঝড়। আছড়ে পড়ার সময় বাতাসের একটানা গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার, আর দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছোতে পারে ১১০ থেকে ১২০ কিলোমিটারে। উপকূলবর্তী অঞ্চলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ওডিশা রাজ্য প্রশাসন নীচু এলাকাগুলি থেকে ইতিমধ্যে এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ শিবিরে সরিয়ে নিয়েছে। পাশাপাশি গঞ্জাম, পুরী ও গজপতি সহ উপকূলের সংবেদনশীল ছয়টি জেলায় ২১ নভেম্বর পর্যন্ত সব স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

দুর্যোগের আশঙ্কায় পুরীর সমুদ্রসৈকত এখন সম্পূর্ণ জনমানবহীন। রবিবার পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী গুন্ডিচা মন্দির। এদিকে পূর্ব উপকূল রেলওয়ে ১৯ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত ৩৯টি ট্রেন বাতিল ও ২৮টি ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করেছে।

তলব টুলুকে

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : দেশে ফিরতেই বীরভূমের 'পাথর সম্রাট' টুলু মণ্ডলকে তলব করল সিআইডি। শুক্রবার দুপুর ২টোয় ভবানী ভবনে হাজিরা দেওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে নোটিশ পাঠিয়েছেন তদন্তকারীরা। গত বছর নভেম্বর মাসে তাঁর এক ম্যানেজারের কাছ থেকে নগদ ৫ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে মামলা রুজু করে তদন্ত চালানো হচ্ছে। সেই মামলায় তদন্তের গতি বাড়াতে তলব করা হয়েছে টুলুকে। এরই মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি হয়েছে কি না, তা জানতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর আইনজীবী কিশোর দত্ত।



বৃষ্টিতে স্কুলের পথে ওরা। বৃহস্পতিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

ফের মহুয়ার গাড়ি আটকে ডিম নিক্ষেপ

কালীগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের সুরক্ষার নির্দেশের পরেও নিজের নির্বাচনি ক্ষেত্রে আবারও হামলার মুখে পড়লেন মমতা-তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বৃহস্পতিবার কালীগঞ্জের গোবরা পঞ্চায়েত এলাকায় সাংসদ তহবিলের ২৫ লক্ষ টাকায় তৈরি একটি ঘাট উদ্বোধন করতে যাওয়ার পথে তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। সাংসদের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার পাশাপাশি দেখানো হয় কালো পতাকাও। দেওয়া হয় গো ব্যাক স্লোগানও।

ঘটনার সময় ফেসবুক লাইভে এসে সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মহুয়া। তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপির লোকেরা লাঠি দিয়ে গাড়ি ঠেলছে, ডিম ছুড়ছে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উলটে আমাকেই চলে যেতে বলছে।' আদালতের নির্দেশে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশের হাতে থাকলেও পুলিশই হামলার সুযোগ করে দিচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

নিষ্ক্রিয় পুলিশ, দাবি সাংসদের



এক্স হ্যান্ডলে মহুয়ার পোস্ট রিটুইট করে ঘটনার নিন্দা করেন মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, 'আদালতের নির্দেশ অমান্য করার জন্য রাজ্য সরকার এবং স্বরাষ্ট্রদপ্তরের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবে কলকাতা হাইকোর্ট? নাকি আদালত অবমাননার মামলা শুধুমাত্র বিরোধীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? ক্ষমতাসীন আর বিজেপির সহযোগীরা কি বিশেষ রক্ষাকবচ পেতেই থাকবেন?' শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের পালটা দাবি, 'আদালতে অভিযোগ করুক। সাংসদ হিসেবে তিনি যা কথাবার্তা বলেন, যেসব কর্মকাণ্ডে জড়িত, তা ওদের ত্রিখণ্ডিত দলেও কেউ সমর্থন করে না।'



দশমীতে সিঁদুর খেলা। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজোয়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

অবসরের পরেও শীর্ষপদে

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : অবসরের পর সরকারের কোনও কাজে পুনর্বহাল করা নিয়ে বিগত সরকারকে একাধিকবার সমালোচিত হতে হয়েছে। এবার বিজেপি সরকারও অবসরপ্রাপ্ত এক আইপিএস অফিসারকে পুনর্বহাল করল 'অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি' বা ওএসডি হিসেবে। ইতিমধ্যেই অবসর নেওয়া ডিজি পদমর্যাদার আইপিএস আধিকারিক অজয় কুমারকে এই পুনর্বহাল করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের পুলিশ সার্ভিস সেল থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, এক বছরের জন্য অজয় কুমারকে পুলিশ ডাইরেক্টরেটে ওএসডি হিসেবে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। পুনর্নিয়োগের সময় তাঁকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী হিসেবে প্রাপ্য বেতন ও ভাতা দেওয়া হবে। এই নিয়োগের আর্থিক ব্যয় রাজ্য বাজেটের নির্দিষ্ট খাত থেকে বহন করা হবে।

আবেদন খারিজ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের অস্বস্তি আরও বাড়ল। শালবনিতে জমি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল সিআইডি। পরে আরও চারটি মামলায় শোন অ্যারেস্ট করা হয় তাঁকে। শালবনি বাদে বাকি মামলাগুলিতে তাঁর রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালত জানিয়েছে, এই পর্যায়ে রক্ষাকবচ দিয়ে আর কোনও লাভ নেই।

মেডিকেল কলেজে অশান্তিতে কড়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী

মানসিক নকশাল তকমা

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পরেই মেডিকেল কলেজে অশান্তির ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই মামলা হয়েছে। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেই দুপুরে মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়কে স্বাস্থ্যভবনে ডেকে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বৈঠকে ছিলেন স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা ইন্দ্রজিৎ সাহা এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন। তবে কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস এদিনও অনুপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতার কারণে তিনি ছুটিতে রয়েছেন। আপাতত তাঁর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ডিন অরূপ চক্রবর্তী।

মেডিকেল কলেজের অশান্তি নিয়ে এদিন কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছি। অধ্যক্ষ যা সাহায্য চাইবেন, প্রশাসনিক ভাবে সব সাহায্য করব। হাসপাতালে গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না। মেডিকেল কলেজ কমিউনিস্টদের নৈরাজ্য তৈরির জায়গা নয়। কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য চাইলে কয়েক সেকেন্ড লাগবে, পুলিশ যা করার করবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই তদন্তে তৎপর হয় স্বাস্থ্যভবন। হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'পরিষেবা বন্ধ রেখে আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না। আইন ভাঙলে চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হতে পারে।'

চোরবাগানের ঘটনায় সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে মুখ খোলায় আট ইন্টার্নকে শোকজ করেছিলেন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেই শোকজ প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবার রাতে অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন



কলকাতা মেডিকেল চত্বরে বিক্ষোভে জুনিয়ার ডাক্তাররা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। গালিগালাজের পাশাপাশি মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। তাঁর অভিযোগ, 'মেডিকেল কলেজে ১০-১৫ জন মানসিক নকশালপন্থী ও বহিরাগতরা তাণ্ডব চালিয়েছেন। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্তের স্বার্থে ডিসি সেন্ট্রালের সাহায্য নেবে তদন্ত কমিটি।'

ইন্টার্নরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, 'শান্তিপূর্ণ অবস্থান চলাকালীন এবিভিপি ও এনএমও-র সমর্থক সহ একদল বহিরাগত কলেজে ঢুকে হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হয় ক্যাম্পাসে। হেনস্তা করা হয় আন্দোলনকারী পড়ুয়াদেরও।' এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক নীলকান্ত ভট্টাচার্যও হামলাকারীদের দলে ছিলেন বলে অভিযোগ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে দুই সংগঠনই। বুধবার রাতে হাসপাতাল ছাড়ার আগে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান অধ্যক্ষ।

এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতাল চত্বরে জমায়েত করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। পরে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিলও করেন তাঁরা। জুনিয়ার ডাক্তার ফ্রন্টের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদারের অভিযোগ, '১৯১ বছরের পুরোনো মেডিকেল কলেজে বিজেপি, আরএসএস, এবিভিপি এবং এনএমও-র সদস্যরা হামলা চালিয়েছেন। অথচ এখনও তাঁদের চিহ্নিত করে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।' তাঁর প্রশ্ন, তদন্ত শুরুর আগেই কীভাবে হামলাকারীদের পরিচয় নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছোল স্বাস্থ্যভবন? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর 'মানসিক নকশালপন্থী' মন্তব্যেরও জবাব দিয়েছেন দেবাশিস। তাঁর কটাক্ষ, 'অভয়া আন্দোলনের সময়ে যাঁদের সঙ্গে বসে প্রতিবাদ করেছিলেন, এখন ক্ষমতায় এসে তাঁদেরই নকশালপন্থী বলছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।'

আগামীদিনেও এই ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐতিহ্য মেনে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। ফলে তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনকে নিশানা করার অভিযোগ উঠছে। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, তদন্ত কি শেষপর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দেখানো পথেই এগোবে?

কিউআর কোডে চলবে বই বিপণন

বইপাড়ায় ফের সংঘর্ষ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : টানা তিনদিন ধরে বুক স্টল নিয়ে বইপাড়ায় উত্তেজনা অব্যাহত। বৃহস্পতিবারও ফের সংঘর্ষে জড়াল এসএফআই ও এবিভিপি। বুধবার দফায় দফায় সংঘর্ষের জেরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বুক স্টল বন্ধ হয়েছে এসএফআইয়ের। এদিন সেই জায়গায় দেখা যায় পুলিশের প্রিজনভ্যান। দিনভর বৃষ্টির জেরে বিকেলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে জড়ো হন এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা। তারপরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গেও ধস্তাধস্তি বাধে এসএফআই কর্মী-সমর্থকদের। এদিন অন্য পন্থায় বই বিক্রি করার বিষয়ে ঘোষণা করেছে এসএফআই। কিউআর কোডের মাধ্যমে পছন্দের বইয়ের তালিকা দিলেই তা পৌঁছে যাবে ঠিকানায়। শনিবার বই হাতে হেদুয়া থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিলও করবে বামপন্থী ছাত্ররা।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলেজ স্ট্রিটে বুক স্টল বসিয়েছে। বুধবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে গো-ব্যাক স্লোগান, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং বুক স্টলে পচা ডিম, ঢিল, চকোলেট বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে এবিভিপির বিরুদ্ধে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন এসএফআইয়ের কর্মী-সমর্থকরা। এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, 'গতকাল এই ঘটনার সময় মুখ্যমন্ত্রী জোড়াসাঁকো চত্বরের মধ্যেই ছিলেন। বলছেন, বাংলার মাটিতে এইসব চলতে দেব না। মানে কি বই চলতে দেবেন না? আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মারতে মারতে প্রিজনভ্যানে তুলে নিয়ে চলে গেল। অথচ গতকাল সারাদিন ধরে যে তাণ্ডব এবিভিপি করেছে, একজনের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।' এরই মধ্যে সন্ধে ফের সংঘর্ষে জড়ায় এসএফআই ও এবিভিপি। এসএফআইয়ের দাবি, বুধবার বিমান বসুকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তাতে জড়িত এবিভিপির এক সদস্যকে দেখতে পান তাঁরা। ওই ব্যক্তি পড়ুয়া না হয়েও ক্যাম্পাসে কীভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেই প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু পুলিশ তাদের লাঠিচার্জ করেছে। মহিলা কর্মীদের গায়ে হাত তুলেছে, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। পালটা এবিভিপির অভিযোগ, তাদেরকে আক্রমণ করেছে এসএফআই।



কলেজ স্ট্রিটে পাহারায় পুলিশ। বৃহস্পতিবার।

পিছোল মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : জনগণনার কাজের জন্য পিছিয়ে যেতে পারে ২০২৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। নতুন প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী, ২ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত পরীক্ষা চলতে পারে। মাধ্যমিক শেষ হওয়ার দু'দিন পর, ১৯ মার্চ থেকে শুরু হতে পারে উচ্চমাধ্যমিক। পরীক্ষা চলার সম্ভাবনা ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। তবে কোনও সূচিই এখনও চূড়ান্ত নয় বলে জানালেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে মন্ত্রী বলেন, 'জনগণনার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নতুন রুটিন তৈরি করতে হয়েছে। মাধ্যমিকের রুটিন প্রস্তাব করা হয়েছে ২ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত। উচ্চমাধ্যমিকের রুটিন ১৯ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। সময়টা একটু দীর্ঘ। সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলোর জন্য এই সময় দেওয়া হয়েছে। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়।'

২৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। সংশোধন-সহ গোটা প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কথা ৫ মার্চ। সেই কাজে সরকারি স্কুলের অনেক শিক্ষকশিক্ষিকা যুক্ত থাকবেন। তাই সেসময়ে পরীক্ষা হলে শিক্ষক পেতে সমস্যা হতে পারে। গত ২ নভেম্বর মাধ্যমিক পর্ষদ ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষার প্রস্তাব দিয়েছিল। নতুন সূচিতে পরীক্ষা প্রায় ১৫ দিন পিছোচ্ছে। পরীক্ষা হতে পারে সকাল ১০টা ৪৫ থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত। প্রস্তাবিত সূচি অনুমোদনের জন্য নবান্নে পাঠানো হচ্ছে। মুখ্যসচিবের কাছে ফাইল যাওয়ার পর সব পক্ষের মত নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

'আগে রাম পরে বাম' মনে করিয়ে কটাক্ষ তৃণমূলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বুক স্টলে হামলা ও প্রবীণ সিপিএম নেতা বিমান বসুকে অশালীন আক্রমণের ঘটনায় পাশে দাঁড়িয়েও সিপিএমকে অতীত স্মরণ করাল তৃণমূল। তৃণমূলকে উৎখাত করতে বামেদের একাংশের 'আগে রাম পরে বাম' এই নীতি যে এখন বামেদের কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরছে, এবিভিপির হাতে প্রবীণ বিমান বসুকে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাই তার প্রমাণ। দাবি মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষের।

তৃণমূলের হাতে সিপিএম রাজ্যপাট খোয়ানোর পর ২০১৪ থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলতে শুরু করে বিজেপি। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে ১৮টি আসন জেতার পর ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিধানসভায় উঠে আসে বিজেপি। অন্যদিকে, রাজ্যে বিজেপির এই উত্থানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজনৈতিক জমি হারাতে শুরু করে সিপিএম। সেইসময় তৃণমূলের আক্রমণে কোণঠাসা সিপিএমের একাংশ মনে করেছিল বিজেপির সাহায্যে তৃণমূলকে উৎখাত করার পর বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারবে সিপিএম। রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেতে দলের একাংশের এই কৌশলে সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বের আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সায় না থাকলেও তৃণমূল-বিজেপিকে সমদূরত্বে রেখে লড়াইয়ের পার্টি লাইন অগ্রাহ্য করতে দেখা গিয়েছে বারবার। আর সেই চর্চাতেই রাজ্য রাজনীতির স্লোগানে উঠে এসেছিল 'আগে রাম পরে বাম'। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর সেই বিজেপি (রাম)-এর দাপটে এখন ত্রাহি ত্রাহি রব বামেদের।

দুর্গাপুজোয় বুকস্টল করা দিয়ে শুরু করে সেই বিরোধের জল গড়িয়েছে কলেজ স্ট্রিটের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। স্টল পরিদর্শনে এসে গো-ব্যাক স্লোগানের পাশাপাশি অশালীন ভাষায় আক্রমণের শিকার হতে হয় প্রবীণ সিপিএম নেতা বিমান বসুকেও। বামেদের পাশে দাঁড়িয়ে বুক স্টল আক্রমণের নিন্দায় সরব হয়েছিল সব বিরোধীই। তবে এরই মধ্যে এদিন সিপিএমকে তার অতীত স্মরণ করিয়ে কটাক্ষ করেছেন মমতা তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'আগে রাম পরে বাম এই ফর্মুলা এখন কেমন লাগছে। তখন বলেছিলেন টিএমসি আগে যাক। টিএমসি-বিজেপি সমান শত্রু। বিজেপির চেয়েও বেশি আক্রমণ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলকে। এখন কেমন লাগছে? বিমান বসুর মতো প্রবীণ নেতাকে শুনতে হচ্ছে চোর চোর স্লোগান। এটা ভাবা যায়!'

কুণালের দাবি, রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএম-এর সংঘাত থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বটেই, তৃণমূলের কোনও ছোট মাপের নেতাও বিমান বসু সম্পর্কে এমন অশালীন মন্তব্য কখনও করেননি। তবে কুণাল এই দাবি করলেও অতীত বলছে তৃণমূলের সাংসদ শান্তনু সেনের হাতে আক্রান্ত হতে হয়েছিল বিমান বসুকেও। এদিকে বিমান বসুর প্রতি এধরনের মন্তব্যে অস্বস্তিতে আরএসএস। আরএসএস-এর নির্দেশেই এদিন জরুরি ভিত্তিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এবিভিপি জানিয়েছে, ব্যক্তি বিমান বসুর সঙ্গে তাঁদের কোনও শত্রুতা নেই। তবে সিপিএম তথা বামপন্থীরা তাঁদের জাত শত্রু। আর সেই সুবাদে এসএফআইকেও তারা প্রতিপক্ষ বলে মনে করে।

পথে কারিগরি শিক্ষকরা

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সরকারি স্কুলে পড়াচ্ছেন, অথচ নিয়োগকর্তা বেসরকারি সংস্থা। ১৩ বছর ধরে কাজ করেও নেই চাকরির নিশ্চয়তা, নেই নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো। মাসের পর মাস বেতন আটকে থাকার অভিযোগও উঠছে। এই এজেন্সিরাজ ব্যবস্থা তুলে সরাসরি সরকারি নিয়োগ ও চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বৃহস্পতিবার কারিগরি ভবন অভিযান করলেন কারিগরি শিক্ষকেরা। বৃষ্টি উপেক্ষা করে ইউনাইটেড ওয়েস্টবেঙ্গল ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (এনএসকিউএফ)-এর প্রায় ৪৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দপ্তরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল।

ইউনাইটেড ডব্লিউবি এনএসকিউএফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি নিরুপম কোলের দাবি, '২০১৩ ও ২০১৬ সালে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিধারিত যোগ্যতা মেনে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩,১১০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় ১,৬১১টি সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে তাঁরা কর্মরত। অথচ সরাসরি সরকার বা স্কুলের অধীনে নিয়োগ না করে বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে রাখা হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'সরকারি প্রকল্পে কাজ করছি, অথচ আমাদের চাকরির কোনও নিশ্চয়তা নেই।' এজেন্সি ব্যবস্থা ঘিরে দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের অভিযোগও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকা ব্যবহারে স্বচ্ছতা নেই। কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের একাংশের সঙ্গে কয়েকটি এজেন্সির যোগসাজশে এই ব্যবস্থা চলছে।

পানিহাটির তদন্তে রাহুল

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : পানিহাটি কাণ্ডে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকড় উপড়ে ফেলতে ভিতর থেকে রোগ সারাতে চায় বিজেপি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশলের নির্দেশে রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহার নেতৃত্বে তিন সদস্যের ফ্যাক্টফাইন্ডিং কমিটি গড়া হয়েছে। জগদ্ধাত্রী পুজো কাটিয়ে এদিন সেই কমিটি কাজ শুরু করল। সম্প্রতি পানিহাটির বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিজেপি নেত্রী রুমা সাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন রুমা। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ। এর পরেই রুমাকে সমর্থন করে ন্যায়বিচারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ও দলের কাছে দাবি জানানোয় চাপে পড়ে দলীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বনশল। সেই সূত্রেই এদিন স্বামীহারা রুমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর অভিযোগ শোনেন কমিটির সদস্যরা।

সিএএ শংসাপত্র দিতে তৎপর নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : চলতি বছরের মধ্যেই রাজ্যের প্রায় ৩ লক্ষ আবেদনকারীকে সিএএ শংসাপত্র হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে সম্প্রতি ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর এই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতে তৎপর হয়েছে নবান্ন। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে জেলাস্তর থেকে শুরু করে রাজ্যস্তরের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে জরুরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কাজে গতি বাড়াতে নবান্ন প্রশাসন ১২ জন আইএএস অফিসারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ



জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকও করেছেন। বৈঠকে এই সংক্রান্ত আবেদনপত্রগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশও দেওয়া হয়। এই জন্য জেলা প্রশাসনগুলির সঙ্গে সমন্

পৃথিবীর পাঠশালা

লন্ড্রির টাকায় দারুণ দান



আমেরিকার মিসিসিপি প্রদেশের বাসিন্দা ওসিওলা ম্যাককার্টি নিজের জীবনে ষষ্ঠ শ্রেণির গণ্ডিও পে রোতে পারেননি। হ্যাট্টিসবার্গ শহরের মানুষদের জামাকাপড় কাচা আর ইস্ত্রি করাই ছিল তাঁর সারাজীবনের একমাত্র পেশা। নিজের বলতে তাঁর প্রায় কিছুই ছিল না। কিন্তু উনিশশো পঁচানব্বই সালে একাশি বছর বয়সে তিনি এমন এক কাণ্ড করে বসেন, যা গোটা দেশের শিরোনামে জায়গা করে নেয়। তিনি নিজের জমানো দেড় লক্ষ ডলার সাদার্ন মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে দেন, যেখানে তিনি নিজে কোনওদিন যাননি। তাঁর এই দান ছিল সেইসব গরিব পড়ুয়াদের জন্য, যারা টাকার অভাবে কলেজে পড়তে পারে না। তাঁর এই দানের পরিমাণ নয়, বরং তিনি কত কষ্ট করে এই টাকা জমিয়েছিলেন, সেটাই সবাইকে অবাক করেছিল।



তিন দেশের এক টেবিল

সাধারণত যে কোনও দেশের সীমানা মানেই হল কাঁটাতারের কড়া পাহারা বা এমন কোনও রেখা, যা পেরোনোর কোনও উপায় নেই। কিন্তু ইউরোপের স্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরির সীমানাটি একদম অন্যরকম। এই তিন দেশের সীমানা যেখানে এসে মিলেছে, সেখানে কোনও দেওয়াল বা বেড়া নেই, আছে শুধু একটি খোলা প্রান্তর। আর ঠিক সেই মিলনস্থলে বসানো আছে তিন কোনা বিশিষ্ট একটি বসার টেবিল। এই টেবিলের তিনটে দিক তিনটে আলাদা দেশের দিকে মুখ করে থাকে। খুব অবাক করা বিষয় হল, এখানে চাইলে আপনি স্লোভাকিয়ার দিকে বসে হাঙ্গেরির নুন হাতে তুলে নিতে পারেন, আবার অস্ট্রিয়ার রুটিও অনায়াসে ভাগ করে খেতে পারেন। সীমানা পার না হয়েও তিন দেশের মানুষ এই এক টেবিলে বসে একসঙ্গে আনন্দ করে খাবার ভাগ করে নিতে পারেন। এমন শান্ত এবং অদ্ভুত সীমানার দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।



সুইৎজারল্যান্ডের রাস্তার জল

সুইৎজারল্যান্ডের রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় জল তেষ্টা পেলে জলের বোতল কেনার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় না। সে দেশের লুজান, বার্ন, জুরিখ বা বাসেলের মতো শহরগুলোর রাস্তায় প্রচুর সুন্দর ফোয়ারা চোখে পড়ে। এগুলো শুধু রাস্তার সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যই রাখা হয়নি, এর মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষদের পানীয় জল দেওয়া। স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে পর্যটক, সবাই বিনা দ্বিধায় এই ফোয়ারাগুলো থেকে নিজেদের বোতলে জল ভরে নেন। এই ফোয়ারাগুলো সরাসরি শহরের মূল জল সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং নিয়মিত এর জলের মান খুব কড়াভাবে পরীক্ষা করা হয়। রাস্তার ধারে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় পরিচ্ছন্ন জলের এমন সুন্দর ব্যবস্থা সেখানকার সংস্কৃতিরই একটা বড় অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

ভুল অর্ডারের রেস্তোরাঁ

রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে যদি দেখেন আপনার পছন্দের খাবারের বদলে অন্য কিছু টেবিলে এসে হাজির, তাহলে রেগে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জাপানের টোকিও শহরের এক বিশেষ রেস্তোরাঁয় এই ভুল খাবার আসাই হল মূল আকর্ষণ। শিরো ওগুনি নামের এক ব্যক্তি এই অভিনব রেস্তোরাঁটি বানিয়েছেন, যেখানে সব পরিবেশকই ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশের রোগী। এখানে খেতে আসা মানুষরা আগে থেকেই জানেন যে, প্রায় সাঁইত্রিশ শতাংশ সময় তাঁরা যা ফরমাশ করবেন, তার বদলে অন্য খাবার আসতে পারে। হ্যামবার্গারের বদলে যদি ডাম্পলিং আসে, তখন কেউ বিরক্ত হন না, বরং সবাই হেসে সেই খাবারটিই খুশি মনে খান। ডিমেনশিয়া রোগীদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে এবং তাদের একা থাকার কষ্ট কমাতেই এই দারুণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।



ছায়া প্রকাশনীর আসরে সৌরভ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাজকুটিরের রাসমঞ্চ-১'এ আয়োজিত ছায়া প্রকাশনীর 'স্ক্র্যাচ অ্যান্ড উইন কনটেস্ট ২০২৫-'২৬-এর আসরে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে ছিলেন এস চাঁদ গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিমাংশু গুপ্তা, ছায়া প্রকাশনী লিমিটেডের ডিরেক্টর নবীন রাজলানি ও সিইও প্রতীক ধানুকা।

আসরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল 'বোল টু গাঙ্গুলি' পর্ব। সেখানে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীরা স্বয়ং সৌরভকে বল করার ও তাঁর সঙ্গে খেলার সুযোগ পায়। এবারের প্রতিযোগিতায় ১১,৫০০-র বেশি পড়ুয়াকে ১ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বাম্পার পুরস্কার জয়ী পেয়েছেন চার চাকার একটি নতুন গাড়ি। পাশাপাশি ২০ জন পড়ুয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ১০ হাজার টাকার স্কলারশিপ চেক। বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি জমজমাট হয়ে ওঠে।

ডুবে মৃত ছয়

কিশনগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : বিহারের আরারিয়ায় বিড়ি সেতুর কাছে বুধবার ৬ জনের ডুবে মৃত্যু হয়েছে। গভীর রাতে সেতুর কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দ্রুতগতির স্করপিও খালে পড়ে যায়। গাড়ির সওয়ারি ৭ জন গুরুতর আহত হন। তারাবাড়ি থানার পুলিশ স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে তাঁদের আরারিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা ৬ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। একজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আরারিয়ার পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার জানান, পূর্ণিয়ায় বিয়ের তিলক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরে জেসিবি দিয়ে খাল থেকে গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের পর দেহগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ নভেম্বর : তুষের আড়ালে মোষ পাচারের ছক বানচাল করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। জাতীয় সড়কে একটি সন্দেহজনক লরিকে ধাওয়া করে আটক করে পুলিশ। তারপর সেটিতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ১৭টি মোষ। বৃহস্পতিবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের গোয়ালটুলি মোড় থেকে ধাওয়া শুরু করে ধমনাগছ এলাকায় গাড়িটিকে আটকায় পুলিশ। যদিও পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গাড়ি ফেলে চম্পট দেয় চালক। অসমের নম্বর প্লেট লাগানো লরিটি থেকে উদ্ধার হওয়া মোষগুলি খোয়াড়ে পাঠিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই, পাচারে ব্যবহৃত লরিটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে, পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সেইসঙ্গে গোটা বিষয়টি নিয়ে তারা তদন্ত শুরু করেছে।

বোরোলি-খলসে

প্রথম পাতার পর

বোরোলি ও অন্যান্য নদীয়ালি মাছের চাষ করা হবে।

এই পরিকল্পনার বিষয়ে রাজ্য মৎস্য দপ্তর ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তর এবং তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছে। পাশাপাশি মৎস্য গবেষণাকেন্দ্রের সঙ্গেও কথা বলছে দপ্তর। রামশাই কৃষি মৎস্য বিজ্ঞানকেন্দ্রের মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ জানান, দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় ক্রেশ কালচার করে মাছের প্রজনন ঘটিয়ে সাফল্য এসেছে। মাছের বংশবৃদ্ধি করে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিকে বাঁচানো গিয়েছে। কিন্তু সবার আগে ক্যানালের জলের গুণগত মান খতিয়ে দেখতে হবে।

বাজারে তিস্তার বোরোলি মাছের দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে থাকে। সেই সুযোগে বোরোলির মতো দেখতে অন্য মাছকেও বোরোলি বলে বিক্রি করা হয়। যে মাছ নিয়ে প্রতিদিন কার্যত কালোবাজারি হয়, সেই বোরোলির জোগান বাড়াতে ক্রেশ কালচার ব্যবস্থায় প্রজনন করিয়ে বংশবৃদ্ধি করানোর অভিনব পরিকল্পনা। আর তাতে সাফল্য এলে মাছ চাষে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলেই মৎস্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠকে প্রস্তাব আনন্দময়-দুর্গাদের

অন্য জনজাতিরও গুরুত্ব দাবি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে গোর্খাদের পাশাপাশি রাজবংশী, আদিবাসী সহ অন্যান্য জনজাতির দাবিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা উঠল। বৃহস্পতিবার সুকনার টি রিসর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ এবং কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এবং ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। বৈঠকে দুই জনপ্রতিনিধি উত্তরবঙ্গের সেই চিত্র তুলে ধরেন।

সূত্রের খবর, তাঁরা জানান উত্তরবঙ্গের সমস্যা শুধু গোর্খাদের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী, আদিবাসী, রাভা, মেচ সহ অন্যান্য জনজাতিরও অভাব-অভিযোগ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক দাবি রয়েছে। কেবল গোর্খাদের সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবলে বাকি জনজাতিগুলির প্রতি অবিচার হবে বলে তাঁরা মত দেন।



কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং-এর সঙ্গে মন্ত্রী ও বিধায়ক।

তবে তাঁরা গোর্খাদের দাবির বিরোধিতা করেননি। তাঁদের এই অবস্থান ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে কি উত্তরবঙ্গের পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবির বিষয়টিও পরোক্ষে মধ্যস্থতাকারীদের সামনে তোলা হল?

যদিও পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জল্পনা সরাসরি নাকচ করেছেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী তথা রাজবংশী নেতা আনন্দময় বর্মন। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'এখানে আলাদা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবির কোনও প্রসঙ্গে কথা হয়নি। আমরা মধ্যস্থতাকারীদের গোটা উত্তরবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছি। এই বিশাল অঞ্চলে কোন জনজাতির কী কী দাবি ও সমস্যা রয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রকে কোনও স্থায়ী সমাধানের কথা ভাবতে হলে উত্তরবঙ্গের সব অংশের মানুষকেই নিয়ে ভাবতে হবে, এই বার্তাই আমরা দিয়েছি।' দুর্গার বক্তব্য, 'রাজ্য এবং কেন্দ্রের সরকারের কাছে উত্তরবঙ্গ গুরুত্ব পাচ্ছে। অনেক উন্নয়ন হচ্ছে। বাকি সমস্যাগুলির ক্ষেত্রেও আমরা সামগ্রিক চিন্তাভাবনার কথা বলেছি।'

> **এখানে আলাদা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবির কোনও প্রসঙ্গে কথা হয়নি। আমরা মধ্যস্থতাকারীদের গোটা উত্তরবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছি।**
>
> **-আনন্দময় বর্মন** রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়া চলাকালীন সমতলের রাজবংশী ও আদিবাসী নেতৃত্বের এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সব জনজাতির স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন সামনে এল। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জনজাতি আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখছেন অনেকে। উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্তঘাঁটি। এই অঞ্চলের মানুষ আরও ঐক্যবদ্ধ ও সামগ্রিক দাবিতে সরব হলে বিচ্ছিন্ন দাবির আন্দোলনগুলি দুর্বল হতে পারে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি এর রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পারে বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

দার্জিলিং পাহাড়ের দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটাতে এবং সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে গোর্খাদের দাবিদাওয়া ও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে কেন্দ্র প্রাক্তন উপ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজকুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করেছে। তিনি পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন।

'চোর' বলায় ক্ষিপ্ত হয়ে আঘাত করেছিল বছর তেরোর কিশোর। খুন করার পর কলাপাতা দিয়ে দেহ ঢেকে রেখেছিল জঙ্গলে।

শিশুকে খুন করে ঘুম কিশোরের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় আঘাত করার পর পাঁচ বছরের এক শিশুর মৃতদেহ কলাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। বুধবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় সোশ্যাল ফরেস্টের পাশে একটি জঙ্গল থেকে ওই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় অভিযুক্ত ১৩ বছরের এক কিশোরকে আটক করে হোমে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, শিশুটি তাকে 'চোর' বলায় ওই কিশোর ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার গলায় আঘাত করে খুন করে। তবে ঘটনার পিছনে ঠিক এই কারণই রয়েছে কি না তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। এলাকায় ব্যাপক চঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ জানান, অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করে আলিপুরদুয়ার জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হয়েছে। সেখান থেকে তাকে জলপাইগুড়ির একটি হোমে পাঠানো হয়।

বুধবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল শিশুটি। তখন তার মা ধানখেতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সকাল ১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরে সন্তানকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ শুরু করেন তিনি। প্রথমে তাঁর সন্দেহ হয়, শিশুটি হয়তো দূরসম্পর্কের এক মামার সঙ্গে রায়ডাক চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় গিয়েছে। ওই আত্মীয় সেদিন সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। পরে তাঁর কাছে খোঁজ নিয়ে মা জানতে পারেন, শিশুটি তাঁর সঙ্গে যায়নি। এরপর ওই মহিলা, তাঁর ওই আত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও কোনও সন্ধান মেলেনি। শেষপর্যন্ত রাতের দিকে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে নিখোঁজের লিখিত অভিযোগ জানান শিশুটির মা।

অভিযোগ পাওয়ার পরই ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকারের নেতৃত্বে তল্লাশি শুরু হয়। পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালান। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে, নিখোঁজ হওয়ার আগে শিশুটিকে এলাকারই ১৩ বছরের এক কিশোরের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। এরপর ওই কিশোরের খোঁজ শুরু হয়। দীর্ঘ তল্লাশির পর তাকে নিজের বাড়িতে পাওয়া যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় সে লুকিয়ে ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতে সে নানা কথা বলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। পরে দীর্ঘ জেরায় সে শিশুটিকে খুনের কথা স্বীকার করে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সকালে শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে গিয়েছিল ওই কিশোর। দুজনের বাড়ির মধ্যে দূরত্ব আনুমানিক ৫০০ মিটার। সেখানে শিশুটি তাকে 'চোর' বলায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার গলায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। এরপর দেহটি কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় সোশ্যাল ফরেস্টের পাশে একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কলাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখে। তবে শুধু এই কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ঘটনার আগের দিনও দুজনকে নদীর ধারে খেলতে দেখা গিয়েছিল। শিশুটিকে নিয়ে তার মা এলাকায় নিজের বাপের বাড়িতে থাকতেন। অভিযুক্ত কিশোরের বাবা বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছেন। স্ত্রী অন্যত্র সংসার পেতেছেন। ফলে বাড়িতে একাই থাকত সে। নিজের রান্না নিজেই করে খেত বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা। তাঁদের দাবি, কিশোরটি অত্যন্ত ডানপিটে প্রকৃতির ছিল এবং নিয়মিত স্কুলেও যেত না।



- বুধবার রাতে জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় ৫ বছরের নিখোঁজ এক শিশুর দেহ
- পুলিশি প্রক্রিয়া শেষে আটক কিশোরকে জলপাইগুড়ির একটি হোমে পাঠানো হয়েছে
- বাবা জেলে, মা অন্যত্র থাকেন, এসব ওই কিশোরের মনে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে

বুধবার রাতে পরিবারের লোকজন শিশুটিকে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে। সন্তানকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন শিশুটির মা। তাঁর স্বামী ভিনরাজ্যে কাজ করেন। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এক প্রতিবেশীর কথায়, 'এতটুকু ফুটফুটে শিশুকে এভাবে খুন করার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।' অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নীলাদ্রি নাথ। তাঁর বক্তব্য, 'অভিযুক্ত কিশোরের ক্ষেত্রে জুভেনাইল ডেলিনকোয়েন্সির প্রবণতা রয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক স্থিতিশীলতার অভাব থেকেও শিশু-কিশোরদের মধ্যে এমন প্রবণতা তৈরি হতে পারে।' আগামীদিনে শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেননি তিনি। তাই অভিযুক্তের কাউন্সেলিং ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা জরুরি বলে তিনি মনে করেন।

সংগঠন চাঙ্গা করতে ইটাহারে মমতাপন্থী কল্যাণ

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৯ নভেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর ছ'মাস পর উত্তর দিনাজপুরে সংগঠন ফের সক্রিয় করতে উদ্যোগী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল। নিষ্ক্রিয় নেতা-কর্মীদের চাঙ্গা করতে আগামী ২২ নভেম্বর ইটাহারে আসছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা ১টা নাগাদ প্রকাশ্য কর্মীসভায় দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আগামী দিনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি — এমনই বলেন ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হুসেন।

ইতিমধ্যেই সভা সফল করতে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করেছেন বিধায়ক। মোশারফ বলেন, 'দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আগামী দিনে দলের রণকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করবেন।' তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। যোগ্য উপভোক্তারা কীভাবে প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, তা নিয়ে আলোচনা করবেন সাংসদ। পাশাপাশি এসআইআর-এ নাম বাদ পড়াদের সমস্যাও উঠে আসবে সভায়। দলের ভবিষ্যৎ ও কর্মপদ্ধতি নিয়েও কর্মীদের দিকনির্দেশ করবেন তিনি।

জেলার পাঁচ তৃণমূল বিধায়কের মধ্যে চারজন ঋতব্রত শিবিরে চলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁদের মধ্যে দুজন ফিরবেন বলে ঘোষণা করেন। একসময়ের প্রভাবশালী নেতা ও বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীদের অনেকেই এখন নিষ্ক্রিয়। মমতার ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বহু নেতা অন্তরালে চলে গিয়েছেন অথবা অন্য শিবিরে যোগ দিয়েছেন। ফলে সংগঠনের হাল ধরবেন কে, সেই প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরে। এই পরিস্থিতিতে গত মাসে মমতা-অনুগামী তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা চেয়ারম্যান হিসেবে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেনের নাম ঘোষণা করেছিলেন কল্যাণ। এবার ইটাহারের সভা থেকে জেলা ও ব্লক স্তরের কমিটি গঠনের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় কি না, সেদিকেই নজর জেলার রাজনৈতিক মহলের।

কমবে হিন্দু অনুপাত

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রায় ২৩ শতাংশ। কিন্তু ওই একই সময়ে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ থেকে বেড়ে ২৩ কোটি ৭২ লক্ষে পৌঁছানোয় হিন্দুদের অনুপাত ৭.৯ থেকে কমে ৬.৮ শতাংশে নেমে আসার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে একইসময়ে মুসলিম জনসংখ্যা ১৫ কোটি ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে ২১ কোটি ৮০ লক্ষ হবে। তাতে অনুপাত ৯১.১ থেকে সামান্য বেড়ে দাঁড়াবে ৯২ শতাংশে।

বাংলাদেশে হিন্দু মহিলাদের গড় প্রজনন হার ইতিমধ্যেই ১.৯-এ নেমে আসায় এই জনবিন্যাসগত ফারাক আরও স্পষ্ট হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বের ছবি দেখলে বদলটা আরও চমকপ্রদ। পিউ-এর পূর্বাভাস, ২০৩৫ সালে খ্রিস্টধর্মকে টপকে ইসলাম হয়ে উঠবে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম। গবেষক কনরাড হ্যাকেটের সোজাসাপটা কথায়, ধর্মান্তরণ নয়, এই বদলের মূল চালিকা শক্তি হল সদ্যোজাত শিশুরা।

বিশ্বজুড়ে মুসলিম মহিলাদের গড় প্রজনন হার ৩.১, যেখানে খ্রিস্টানদের ২.৫ এবং অন্যদের ১.৬। তবে পশ্চিমী দুনিয়ায় খ্রিস্টানদের দাপট কমার পেছনে বড় কারণ হল- ধর্মহীন বা নাস্তিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই হারে চললে ২০৩০-এ কানাডা এবং ২০৬৫-র মধ্যে আমেরিকাও খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। চিন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় জনসংখ্যা কমে যাওয়ায় সেখানকার বৌদ্ধ জনসংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি হ্রাস পেতে পারে।

অন্যদিকে, সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকার জেরে ২০৭০ সালে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি খ্রিস্টান থাকবেন আফ্রিকায়, আমেরিকাকে টপকে কঙ্গো হবে বৃহত্তম খ্রিস্টান দেশ। তবে পঞ্চাশ বছর চাট্টিখানি সময় নয়। জনসংখ্যার এই অঙ্কটা তৈরি হয়েছে ২০২০ সালের প্রবণতাকে ভিত্তি করে। অর্থনীতির ওঠাপড়া, শিক্ষা, চিকিৎসা, অভিবাসন কিংবা সরকারি নীতি ইত্যাদির যে কোনও একটি বদলে গেলে পালটে যেতে পারে সমীক্ষার হিসাব।

বাংলাদেশে নিহত ৪

প্রথম পাতার পর

দেশজুড়ে লাগাতার এই অশান্তিতে নাম না করে শেখ হাসিনার সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। লালমণিরহাটে এক সভায় বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'পালিয়ে গিয়েও আওয়ামী লিগ আগুনের সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতায় থাকতে তারা মানুষের সহায়-সম্পত্তি লুটতরাজ করেনি? মানুষকে নির্যাতন করেনি? গুম-খুন করেনি? পালিয়ে গিয়েছে। এখন পলাতক থেকে আবার সন্ত্রাস শুরু করেছে। আবার মানুষকে পুড়িয়ে মারার রাজনীতি শুরু করেছে।'

বাংলাদেশের মানুষ আর গুম-খুনের বা ভোট দখলের রাজনীতিতে ফিরতে চান না বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদের হুঁশিয়ারি, যাঁরা অশান্তি পাকাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গত ২৪ ঘণ্টায় এখনও পর্যন্ত ৫৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও রয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, পাঁচটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের বৈঠক। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দফায় দফায় ওই বৈঠকগুলি হয়। তাতে আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চিনের পাশাপাশি ভারতের রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী ছিলেন। মূলত হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তবে বৈঠকের আলোচ্য নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

বিছানায় দেহ তরুণীর, মাকে খুঁজছে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

প্রতিবেশীদেরও অভিযোগ, দীপশিখাদের বাড়িতে ব্যাপক অশান্তি হয়েছিল। রাতের দিকে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। দীপঙ্করের অভিযোগ, 'সন্ধ্যার দিকে পলাশি মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়িতে আসেন। মা এরপর ওঁকে নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। ঘরে তখন তানিশাও ছিল। এরপর আমি আমার আরেক ভাইকে নিয়ে স্থানীয় মাঠে যাই। বাবাও কাজে বাইরে ছিলেন। ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ বাড়িতে ছিলেন না। রাতে হঠাৎ করেই ঠাকুমা ফোন করে জানান, মা দোকানে যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও ফিরে আসেনি। এরপর ঘরে ঢুকতেই দেখি, বিছানার একপাশে মায়ের মোবাইল ফ্লাইট মোডে রয়েছে। এরপর কম্বল সরাতেই দেখি, তানিশার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরিয়ে রয়েছে। কোনও জ্ঞান নেই। ঠোঁট কালো হয়ে গিয়েছে, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ।'

দীপঙ্করের আরও অভিযোগ, এরপর পাশের বাড়িতে পলাশির কাছে গেলে তাঁকে পিঠে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেন। স্থানীয় বাসিন্দারা পলাশিকে আটক করেন। এদিকে, তানিশাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলারের স

বিদ্যার্থী মিছিলে শক্তি প্রদর্শন

যানজটে নাকাল শহর, আটকাল স্কুলবাস ও অ্যাম্বুল্যান্স

শমিদীপ দত্ত ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : শহরের রাজপথ জুড়ে গেরুয়া পতাকা, স্লোগান আর পড়ুয়াদের ঢল। শুক্রবার ভরদুপুরে এবিভিপির প্রায় ৬০০ মিটার দীর্ঘ মিছিল ঘিরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল শিলিগুড়ি। সংগঠনের দাবি, মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন দশ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া। অন্যদিকে, যানজটের জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হল শহরবাসীকে।

'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচির ব্যানারে এদিন মিছিল করে সংঘ-অনুগত ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। বামপন্থী ও সিটিজেন জাস্টিস পার্টিকে (সিজেপি) নিশানা করে একের পর এক স্লোগান ওঠে মিছিল থেকে। সংগঠনের দাবি, কয়েক হাজার পড়ুয়া এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। সংখ্যাটা দশ হাজারেরও বেশি।

মিছিল থেকে অভিযোগ তোলা হয়, জেন জেডদের আন্দোলনের নামে দিল্লিতে মাঝবয়সি ব্যক্তিরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। বিদেশি অর্থে তাঁদের খাবারের ব্যবস্থাও হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এবিভিপির রাজ্য সহ-সম্পাদক অনিকেত দে সরকারের হুঁশিয়ারি, ''যাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে না পেরে দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের কাছে আমাদের বার্তা, এখন সাবধান হয়ে যান। না হলে আপনাদের ভাষাতেই প্রকৃত জেন জেড আগামীতে আপনাদের জবাব দেবে।''



বৃহস্পতিবার হিলকার্ট রোডে এবিভিপি'র মিছিল। (বাঁদিকে) যানজটে গাড়ি আটকে রাস্তায়। ছবি : সূত্রধর

শুক্রবারের মিছিল ঘিরে উত্তরবঙ্গের এবিভিপির একাধিক নেতা শহরে উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর এই কর্মসূচি ছিল সংগঠনের কাছে শক্তি প্রদর্শনের বড় পরীক্ষা। গত কয়েক বছরের নিরিখে শিলিগুড়িতে কোনও ছাত্র সংগঠনের এত বড় মিছিল দেখা যায়নি বলেও মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। ফলে কর্মসূচির শেষে স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেয়েছে এবিভিপি নেতৃত্ব। এদিন বাঘাযতীন পার্ক থেকে মিছিল শুরু হয়ে হিলকার্ট রোড ধরে মাল্লাগুড়ি এলাকায় পৌঁছয়। সেখানে পথসভা করে সংগঠন। মিছিলকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে জন্য গোটা রুটে কড়া পুলিশি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বামপন্থীদের নিশানা করে মিছিল থেকে 'মুখে মিষ্টি, দাঁতে বিষ, তাদের নাম কমিউনিস্ট' স্লোগান ওঠে। সিজেপিকে উদ্দেশ্য করেও 'কালা হিট স্প্রে' স্লোগান দেওয়া হয়।

উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কায় হিলকার্ট রোডে বামফ্রন্টের কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মিছিলটি সেখানে পৌঁছনোর আগেই এলাকায় উপস্থিত হয় উইনার্স টিম। যদিও শেষ পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

মিছিলকে কেন্দ্র করে যানজট সামলাতে শুক্রবার সকাল থেকেই হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। পড়ুয়াদের নিয়ে একের পর এক বাস শহরে ঢোকায় মিছিল শুরুর আগেই বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে মিছিলের রুটে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় গাড়ি ও বাইকের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়।



- এবিভিপি'র দাবি, মিছিলে দশ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেন
- মিছিল থেকে বামপন্থী ও ককরোচ জনতা পার্টিকে নিশানা করে স্লোগান দেওয়া হয়
- মিছিল ঘিরে শহরের একাধিক প্রধান রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়
- স্কুলবাস ও অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে ওঠে

যানজট মোকাবিলায় পুলিশের তরফে একাধিক রাস্তায় যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে তাতে পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। বর্ধমান রোড ধরে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে আসা গাড়িগুলিকে ঝংকার মোড় থেকে বিবেকানন্দ রোড হয়ে হিলকার্ট রোডের দিকে পাঠানো হয়। তাতেও পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এই পথ ধরে এয়ারভিউ মোড়ে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যায় সুবীর দাসের। দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ''বাড়ির দিকেও ফিরতে পারছিলাম না, দোকানের দিকেও যেতে পারছিলাম না। এ ধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে ট্রাফিক সংক্রান্ত বিশেষ পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।''

মিছিলে যাতে কোনও গাড়ি বা বাইক ঢুকে না পড়ে, সে জন্য সেবক রোড থেকে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে আসার রাস্তায় ব্যারিকেড বসানো হয়েছিল। ঝংকার মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড়ে আসার পথেও বসানো হয় ব্যারিয়ার। জংশন থেকে বর্ধমান রোডের দিকে যাওয়ার পথের এয়ারভিউ মোড় অংশেও ছিল ব্যারিকেড। ফলে সেবক রোডের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন গাড়িচালকেরা।

বিকল্প রাস্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় মিছিল শেষ হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পরেও শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যানজট অব্যাহত ছিল। দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে স্কুলবাস ও অ্যাম্বুল্যান্সও। ফলে ভোগান্তি আরও বাড়ে। স্কুলবাস চালক অমর সাহা বলেন, ''ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় ধরে যানজটে আটকে রয়েছি। বাচ্চাগুলোকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে পারলে শান্তি পাব।''

বাসস্টপ বন্ধে ক্ষোভ

ইসলামপুর, ১৯ নভেম্বর : ইসলামপুর শহরের প্রায় ৬০ বছরের পুরোনো পিডব্লিউডি মোড়ের বাসস্টপ তুলে দেওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। অথচ এই সরকারি বাসস্ট্যান্ড থেকে মহকুমা হাসপাতাল, থানা, আদালত ও মহকুমা শাসকের দপ্তরের দূরত্ব মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ মিটার। প্রতিদিন আপ ও ডাউন মিলিয়ে প্রায় ২৫০টি বাস এই স্টপে দাঁড়াত। ডাউন রুটের বাসের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। স্টপটি বন্ধ হওয়ায় শুধু ইসলামপুরের বাসিন্দারাই নন, বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সাধারণ মানুষকেও এখন বাস টার্মিনাস অথবা পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে নামতে হবে। কোচবিহার, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের দূরপাল্লার বাসগুলিও এখানে দাঁড়াত। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ, কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই ট্রাফিক বিভাগ সরকারি বাসস্ট্যান্ডের এই গুরুত্বপূর্ণ স্টপটি তুলে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে এলাকার ১৪৫ জন বাসিন্দা বৃহস্পতিবার ইসলামপুর সরকারি বাস ডিপোতে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন।

ইসলামপুর সরকারি বাস ডিপোর ডিপো ইনচার্জ কমল পাল বলেন, 'পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশেই বাসস্টপ বন্ধ করা হয়েছে।' ইসলামপুর ব্যবসায়ী সংগঠন ফিটোর সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলছেন, 'প্রশাসন বিষয়টি দেখলে ভালো হয়।'

তথ্য নিয়ে সম্মেলন এসআইটিতে



শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : এসআইটি (শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবার দু'দিনের 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন' শুরু হল। সরকারি সহায়তায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তৃতীয়বার এই সম্মেলন এসআইটি ক্যাম্পাসে হচ্ছে। অধ্যক্ষ ডঃ জয়দীপ দত্ত জানান, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ, গবেষকদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানো এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা। ডেটা সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন প্রযুক্তিকে আরও কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেসব বিষয়ে আলোচনা করা। প্রোগ্রামের কনভেনর ডঃ দেবজ্যোতি মিশ্র বলেন, তাইওয়ান, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পোর্তুগাল, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে গবেষণাপত্র পাঠিয়েছেন গবেষকরা। ৬০০-এরও বেশি গবেষণাপত্র জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৬৯টি গবেষণাপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। সেগুলো 'স্প্রিঙ্গার নেচার'-এর লেকচার নোটস ইন নেটওয়ার্কস অ্যান্ড সিস্টেমস বই-তে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হবে।

মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'এটা তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। আমি চাই এই আন্তর্জাতিক মানের সেমিনারের থেকে এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন কোন পথে আসতে পারে তার একটা তথ্য সেমিনার থেকে উঠে আসুক।'

নাচের ছন্দে দেশ জয় রোহনের

মেডিকেল মোড় থেকে মুম্বই, কলকাতা হয়ে দক্ষিণী বিনোদন জগৎ— নাচের ছন্দেই সাফল্যের সিঁড়ি চড়ছেন ২৬ বছরের রোহন হোমরায়। এখন কোরিওগ্রাফিতে নিজের পরিচিতি গড়েছেন 'টাইজান রোহন'।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : মজার ছলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের নাম রেখেছিলেন 'টাইজান রোহন'। সেই নামটাই যে একদিন ভারতের তাবড় বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি দাপিয়ে বেড়াবে, তা বছর কুড়ি আগেও ভাবেনি মেডিকেল মোড় এলাকার হোমরায় পরিবার। মাত্র ২৬ বছর বয়সেই কলকাতা, মুম্বই থেকে দক্ষিণের ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের প্রতিভার ছাপ ফেলেছেন রোহন হোমরায়।

ছোটবেলা থেকেই টিভির পর্দায় নাচের রিয়্যালিটি শো দেখলেই নজর আটকে যেত রোহনের। স্বপ্ন বোনেন বড় কোরিওগ্রাফার হওয়ার। সেই ইচ্ছেতেই ১২ বছর বয়সে নাচে হাতেখড়ি। প্রথমে শিলিগুড়িতে পাশ্চাত্য নৃত্য শেখা, তারপর আরও ভালো প্রশিক্ষণের জন্য ১৮ বছর হতেই স্বপ্নের শহর মুম্বইয়ে পাড়ি। শক্তিগড় বিদ্যাপীঠের ছাত্র রোহন সূর্য সেন কলেজে ভর্তি হলেও, স্বপ্নপূরণের ব্যস্ততায় কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

মুম্বইয়ে নাচের বিভিন্ন কোর্স করতে করতেই মূল কোরিওগ্রাফার হিসেবে আত্মপ্রকাশের জেদ চেপে বসে। সময় লাগলেও কখনও অ্যাসিস্ট্যান্ট কোরিওগ্রাফার হতে চাননি তিনি। ২০২১ সালে একটি দক্ষিণী ডান্স রিয়্যালিটি শো'তে দলের সঙ্গে অংশ নিয়ে কোরিওগ্রাফির দায়িত্ব সামলান এবং ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছান। এরপর একে একে 'ভুতু আয়া ভাগো', 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস', 'মৃগয়া ১.৫', আসন্ন বলিউড ছবি 'লাভ ইন দার্জিলিং' সহ বেশ কিছু প্রোজেক্টে কাজ করেছেন। গায়িকা



অঙ্কিতা ভট্টাচার্যের 'আমের আচার' ও এ বছর দুর্গাপুজোর বহু গানেও কোরিওগ্রাফি করেছেন রোহন।

রোহন বলছিলেন, 'আমাদের পরিবারের কেউ এই পেশায় কোনওদিন ছিলেন না। ডান্স ক্লাস, শো-এর কস্টিউম, মুম্বইয়ে থাকা, যাতায়াত, ডিপ্লোমা কোর্স সবকিছু মিলিয়ে প্রচুর খরচ ছিল। একসময় মা সোনার চেন বিক্রি করে আমাকে টাকা দিয়েছিল। আত্মীয়রা অনেকে অনেক কিছু বলতেন তবে মা-বাবার সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল।'

কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে থাকতে হলেও, কাজ শেষে বারবার নিজের শহরে ফিরে আসেন রোহন। এখানে তাঁর প্রোডাকশন হাউস রয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রতিভা খুঁজে বের করা ও শিকড় আঁকড়ে রাখতেই ভালোবাসেন তিনি। তাঁর কথায়, 'বাইরে থাকতে চাইলেই থাকা যায় তবে এই প্রফেশনে কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই যদি আমি এতটা করতে পারি তাহলে আরও অনেকে পারবে। সবার সেটা বোঝা প্রয়োজন। তাই এখানে থেকেই এখনও কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছি, যতদিন এভাবে সম্ভব ততদিন এখান থেকেই কাজ করে যেতে চাই।'

অন্য ধারার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে অসুবিধে না হওয়ায় পজিটিভ এনার্জি পান রোহন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি অনেক সহযোগিতা পেয়েছি তাই প্রতিভা থাকলে নতুনদের আমিও সহযোগিতা করে যাব।' কার মতো হতে চান? রোহনের অকপট জবাব, 'সবার কাছ থেকে ভালোগুলো নিয়ে নিজের মতো হতে চাই।' আকাশ দভাদে, কণিকা তিওয়ারি, রানা মজুমদার, মীর আফসর আলি, ঋত্বিক চক্রবর্তী, শ্রীলেখা মিত্র, কৌশানি মুখোপাধ্যায়, আরিয়ান ভৌমিক, মৌমিতা পণ্ডিত এবং দক্ষিণী কোরিওগ্রাফার ও অভিনেতা বাবা ভাস্কর মাস্টারের সঙ্গে কাজ করে এখন আরও বড় কিছুর অপেক্ষায় টাইজান রোহন।

নাগরিক পরিষেবায় প্রযুক্তির ব্যবহার

পুরকর আদায়ে আসছে অ্যাপ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : নাগরিক পরিষেবাকে আরও ত্বরান্বিত করতে এবার প্রযুক্তির ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসক পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম। শহরের প্রতিটি নাগরিককে ইউনিক কোড দেবে পুরনিগম। অর্থাৎ, রেসিডেন্সিয়াল সহ অন্যান্য শংসাপত্রগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ওই আইডি বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। পাশাপাশি, কর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও বছরের শুরুতে অ্যাপ চালু করছে পুরনিগম। ফলে নতুন বছর থেকে নাগরিকদের আর পুরনিগম বা বরো অফিসে ছুটতে হবে না। বৃহস্পতিবার প্রশাসক আর বিমলা, কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক সহ অন্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ম্যারাথন বৈঠক শেষে একথা জানান শিলিগুড়ির বিধায়ক ও রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। ওই বৈঠকে বিজ্ঞাপন, রাস্তা ও পার্কিং নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে শংকর বলেন, 'ইউনিক আইডি যে কোনও শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হবে। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে একদিকে উন্নয়ন, অন্যদিকে পরিষেবা এবং মানুষের চাহিদা পূরণে কাজ করা হবে। বিষয়গুলি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে।'

নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ পেয়ে সম্প্রতি পুরনিগমে পা রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাংসদ, মন্ত্রী ও বিধায়কদের উপস্থিতিতে পুর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তিনি। ওই বৈঠকেই তিনি দার্জিলিংয়ের সাংসদ ও শিলিগুড়ির বিধায়ককে পুরনিগমে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ মতোই মন্ত্রী তথা বিধায়ক এদিন পুরনিগমে পৌঁছান। একাধিক ইস্যুতে বৈঠক করেন। মূলত বৈঠক হয় নাগরিক পরিষেবা নিয়ে। বৈঠক



শিলিগুড়ি পুরনিগম নাগরিকদের ইউনিক কোড দেবে এবং নতুন বছরে কর আদায়ে অ্যাপ আনবে

শেষে মন্ত্রী জানান, এখন নিবাচিত পুরবোর্ড নেই। তবে আমজনতা যে কোনও প্রয়োজনে পুরনিগমে ফোন করতে পারেন। একটি ফোন নম্বর (৯০৪৬০০৪৬৬০) চালু করেন শংকর। নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বা অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট নম্বরটিতে ছবি পাঠিয়ে অভিযোগ জানানো যাবে। সেই মতো পুরনিগম পদক্ষেপ করবে।

জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় শহরের ৪৬টি রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে আরও ১২টি রাস্তার কাজ হবে। মন্ত্রীর কথায়, যেসব রাস্তা নিয়ে মানুষ বিভিন্ন সময় অভিযোগ জানিয়েছিলেন, সেই রাস্তাগুলি যাতে দ্রুত সংস্কার করা যায়, তার চেষ্টা চলছে। পুরনিগমের আয় বৃদ্ধিতেও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কিউআর কোড সিস্টেম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে বহুতলের ছাদে থাকা বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংগুলি কতটা নিরাপদ ও বৈধ তা জানতে সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। শংকর জানান, ২৮টি পার্কিং জোনের মধ্যে ১০টি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প আয়ের রাস্তাও খুঁজছে পুরনিগম।

মন্ত্রী জানান, এখনও অনেকেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত হিসাব দেননি। আগামী সাতদিনের মধ্যে তাঁদের পুনরায় নোটিশ পাঠাতে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে আগামীতে পুর কর সহ পরিষেবা সংক্রান্ত ফি আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অ্যাপ চালু করা হবে। বছর শুরুতেই সেই অ্যাপ কার্যকর করা হবে বলে খবর। এই অ্যাপ চালুর সঙ্গেই শহরের নাগরিকদের ইউনিক কোড দেওয়া হবে। মূলত সেন্সাস কোড ও হোল্ডিং নম্বর ম্যাচ করিয়ে ইউনিক কোড লিপিবদ্ধ করা হবে সুনির্দিষ্ট পোর্টালে।

ইনস্পিরিয়া সাহিত্য ক্লাব বিশ্বমঞ্চে



শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : কলকাতায় আয়োজিত 'আইএসআইএসএআর' আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নজর কাড়ল ইনস্পিরিয়া নলেজ ক্যাম্পাসের 'ইনস্পিরিয়া লিটারারি ক্লাব'। গত ১৩ থেকে ১৫ নভেম্বর আয়োজিত এই আসরে ক্লাবের চার সদস্য- আকৃতি চৌধুরী, মলি বিশ্বাস, আদিত্যনারায়ণ ঘোষ ও রিদ্দিমা গুপ্ত প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ১৪ নভেম্বর রোটারি সদনে 'ট্রান্সলেটেড, অ্যাডপ্টেড, ইরেজড? দ্য পলিটিক্স অফ বিলংগিং' শীর্ষক একটি বিশেষ সাহিত্য প্যানেল পরিচালনা করেন তাঁরা। ক্লাবের ফ্যাকাল্টি কোঅর্ডিনেটর মৌসুমি হাজরার দিকনির্দেশনা ও সমন্বয়ে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছানো এই চার পড়ুয়ার গভীর বিশ্লেষণ এবং আত্মবিশ্বাসী আলোচনা প্রশংসা কুড়িয়েছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দর্শকদের। পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক মোহন সিংয়ের কথায়, এটি পুরো ইনস্পিরিয়ার জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। সাবরিনা দে কানিও, লুসিলা ট্রাপাজো, বালবিনা প্রায়োর, পদ্মজা আয়েঙ্গার (প্যাডি) ও জুলিও পাভানেত্তির মতো আন্তর্জাতিক অতিথিরাও তরুণদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।





শেনজেনে অ্যাপেকের মঞ্চে পুতিন, শি জিনপিং ও ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার।

পরমাণু যুদ্ধ এড়াতে শেনঝেন ঘোষণা, তবু কাটল না সংশয়

বৈঠকে ট্রাম্প,শি ও পুতিন

শেনঝেন, ১৯ নভেম্বর : এশিয়া-প্যাসিফিক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে শেনঝেনের মঞ্চে আমেরিকা, চিন ও রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের বেনজির উপস্থিতি বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিল। বিশ্বজোড়া অস্থিরতার আবহে ডোনাল্ড ট্রাম্প, শি জিনপিং ও ভ্লাদিমির পুতিনের এই মুখোমুখি সংলাপ নিছক সৌজন্য বৈঠক নয়, বরং ভবিষ্যতের ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার এক কৌশলগত চাল বলেই মনে করা হচ্ছে।

চিনের শেনঝেনে এপেক সম্মেলনের অবসরে প্রায় দেড় ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে চার দফার একটি যৌথ 'শান্তি ঘোষণা' মেলে ধরেছে তিন মহাশক্তিধর দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। মূল বৈঠকের আগে পুতিন ও শি-র সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সেরে নেন ট্রাম্প। দুই নেতাকেই 'বন্ধু' সম্বোধন করে ইতিবাচক সুর বেঁধে দেন তিনি। এরপর দীর্ঘদিনের তিক্ততা ও কৌশলগত মতভেদ সরিয়ে রেখে তিন দেশ একযোগে জানায়—'পরমাণু যুদ্ধে কারও জয় হয় না, তাই এমন লড়াই কখনই কাম্য হতে পারে না।' 'নিউ স্টার্ট' চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আবহে পরমাণু ঝুঁকি কমাতে ও অস্ত্রের আস্ফালন রুখতে ধারাবাহিক আলোচনার পথ খোলা রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে জ্বালানির জোগান স্বাভাবিক রাখতে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো এবং বর্তমান সংকট মেটাতে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকর সংস্কারের অঙ্গীকার করা হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) এক্তিয়ারের অপব্যবহার রুখতে এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের দায় এড়িয়ে চলার কৌশলকে 'সুরক্ষিত' রাখতেও একসুরে কথা বলতে দেখা গেল তিন শীর্ষনেতাকে।

যৌথ ঘোষণায় ঐকমত্য থাকলেও বৈঠক শেষে তিন রাষ্ট্রনেতার পৃথক প্রতিক্রিয়ায় কূটনৈতিক অবস্থানের ফারাক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিনা প্রেসিডেন্ট জিনপিং এই আলোচনাকে 'ইতিবাচক, গঠনমূলক ও অত্যন্ত ফলপ্রসূ' বলে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যৌথ লড়াইয়ের ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর বার্তা, যে কোনও মূল্যে সংঘাত এড়িয়ে চলাই মহাশক্তিধর দেশগুলির কর্তব্য। তাঁর মতে, আলোচনার দরজা খোলা থাকলে শান্তির আশা বেঁচে থাকে। শেনঝেনে পারস্পরিক আস্থার যে বীজ বোনা হল, তা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সুফল দেবে।

- রাষ্ট্রসংঘের কার্যকর সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- জ্বালানির জোগান স্বাভাবিক রাখতে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের অপব্যবহার রোধ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের দায়মুক্তি সুরক্ষিত করা
- পরমাণু যুদ্ধ এড়াতে ঝুঁকি কমানো এবং অস্ত্র বিস্তার রোধে ধারাবাহিক সংলাপ

বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে সবচেয়ে সরব ছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সম্মেলনের জায়গা ছাড়ার আগে শি-কে তিনি খানিকটা রসিকতার সুরেই বলেন, 'সবকিছু যে এতটা ভালোভাবে মিটবে, তা বোধহয় কেউই ভাবেনি!' তবে ইউক্রেন প্রশ্নে নিজের কড়া অবস্থান থেকে একচুলও সরেননি তিনি। পুতিনের দাবি, রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করেনি, বরং তা থামানোর চেষ্টাই করেছে। কিভ ও ইউরোপ এখনও বাস্তবসম্মত সমঝোতার জন্য প্রস্তুত নয় বলেও অভিযোগ তাঁর। পাশাপাশি ক্রিমিয়া সেতুতে সাম্প্রতিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে তীব্র আক্রমণাত্মক প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দেন রুশ প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৫ সালের ঐতিহাসিক ইয়াল্টা সম্মেলনের সঙ্গে এই বৈঠকের তুলনাকে সমর্থন করে তাঁর মন্তব্য, যুদ্ধের বাস্তবতা মেনে নেওয়াই শান্তির শর্ত। তবে সংঘাত মেটাতে ট্রাম্পের আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে তাঁর কোনও সংশয় নেই।

বৈঠক মিটতেই বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যাওয়ার আগে ইতিবাচক বার্তা দিয়ে জানান, ওয়াশিংটন ও বেজিং—দু'পক্ষই ইউক্রেন যুদ্ধের দ্রুত অবসান চায়। কিন্তু বৈঠকে ইউক্রেন ও আঞ্চলিক সংকট নিয়ে বিশদ কথা হলেও যৌথ ঘোষণায় কিভের সরাসরি উল্লেখ নেই। মেলেনি তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির কোনও সুনির্দিষ্ট রূপরেখাও। ফলে শেনঝেনের শান্তিবার্তা আপাতত ত্রিশক্তির কূটনৈতিক সমঝোতাতেই আটকে রইল, স্থায়ী সমাধান রইল মরীচিকাই। ইউরোপীয় মিত্ররা যখন বার্লিনে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিয়ে জরুরি বৈঠকে ব্যস্ত, তখন শেনঝেন আরও এক বার বুঝিয়ে দিল—বিশ্ব রাজনীতির আসল রাশ এখনও এই তিন শক্তির হাতেই।

খাও-পিও-মৌজের সংস্কৃতি ভারতের নয়

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : নয়ের দশকে পিভি নরসিমহা রাও-ড.মনমোহন সিং জুটি আর্থিক উদারীকরণের দরজা খুলে দেশবাসীকে মন খুলে খরচ করার রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের মানুষকে সেই রাস্তা থেকে ফিরিয়ে এনে সঞ্চয়মুখী করে তোলার পক্ষপাতী। পাশাপাশি আর্থিক শৃঙ্খলার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী সাফ বলেছেন, 'ভারতের সংস্কৃতির শিকড় সঞ্চয়ের মধ্যেই রয়েছে। খাও-পিও-মৌজ করো সেই মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় না।' সূত্রের খবর, ভারত মণ্ডপমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সাফ বলেছেন, 'যে সমস্ত মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপর তুলে আনা সম্ভব হয়েছে তাঁরা যদি আর্থিক শৃঙ্খলার রাস্তায় না হাঁটে তাহলে যাবতীয় সাফল্য বিফলে যেতে বাধ্য।'

শুধু সঞ্চয়ী বার্তা দেওয়াই নয়, দেশের কর্পোরেট মহল যেভাবে নতুন কর্মসংস্থান এবং মজুরি বৃদ্ধির বদলে সরকারের করছাড়ের সমস্ত সুবিধা পকেটস্থ করছে তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বণিক সংগঠন ফিকির বার্ষিক সাধারণ সভায় মোদি বলেন, 'আমি খুব ভালোভাবেই জানি, আপনাদের খিদে এতটাই যে যতই খাওয়াই, পেট কিছুতেই ভরে না। আপনারা কি আপনাদের কর্মচারীদের মাইনে বাড়িয়েছেন? আপনারা কি কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়েছেন? না। আপনাদের ব্যাপারটা হল, মোদিজি আপনি করুন। আমরা শুধু দেখব। এভাবেই কি সবকিছু চলবে?'

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে চিন্তিত সেটা তাঁর মন্তব্যে পরিষ্কার। একদিকে

সঞ্চয়ী বার্তা মোদির

যে সমস্ত মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপর তুলে আনা সম্ভব হয়েছে তাঁরা যদি আর্থিক শৃঙ্খলার রাস্তায় না হাঁটে তাহলে যাবতীয় সাফল্য বিফলে যেতে বাধ্য।

নরেন্দ্র মোদি

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি অপরদিকে লাগামহীন বেকারত্ব দেশের আর্থিক অবস্থার করুণ ছবিটা সামনে এনে দিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির ছেঁকা সামলাতে মানুষকে তিল তিল করে জমানো টাকাতেই বর্তমানে হাত দিতে হচ্ছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ভারত আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেশের সমস্ত সম্পদ যেভাবে শুধুমাত্র আদানি, আম্বানিরা কুক্ষিগত করছেন তারও হামেশাই সমালোচনা করেন রাহুল। এমতাবস্থায় মোদি একদিকে ভারতের মানুষকে সঞ্চয়ের ওপর বিশেষ জোর দিতে বলে এবং অপরদিকে কর্পোরেট মহলকে কড়া বার্তা দিয়ে আদতে রাহুলের অভিযোগগুলিকেই মান্যতা দিয়েছেন বলে ধারণা বিশ্লেষকদের।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '২০১১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার সাফল্যকে জাতীয়স্তরে উদযাপন করা উচিত। তাঁরা যাতে আবার দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে না যান সেই ব্যাপারে লাগাতার কাজ করে যেতে হবে।' বস্তুত এর আগে একাধিকবার দেশের মানুষকে বিদেশভ্রমণ না করার, সোনা না কেনার পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কৃচ্ছসাধনের পক্ষে তাঁর এহেন সওয়াল ঘিরে সেইসময় বিতর্কও হয়েছিল।

সমালোচনা করলেও দেশের শিল্পপতিদের তাঁর সত্যিকারের বন্ধু বলেও আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কর্পোরেটদের ভারতকে আত্মনির্ভর করার দিকেও নজর দিতে বলেছেন তিনি। শিল্পক্ষেত্রে কী কী সংস্কার প্রয়োজন সেই ব্যাপারে শিল্পপতিদের থেকে পরামর্শও চেয়েছেন মোদি। ফিকির মঞ্চে তাঁর সরকারের ফিরিস্তি তুলে ধরেন তিনি। সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, কর্পোরেট করের পরিমাণ ২০১৪ সালে ৩০ শতাংশ ছিল। ২০২২ সালে সেটা কমিয়ে ২২ শতাংশ করা হয়েছে। ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে করছাড়ের বন্দোবস্তও করেছে তাঁর সরকার। মোদি বলেন, 'আমরা আয়করে এই ছাড় দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপ করেছি। এতে আমাদের লোকজনের ক্রয়ক্ষমতা অনেকটাই বেড়েছে।' ফিকির সভাতেও বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ১২-১৩ বছরে দেশের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের কবল থেকে বেরিয়ে এসেছে। গত ১২ বছরে দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রমেই অর্থনীতির গতিপথ বদলে গিয়েছে। দেশের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়েও মুখ খুলেছেন মোদি।

রেল প্রকল্পে গতি আনতে বৈষ্ণোর কাছে শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : কলকাতা ও রাজ্যের দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত রেল প্রকল্পগুলিতে গতি আনতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর দ্বারস্থ হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রেলমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিটের বৈঠক শেষে চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পের অগ্রগতির প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'আগের সরকার যে কাজ ১৭ মাসেও করে উঠতে পারেনি, নতুন বিজেপি সরকার মাত্র ১৭ দিনেই সেই কাজ করে দেখিয়েছে।' ওই প্রকল্পের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

রেলমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে শুভেন্দু জানান, রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, জমি অধিগ্রহণ, অর্থ বরাদ্দ এবং দ্রুত কাজ শুরু করার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রেলমন্ত্রীও বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলিকে আর ফেলে রাখতে চায় না রাজ্য সরকার।

শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রেও একাধিক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হিলি-নন্দীগ্রাম-দেশপ্রাণ রেল প্রকল্পের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের মোট ১৯টি রেল প্রকল্প ইতিমধ্যেই রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদন পেয়েছে। এছাড়াও গঙ্গাসাগরের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়টিও বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কপিলমুনি আশ্রম পর্যন্ত রেললাইন পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান শুভেন্দু। বঙ্গাইগাঁওয়ের কারখানা থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে আসা পেট্রো-কার্বনজাত সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য এবং অতিরিক্ত খরচের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কোনওরকম সিন্ডিকেট বা কাটমানি ছাড়াই যাতে রেলপথে সহজে এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থায় এই পণ্য পরিবহণ করা যায়, সেই উদ্যোগও নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

রেলমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষ করেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা, বিএসএফের ভূমিকা এবং রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আসন্ন পুরভোট ও এনসিপিআইকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে।

জামিন বহাল আজম খানের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : সমাজবাদী পার্টি নেতা আজম খানকে আর্থিক তছরুপ মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত ইডির আবেদন খারিজ করে জানিয়েছে, এটা অন্তর্বর্তী নির্দেশ, তারা হস্তক্ষেপ করবে না। নিয়মিত জামিনের শুনানিতে এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

বন্ধ ভিসামুক্ত প্রবেশ

কুয়ালালামপুর, ১৯ নভেম্বর : আগামী বছরের শুরু থেকেই ভারতীয়দের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা বন্ধ করছে মালয়েশিয়া। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয়রা এই সুবিধা পাবেন। মালয়েশিয়ার অভিবাসন দপ্তর জানিয়েছে, ২০২৭-এ সেদেশে যাওয়ার জন্য ভ্রমণকারীদের আগে থেকে অনলাইনে ভিসা সংগ্রহ করতে হবে।

সংঘাতে রাশ

রাঁচি, ১৯ নভেম্বর : হাতি ও মানুষের ক্রমবর্ধমান সংঘাত কমাতে ঝাড়খণ্ডের বন দপ্তর রাজ্যের ৭৫টি হাতি করিডর সংস্কারের উদ্যোগ নিল। করিডরগুলিতে পর্যাপ্ত খাবার ও জলের ব্যবস্থার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর সতর্কীকরণ ব্যবস্থাও বসানো হবে।

রোহিঙ্গা গণহত্যায় দোষী মায়ানমার

দ্য হেগ, ১৯ নভেম্বর : ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস বা আইসিজে-র ইতিহাসে এই প্রথম কোনও দেশকে সরাসরি গণহত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হল। দীর্ঘ সাত বছরের আইনি লড়াই শেষে বৃহস্পতিবার এক যুগান্তকারী রায়ে আইসিজে স্পষ্ট জানিয়েছে, ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট এবং তার পরবর্তী সময়ে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা চালিয়েছিল সে দেশের সেনাবাহিনী। একই সঙ্গে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে নিরাপদে নিজ ভূমে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আইসিজের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। উচ্ছ্বাস দেখা যায় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবিরগুলিতেও। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেন, 'রোহিঙ্গাদের ওপর যে অনাচার, জেনোসাইড হয়েছে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার।'

দ্য হেগের 'গ্রেট হল অফ জাস্টিস'-এ প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই ঐতিহাসিক রায় পড়ে শোনান আইসিজে-র সভাপতি তথা বিচারক ইউজি ইওয়াসাওয়া। তিনি জানান, আদালতের ১৫ জন বিচারকের বেঞ্চে ৯-৬ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই রায় দেওয়া হয়েছে। রায়ে তথ্যপ্রমাণ উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, মায়ানমার সেনা প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পাশাপাশি মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতন, শিশুদের ওপর নৃশংস অত্যাচার এবং বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করা নিরস্ত্র রোহিঙ্গাদের ওপরও লাগাতার আক্রমণ চালানো হয়েছে। বিচারকদের এই বেঞ্চে অন্যতম বিচারক হিসেবে ছিলেন ভারতীয় তামিল বংশোদ্ভূত নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট আইনজ্ঞ নবি পিল্লাই। ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ার করা মামলার ভিত্তিতে এই বিচার শুরু হয়, যাকে সমর্থন জানিয়েছিল ৫৭টি ইসলামিক রাষ্ট্র। অবশ্য শুনানিতে মায়ানমারের মন্ত্রী কো কো হ্লাইং দাবি করেছিলেন যে, ওই অভিযান কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, বরং সন্ত্রাসবাদীদের দমনের উদ্দেশ্যে চালানো হয়েছিল। তবে মায়ানমারের সেই সাফাই খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

ঐতিহাসিক রায় আইসিজে-র

আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। তবে আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায় আইনত বাধ্যতামূলক হলেও, নির্দেশ অমান্য করা হলে তা কঠোরভাবে কার্যকর করার সরাসরি কোনও ক্ষমতা আইসিজে-র হাতে নেই। মায়ানমার এই নির্দেশ অমান্য করলে বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করার এক্তিয়ার আদালতের রয়েছে।

অখিলেশের মিছিলে মৃত্যু

লখনউ, ১৯ নভেম্বর : অখিলেশ যাদবের পিডিএ রথযাত্রা চলাকালীন বুলডোজারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃতের নাম আর্যবর্ধন সিং। বিজেপি নেতা ওংকার সিং শ্রিনেতের ছেলে আর্যবর্ধন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র। গোরক্ষপুরে বোনকে স্কুল থেকে আনতে রাস্তা পার হওয়ার সময় অখিলেশের কনভয়ের বুলডোজারের সামনে পড়ে সে। বুলডোজার থেকে মিছিলে পুষ্প বৃষ্টি সময় বুলডোজার ধাক্কা মারে কিশোরকে। গুরুতর আহত অবস্থায় আর্যবর্ধনকে গোরক্ষপুর এইমসে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

৫৫ বছর বয়সের আগেই তোলা যাবে ৯০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : ইপিএফের আওতাধীন কর্মীদের আংশিক বা অগ্রিম অর্থ তোলার নিয়ম আরও সহজ করা হল। এখন থেকে ৫৫ বছর বয়সের আগেই জমা অর্থের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত তোলা যাবে। অপেক্ষার সময়সীমাও কমিয়ে দুই মাস করা হয়েছে।

বেসরকারি কর্মীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় চালু রয়েছে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ইপিএফ। অর্থমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন ইপিএফও এই ফান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। এদিন নিয়ম সংশোধন করে ইপিএফও জানিয়েছে, বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা ৫৫ বছর বয়সের আগেই

ইপিএফ

৯০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ তুলতে পারবেন। আগে সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ অর্থ তোলা যেত। আগে টাকা তোলার জন্য ইপিএফের সদস্যদের কমপক্ষে এক বছর অপেক্ষা করতে হত। এখন থেকে সেই সময়সীমা কমিয়ে দুই মাস করা হয়েছে। ফলে জরুরি অবস্থায় কর্মীরা দ্রুত হাতে নগদ অর্থ পাবেন।

আগে জরুরি সামাজিক সুরক্ষা, গৃহ সংক্রান্ত প্রয়োজন এবং বিশেষ প্রয়োজনে নিধারিত শতধীন পূরণ করে টাকা তোলা যেত। এখন অসুস্থতা ও চিকিৎসার জন্যও টাকা তুলে নিতে পারবেন গ্রাহক। এর মধ্যে রয়েছে বাড়ি-কেনা, সংস্কার, গৃহ ঋণ শোধ, বাড়ি তৈরি, বাড়ি সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষা এবং বিয়ে সংক্রান্ত খরচের জন্যও অগ্রিম টাকা তোলা যাবে। ইপিএফ সদস্যরা নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করলেই এই সুবিধা পাবেন।

ভোট বয়কটে আপত্তি রাহুলের

ইলিনয়, ১৯ নভেম্বর : ভোট চুরি, এসআইআর বিতর্ক এবং দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নামলেও ভোট বয়কটের পথে হাঁটতে নারাজ রাহুল গান্ধি। বুধবার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দ্য ইরান ওয়ার অ্যান্ড ইন্ডিয়াজ রোল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট পেপের সঙ্গে এক আলোচনায় রাহুল গান্ধি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, 'আমরা যদি সমস্ত বিরোধী দলগুলির কর্মীদের বলি, ঠিক আছে, নির্বাচনে লড়ার দরকার নেই, তবে তাঁদের কী হবে? যে মুহূর্তে আমরা বলব যে নির্বাচনে লড়ব না, সেই মুহূর্তেই আমরা ভারতীয় গণতন্ত্রকে শেষ করে দেব।'



শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রাহুল গান্ধি।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, 'যতদিন পর্যন্ত না দেশের মানুষ বুঝতে পারছে যে পুরো ব্যবস্থাটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ততদিন বিরোধীরা নির্বাচনি ব্যবস্থার মধ্যেকার অনিয়মগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরা জারি রাখবে। কিন্তু আমরা নির্বাচনের কাঠামোটা ভেঙে ফেলতে চাই না। কারণ, একবার যদি আমরা ভোটে লড়াই করা থেকে পিছিয়ে আসি, তাহলে ভারতীয় জনসাধারণের মনে হবে, সমগ্র প্রক্রিয়াটিই অবৈধ। আমরা সেটা চাই না।' বিহার, পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে এসআইআরের জেরে কোটি কোটি ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার পর কোনও কোনও মহল থেকে দাবি তোলা হয়েছিল, অবিলম্বে ভোট বয়কটের রাস্তায় হাঁটা উচিত বিরোধীদের। কিন্তু সেই অবস্থানের সঙ্গে তিনি যে একমত নন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে সেটা খোলসা করে দিয়েছেন রাহুল। তিনি বলেন, 'একটি অগণতান্ত্রিক ভারতকে গ্রহণ করতে রাজি নই। এমনটা শুধু কংগ্রেস নয়, বিপুল সংখ্যক ভারতীয়ই মনে করছেন। মানুষের নির্ভয়ে মত প্রকাশের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে বিরোধী দলগুলি বদ্ধপরিকর।'

রাহুল উল্লেখ করেছেন, অনিয়মের প্রমাণ জোগাড় করে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সামনে তুলে ধরার পরও তাঁরা তাঁকে প্রকাশ্যে এই অভিযোগ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে ভারতীয় গণতন্ত্র পবিত্র। আমার পক্ষেও ১০০, ২০০ বা ৩০০ শতাংশ প্রমাণ ছাড়া ভারতীয় গণতন্ত্রে কোনও সমস্যা আছে-এমনটা বলা কঠিন।'

এদিকে ভারতীয় গণতন্ত্রকে পবিত্র না কি অসুস্থ রাহুল কোনটা বলেছেন তা নিয়ে বিতর্ক বেধেছে। বিজেপি নেতা কিরেন রিজিজু অভিযোগ করেন, 'রাহুল গান্ধি বিদেশের মাটিতে ভারত সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলছেন। ভারতে যদি কোন গণতন্ত্র নাই থাকে তাহলে ওঁরা সারাদিন প্রতিবাদ করছেন কীভাবে? মোদিজি, বিজেপি এবং সরকারের নিন্দা করছেন কীভাবে?' বিজেপি মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারী বলেন, 'রাহুল গান্ধি ভারতের গণতন্ত্রকে অসুস্থ বলেছেন বিদেশের মাটিতে। উনি যে পরিবারকে ভালোবাসেন আর গণতন্ত্রকে ঘৃণা করেন সেটা আবার প্রমাণ করেছেন। সবসময় রাহুল প্রমাণ করে দেন উনি ভারতীয় রাষ্ট্র, ভারতের মানুষ এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে।'

ডাক্তারদের বিয়েতে নিষেধাজ্ঞা

ডিব্রুগড়, ১৯ নভেম্বর : স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়া চিকিৎসকদের বিয়ে স্থগিত রাখার বিতর্কিত নির্দেশিকা তীব্র প্রতিবাদের মুখে ফিরিয়ে নিলেন অসম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। বুধবার নির্দেশিকা জারির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেশজুড়ে নিন্দার ঝড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হন তাঁরা। কলেজের জেনারেল মেডিসিন বিভাগের প্রধান প্রশান্ত দিহিঙ্গিয়ার সই করা বিজ্ঞপ্তিতে পড়ুয়াদের পাঠক্রম চলাকালীন বিয়ে

বিতর্কে পিছু হটল অসম মেডিকেল

না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে এই সময়ে রোগীর সেবা ও গবেষণাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই ঘটনায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরামের সভাপতি কৌশিক চাকী প্রশ্ন তোলেন, 'আমরা কি মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছি? চিকিৎসকের বিয়ে করার অধিকার রাষ্ট্র বা কলেজ ঠিক করে দেবে?' চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সংগঠন ফাইমা-র কটাক্ষ, স্নাতকোত্তর কোর্স কোনও ব্রহ্মচর্য ব্রত নয়। বিতর্কের মুখে দিহিঙ্গিয়া দাবি করেন, চিকিৎসকদের দীর্ঘ ছুটির কারণে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় তিনি সন্তানসম পড়ুয়াদের উপদেশ দিয়েছিলেন মাত্র। তবে অধ্যক্ষ তাঁর কাছে লিখিত ব্যাখ্যা তলব করেছেন। অবশেষে প্রতিবাদের মুখে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করে নেন।

ছুটে আসছে পাঁচ মহাজাগতিক পাথর

নজরদারিতে বিজ্ঞানীরা

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : পৃথিবীর মহাজাগতিক পাড়ায় আগামী ৪৮ ঘণ্টা কিন্তু বেশ ভিড়ভাট্টা হতে চলেছে। ১৯ ও ২০ নভেম্বর— এই দু'দিনে একে একে পাঁচটি গ্রহাণু ছুটে আসছে আমাদের নীল গ্রহের বেশ কাছাকাছি। আকারে এদের কোনোটি ১০ মিটার, তো কোনোটি আবার ১২০ মিটার— অর্থাৎ আস্ত একটি ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়! খবরটা শুনেই অবশ্য হলিউডের ধ্বংসলীলার ছবির মতো আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বিজ্ঞানীরা অভয় দিয়ে জানিয়েছেন, এদের একটিও পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে না। তবুও কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আগামী দু'দিনের জন্য চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে নাসা এবং বিশ্বের মহাকাশ নজরদারি সংস্থাগুলি।

মহাকাশের এই পাঁচ অচেনা অতিথির নাম দেওয়া হয়েছে ২০২৬ ভিএ-১১,

নিকোলস-গ্লেনে ম্লান বুমরাহর দাপট

চার পেসারেও জায়গা হয়নি সিরাজের!

ওয়েলিংটন, ১৯ নভেম্বর : বিতর্ক, সাফল্য, ব্যর্থতা।

টেস্ট সিরিজের প্রথম দিনেই ব্যাট-বলের নাটকীয় সংঘাত। বাগে পেয়েও শেষপর্যন্ত রাশ আলগা, সুযোগ হাতছাড়ার আক্ষেপ নিয়ে ফিরতে হল ভারতকে। নিউজিল্যান্ড ফিরল খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর অক্সিজেন নিয়ে। দিনভর যে টানাপোড়েনে প্রথম দিনে জমজমাট বেসিন রিজার্ভ টেস্ট।

প্রথম সেশন ভারতের। জসপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বে ভারতের ঝাঁঝালো পেসে রীতিমতো থরহরিকম্প নিউজিল্যান্ড টপঅর্ডারে। শেষ দুইয়ে সেশনে দুরন্ত প্রত্যাঘাতে ছবিটা বদলে দেয় হেনরি নিকোলস (১১৩), গ্লেন ফিলিপসের (৯৪) ষষ্ঠ উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ১৭৩ রানের যুগলবন্দি।

৮২তম ওভারের পর যখন খেলা বন্ধ হয়, নিকোলসদের স্বাগত জানাতে সাজঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাইল জেমিসন, ড্যারিল মিচেল সহ প্রায় গোটা কিউয়ি দল। অথচ, ছবিটা অন্যরকম হতেই পারত। বুমরাহ ম্যাজিকে লাঞ্চের পর নিউজিল্যান্ড ৭০/৫। ভারতের সেই উন্মাদনায় জল ঢেলে ২৪৩/৫ স্কোরে দুরন্ত লড়াইয়ের স্ক্রিপ্ট লিখলেন নিকোলস-গ্লেন।

স্কোরবোর্ড

নিউজিল্যান্ড
(প্রথম ইনিংস)
(প্রথম দিনের শেষে)

ল্যাথাম বো বুমরাহ	০
কনওয়ে ক ঋষভ বো অংশুল	৪
নিকোলস অপরাজিত	১১৩
রাচিন ক ঋষভ বো আকাশ	১৫
মিচেল ক যশস্বী বো বুমরাহ	১
ব্লান্ডেল ক শুভমান বো বুমরাহ	৫
ফিলিপস অপরাজিত	৯৪
অতিরিক্ত	**১১**
মোট (৫ উইকেট, ৮২ ওভার)	**২৪৩**

উইকেট পতন : ২/১, ১২/২, ৫১/৩, ৫২/৪, ৭০/৫।

বোলিং : বুমরাহ ১৭-৫-৫২-৩, অংশুল ১৮-৪-৫৭-১, আকাশ ১৫-৫-৩৩-১, প্রসিধ ১৬-২-৫৮-০, ওয়াশিংটন ১৬-২-৩৮-০।



শতরানে ভারতের চাপ বাড়ালেন হেনরি নিকোলস।

চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চেষ্টা চালিয়েও দুজনের ম্যারাথন পার্টনারশিপ ভাঙা যায়নি। নিকোলসের লোপ্পা ক্যাচ ফেলা বা গ্লেনকে নিয়ে ডিআরএস বিতর্ক ভারতের বিপক্ষে গেলেও, ব্যর্থতা আড়াল করা যাচ্ছে না। যা আরও বেশি করে উসকে দিচ্ছে মহম্মদ সিরাজের বাদ পড়া।

ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক দিনের শেষে যতই 'এটাই আমাদের সেরা বোলিং লাইনআপ' দাবি করুন, ভুল আড়াল করা মুশকিল। এদিন ভোরের দিকে হালকা বৃষ্টি হয় ওয়েলিংটনে। টসে জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সুযোগ। অথচ, দলের অন্যতম পেস অস্ত্র সিরাজকে ছাড়াই মাঠে নামার সিদ্ধান্ত!

বুমরাহর (৫২/৩) প্রথম দুই স্পেল এবং অংশুল কম্বোজ (৫৭/১), আকাশ দীপের (৩৩/১) ভালো বিতর্ক কিছুটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিকোলস-ফিলিপসের ব্যাট যত চওড়া হয়েছে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সাজঘরের বারান্দায় থাকা সিরাজের বিষণ্ণ মুখ। যার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ।

বুমরাহর প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। আজ তৃতীয় বলেই টম ল্যাথামের (০) উইকেট ছিটকে দিয়ে সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করেন। বেরিয়ে যাবে ভেবে জাজমেন্ট দিয়ে বল ছেড়েছিলেন ল্যাথাম। কিন্তু দ্রুতগতিতে ভিতরে ঢুকে আসা বল অফস্টাম্প উড়িয়ে দেয়। ল্যাথামও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না!

চতুর্থ ওভারে আউট ডেভন কনওয়ে (৪)। কম্বোজের ফাঁদে ধরা পড়েন। ১২/২ থেকে নিকোলসের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালান রাচিন রবীন্দ্র (১৫)। কিন্তু জুটি (৩৯ রান) দীর্ঘস্থায়ী হতে দেননি আকাশ দীপ। এখান থেকে দ্বিতীয় স্পেলে বুমরাহর জোড়া ধাক্কায় ৭০/৫। লাঞ্চের আগে ও পরে-৭ ওভারের দ্বিতীয় স্পেলে ১৬ রান দিয়ে ঝোলায় মিচেল (১) ও টম ব্ল্যান্ডেল (৫)। জাভাগল শ্রীনাথকে (২৩৬) টপকে ভারতীয় বোলারদের সর্বাধিক উইকেট শিকারের তালিকায় দশম স্থানেও পৌঁছে যাওয়া। যদিও বুমরাহদের সেই উৎসাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চাপের মধ্যে টেকনিক ও টেম্পারামেন্টের দুরন্ত প্রদর্শনী নিকোলসদের। ফর্ম্যাট বদলালেও ফের কাঁটা হয়ে বিঁধলেন ফিলিপস।

নিকোলসের বল বুঝে খেলার পারদর্শিতা ও ফিলিপসের টেস্টসুলভ ব্যাটিংয়ে তৈরি হওয়া চক্রব্যূহ ৪ ঘণ্টার ওপর চেষ্টা চালিয়েও ভেদ করা যায়নি। ফলস্বরূপ, লাঞ্চে ৬০/৪ থেকে চা পানের বিরতিতে ১৪০/৫। দিনের শেষে ২৪৩/৫। জুটিতে ১৭৩।

কেরিয়ারের দ্বাদশ এবং বেসিন রিজার্ভে পঞ্চম সেঞ্চুরিতে নিকোলস স্পর্শ করেন কিংবদন্তি কেন উইলিয়ামসন ও মার্টিন ক্রোর নজির। পরিবারের উপস্থিতিতে পেরোলেন প্রিয় মাঠে হাজার রানের গণ্ডিও। প্রলেপ দিলেন ভারতের বিরুদ্ধে গত ৬টি টেস্টে ১৩ ব্যাটিং গড়, সবাধিক ৪৪ রানের হতাশাজনক পরিসংখ্যানে। সেঞ্চুরির পর দেবদত্ত পাডিক্কাল-ঋষভ পন্থের ভুল বোঝাবুঝিতে সহজ ক্যাচ দিয়ে একবার বেঁচেও যান। প্রসিধ কৃষ্ণার বাউন্সার পুল করতে গিয়ে টপ-এজ চলে যায় ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে। কিন্তু দুজনের 'তু তু ম্যায় ম্যায়'-এ সুযোগ নষ্ট।

ফিলিপসের লেগবিফোর নিয়ে উত্তাপও ছড়ায়। শুভমান গিলের দাবি, বল ব্যাটে লাগেনি। ডিআরএসে তৃতীয় আম্পায়ারের দাবি উলটো। তবে ক্যাচ মিস হোক বা ডিআরএস বিতর্ক, নিকোলসদের লড়াই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে থাকলে অবাক হওয়ার থাকবে না। সুনীল গাভাসকারও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন দুজনকে। টিম হোটেলে ফেরার আগে কেন উইলিয়ামসনের (তিন নম্বরে) জুতোয় পা গলানো নিকোলস জানিয়েও গেলেন শুক্রবার স্কোরটাকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করতে চান। দাবি মিললে ১৯৬৮ সালের পর বেসিন রিজার্ভের টেস্ট জয়ের ভারতীয় দলের লক্ষ্য কঠিন হবে সন্দেহ নেই।



ড্যারিল মিচেলকে ফিরিয়ে উল্লাস জসপ্রীত বুমরাহর। বৃহস্পতিবার ওয়েলিংটনে।

সাধারণ বোলিংয়ের পাশে সীতাংশু!

ওয়েলিংটন, ১৯ নভেম্বর : এভাবেও ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়া যায়!

সবুজ পিচ। দলের প্রথম একাদশে চার জোরে বোলার। টসে জিতে কিউয়িদের ব্যাটিং করতে পাঠানোর পর তাদের উপর চেপে বসা। ৭০ রানে পাঁচ উইকেট ফেলে দেওয়া।

কিন্তু তারপরও ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম দিনের শেষে চাপে টিম ইন্ডিয়া। শুধু চাপে বললে ভুল হবে, প্রথম একাদশ নির্বাচনের ভুল সিদ্ধান্তের পাশে কঠিন সময়ে ক্যাচ হাতছাড়া করে রীতিমতো অস্বস্তিতে শুভমান গিলের ভারত। হেনরি নিকোলস ও গ্লেন ফিলিপসের

আরও রান চান নিকোলস

ব্যাটে ১৭৩ রানের পার্টনারশিপ টিম ইন্ডিয়াকে নিশ্চিতভাবেই চাপে ফেলে দিয়েছে। এমন অবস্থায় শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের বেসিন রিজার্ভের মাঠে ভারতীয় দল ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে বৃহস্পতিবার প্রথম দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়ার স্ট্র্যাটেজি, প্রথম একাদশ নির্বাচন থেকে শুরু করে মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজার মতো অভিজ্ঞদের সাজঘরে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্তে উত্তাল ভারতীয় ক্রিকেটমহল।

জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া বাকি ভারতীয় জোরে বোলারদের অতি সাধারণ দেখিয়েছে আজ। সবুজ পিচের ফায়দা তুলতে প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, অংশুল কম্বোজরা ব্যর্থ। বোলারদের এমন হতাশার পারফরমেন্সের পর প্রথম দিনের খেলার শেষে ভারতীয় দলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। কেন? জবাব জানে না কেউ। বোলারদের ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাটিং কোচের 'হযবরল' ব্যাখ্যার পর বলা হচ্ছে,লাল বলের ক্রিকেটে কোচ গৌতম গম্ভীরের কোচ হওয়ারই যোগ্যতা নেই। কেন প্রথম একাদশে নেই সিরাজ? প্রশ্নের জবাবে সীতাংশু বলছেন, 'সিরাজের



প্রত্যাশিত ছন্দে পাওয়া গেল না প্রসিধ কৃষ্ণাকে। বৃহস্পতিবার।

সঙ্গে কোনও অন্যায় হয়নি। প্রথম একাদশ বাছাই করার সময় আমাদের এটাই সেরা দল বলে মনে হয়েছিল। সবে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়েছে। আমরা কিন্তু শুধু প্রথম দিনের কথা ভেবে দল গড়িনি।'

অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার জাদেজার বদলে কেন ওয়াশিংটন সুন্দর? নিজের মতো করে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ। সীতাংশু বলেছেন, 'কিউয়িদের প্রথম সারির ব্যাটারদের মধ্যে চারজন বাঁহাতি। তাই আমরা ওয়াশিংটনকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমাদের মনে হয়েছে, বেসিন রিজার্ভ টেস্টের জন্য এটাই আমাদের সেরা বোলিং আক্রমণ।' ঘটনা হল এমন একটা বোলিং আক্রমণ নিয়ে মাঠে নেমেছে টিম ইন্ডিয়া, যেখানে অংশুলের মতো ১২৫-১২৮ কিলোমিটার গতির বোলারও রয়েছেন। প্রথম দিনই স্পষ্ট হয়েছে, অংশুল ওয়েলিংটনে 'অচল আধুলি'। যদিও ব্যাটিং কোচ বলছেন, 'অংশুলের গতি হয়তো একটু কম। কিন্তু খুব খারাপ বোলিং করেনি ও।' প্রসিধের ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাটিং কোচের বিশ্লেষণ, 'প্রসিধ দুর্দান্ত প্রতিভা। হয়তো একটু বেশি রান দেয় ও। কিন্তু যখন উইকেট পায়, তখন ওকে অন্যরকম মনে হয়।'

অভিজ্ঞ বুমরাহ বাদে বাকি ভারতীয় বোলিং নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, তখন নিউজিল্যান্ডের শতরানকারী নিকোলসও তাঁর বিস্ময় গোপন করেননি। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে আরও রানের লক্ষ্যে তাঁরা ব্যাটিং করতে নামবেন, জানিয়েছেন কিউয়ি ব্যাটার। সঙ্গে বুমরাহকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। নিকোলস বলেছেন, 'বুমরাহ দুর্দান্ত বোলার। শুরু থেকেই দুইদিকে সুইং করাচ্ছিল ও। ফলে আমরা বারবার সমস্যায় পড়েছি। অতীতে ওকে খেলার অভিজ্ঞতা আজ দারুণভাবে কাজে দিয়েছে। ভারতের বাকি বোলাররা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।' দ্বিতীয় দিনের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কিউয়ি ব্যাটার বলেছেন, 'দল হিসেবে আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো জায়গায় রয়েছি আমরা। আমি আর গ্লেন অপরাজিত থেকে প্রথম দিন শেষ করতে পেরে খুশি। আগামীকাল যত বেশি সম্ভব রান করতে চাই। সকালের প্রথম সেশনটা সতর্কভাবে খেলতে হবে আমাদের।'

> **সিরাজের সঙ্গে কোনও অন্যায় হয়নি। প্রথম একাদশ বাছাই করার সময় আমাদের এটাই সেরা দল বলে মনে হয়েছিল। সবে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়েছে। আমরা কিন্তু শুধু প্রথম দিনের কথা ভেবে দল গড়িনি।**
>
> **-সীতাংশু কোটাক**
> **(টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ)**



স্ত্রী কলিনের সঙ্গে ওয়েন রুনি।

'সাফল্যের শিখরেও আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলাম'

দাবি রুনির

লন্ডন, ১৯ নভেম্বর : ফুটবল মাঠে তিনি তখন অপ্রতিরোধ্য। সাফল্যের শিখরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই সাফল্যের আড়ালে অসহনীয় মানসিক অবসাদে ডুবেছিলেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ফুটবলার ওয়েন রুনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জীবনের সেই অন্ধকার ও অজানা অধ্যায়ের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার।

রুনি জানান, কেরিয়ারের সেরা সময়ে চরম অবসাদে ভুগেছেন তিনি। একপর্যায়ে আত্মহত্যার কথা মাথায় এসেছিল বলে দাবি প্রাক্তন ইংরেজ তারকার। রুনি বলেছেন, 'অতীতের দিকে ফিরে তাকালে নিজেকে স্বার্থপর মনে হয়। সেইসময় আমি এমনই পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম যা সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমি চাইতাম না আমার ছেলে ওই অবস্থায় আমাকে দেখুক। তাই নিজেকে লুকিয়ে রাখতাম। এমনও দিন গিয়েছে, যখন টানা দুইদিন মদ্যপানে ডুবেছিলাম আমি।' নিজের মানসিক অবস্থার ভয়াবহতা তুলে ধরে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি এমনই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম, যখন আত্মহত্যার কথা মাথায় এসেছিল। ওই সময় কিছুই ভালো লাগত না। কেবল ফুটবল মাঠেই স্বস্তি পেতাম।' পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝে মনোবিদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন বলে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন রুনি।

সেই কঠিন লড়াই পেরিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার জন্য প্রাক্তন ইউনাইটেড তারকা সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী কলিনকে। তিনি বলেছেন, 'কলিন আমাকে অবিশ্বাস্যভাবে সাহায্য করেছিল। ওই পরিস্থিতিতে চাইলে অনায়াসে ও আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু ও অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে।'

'ও কখনও হতাশ করেনি'

সিরাজ বাদ! গম্ভীরকে তোপ সানি-শাস্ত্রীদের

ওয়েলিংটন, ১৯ নভেম্বর : টেস্ট সিরিজে প্রথম বল পড়ার আগেই বিতর্ক। চার-চারজন পেসার নিয়ে খেললেও দলে নেই মহম্মদ সিরাজ! জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে নতুন বলে সিরাজের থাকাটা প্রত্যাশিত ছিল। যদিও পোড়খাওয়া 'হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস' নয়, বুমরাহর সঙ্গে অগ্রাধিকার অংশুল কম্বোজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপকে। টসের সময় শুভমান গিল প্রথম এগারো ঘোষণা করার পর থেকে সিরাজের বাদ পড়া নিয়ে বিতর্কের শুরু।



মাঠের বাইরে থেকে দলের খেলা দেখছেন রবীন্দ্র জাদেজা ও মহম্মদ সিরাজ।

শেষ দুই সেশনে হেনরি নিকোলস, গ্লেন ফিলিপসের সামনে কম্বোজ-কৃষ্ণাদের নখদন্তহীন বোলিং যে বিতর্কে কার্যত ঘি ঢালে। সুনীল গাভাসকার থেকে রবি শাস্ত্রী, সাইমন ডুল-দুই শিবিরের একঝাঁক প্রাক্তন তারকা গম্ভীরদের যে সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। অসন্তোষও আড়াল করলেন না সানি-শাস্ত্রীরা।

সবুজ ও বাউন্সি পিচ। তার সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আসা ঝোড়ো হাওয়া। বেসিন রিজার্ভে পেস বোলিংয়ের একেবারে আদর্শ পরিবেশ। অথচ, যে পরিস্থিতিতে সিরাজের মতো আক্রমণাত্মক, অভিজ্ঞ, বহু যুদ্ধে নিজেকে প্রমাণ করা অস্ত্রকে বাইরে রেখে মাঠে নামা! 'সিরাজ ও গুরনুর ব্রারকে বাইরে রাখা সত্যিই কঠিন ছিল'-শুভমান গিলের দায়সারা গোছের বক্তব্য ধোপে টিকছে না। সুনীল গাভাসকারের দাবি, ভরসার অমর্যাদা কখনও করেনি সিরাজ। সবসময় লড়ে গিয়েছে। গতবছর ইংল্যান্ড সফরে ২-২ করে আসার নেপথ্য কারিগর ছিলেন সিরাজই। সর্বাধিক ২৩ উইকেট শুধু নেওয়া নয়, গোটা সিরিজে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছিলেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বিদেশ সফরে ১০০ বেশি উইকেটও রয়েছে তাঁর নামের পাশে।

বুমরাহর দুরন্ত শুরুর পর শেষ দুই সেশনে নির্বিষ বোলিংয়ে সিরাজের অভাবটা ভালোমতোই টের পাওয়া যাচ্ছিল। গম্ভীরদের যে হঠকারী সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় তুলে টসের পরই গাভাসকারের তোপ, 'দেরিতে টেস্ট দলে যোগ দেওয়ার পর একটা টানাপোড়েন ছিল সিরাজকে নিয়ে। কিন্তু শেষ ওডিআই ম্যাচে খেলার পর সেটা কেটে যায়। তারপরও প্রথম টেস্টে বাদ! আমি অবাক। ওকে রাখলে ভরসার অমর্যাদা করত না। কখনও করেওনি।' কেন বাদ? সেই প্রশ্নটাও কড়া ভাষায় ছুড়ে দিলেন। ম্যাচ শুরুর আগে গাভাসকার আরও বলেছেন, 'ওর বোলিংয়ে কোনও ভুল আমার চোখে পড়েনি। ঠিকঠাক ছন্দেই ছিল। সাম্প্রতিক-অতীতে যত ম্যাচ খেলেছে, ভালো পারফর্ম করেছে বলেই আমি মনে করি। তারপরও কেন জায়গা হল না, আমি বুঝতে পারছি না। আশা করি, ওর বদলে যারা অগ্রাধিকার পেয়েছে, তারা সফল হবে।'

প্রথম এগারোয় সিরাজকে দেখতে না পেয়ে অবাক প্রাক্তন হেডকোচ শাস্ত্রীও। তাঁর আমলেই সিরাজের উত্থান। বরাবর আস্থা রেখেছিলেন। যদিও গম্ভীরের জমানায় ছবিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে। ঘটনা যাইহোক, সিরাজকে না রাখা মানতে পারছেন না শাস্ত্রী। দিনের খেলা শেষে লিখেছেন, 'আশা করি, আগামীকাল ভারত দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াবে। তবে পেস, স্কিল এবং সিম মুভমেন্ট যদি মাপকাঠি হয় এবং ১৪০ কিলোমিটার গতিটা গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে একটা প্রশ্ন উঠবে- কোথায় মহম্মদ সিরাজ? অভিজ্ঞ, আগ্রাসী, বল হাতে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা- নিশ্চিতভাবে যা মাথায় রাখা উচিত ছিল।'

অবসরে স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী

মাদ্রিদ, ১৯ নভেম্বর : বুটজোড়া তুলে রাখলেন স্পেনের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য হুয়ান মাতা। ৩৮ বছর বয়সে পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানালেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও চেলসির প্রাক্তনী। স্পেনের ২০১০ বিশ্বকাপ ও ২০১২ ইউরো কাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন মাতা। ইতালির বিরুদ্ধে ইউরো ফাইনালে গোলও করেছিলেন। জাতীয় দলের জার্সিতে ৪১টি ম্যাচ খেলেছেন এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। রিয়াল মাদ্রিদ যুব দল থেকে পেশাদার ফুটবল জীবন শুরু। এরপর ভ্যালেন্সিয়া, চেলসি, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, গালাতাসারে, জাপানের ভিসেল কোবো হয়ে পা রেখেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার 'এ' লিগের ক্লাব ওয়েস্টার্ন সিডনি ওয়ান্ডারার্সে। গত মরশুমে খেলেছেন মেলবোর্ন ভিকট্রির হয়ে। বুধবার সমাজমাধ্যমে নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন মাতা।



চেলসি, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মতো ক্লাবে খেলেছেন হুয়ান মাতা।

জয়ের হ্যাটট্রিকে চোখ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলা। চণ্ডীগড় ও ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে জয় এসেছে। দলের মনোবলও বেড়েছে। ব্যাটাররাও ছন্দ ফিরে পেয়েছেন।

ফিরে পাওয়া ছন্দ নিয়েই শুক্রবার দুপুরে মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র চার নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। জিতলেই জয়ের হ্যাটট্রিক হবে বাংলার। তার আগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ঝাড়খণ্ডকে হারানোর পর বৃহস্পতিবার পুরো দিনটাই বিশ্রামে কাটিয়ে দিল টিম বাংলা। আর তার মধ্যেই কালকের মিজোরাম ম্যাচ নিয়েও পরিকল্পনা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। আগামীর লক্ষ্যে রানরেট ভালো করতে চায়

আজ প্রতিপক্ষ মিজোরাম

বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই কাল মিজোরামের বিরুদ্ধে ম্যাচে অতিরিক্ত ব্যাটার অথবা স্পিনার খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও শেষপর্যন্ত ব্যাটার নাকি বাড়তি স্পিনার খেলানো হবে, রাত পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত হয়নি। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা মুম্বই থেকে সন্ধ্যার দিকে বলছিলেন, 'ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলার পাশে সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য আমাদের। দল হিসেবে শেষ দুই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছি আমরা। কালও সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।'

এদিকে, চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির কলকাতা পর্বে আগামীকাল ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই বনাম বিদর্ভের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচ আদৌ হবে কিনা, নিশ্চিত নয়। সৌজন্যে বৃষ্টি। কলকাতায় গত রাত থেকে নিম্নচাপের কারণে প্রবল বৃষ্টি চলছে। আগামীকালও সারাদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতায়।

> **ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলার পাশে সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য আমাদের। দল হিসেবে শেষ দুই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছি আমরা। কালও সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।**
>
> **-লক্ষ্মীরতন শুক্লা**



অনুশীলনের ফাঁকে তিলক ভার্মা।

আজ রাইজিং স্টার্সে নামছেন তিলকরা

টাইম১০০ নেক্সটে বৈভব!

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : ইতিমধ্যেই তিনি তারকা। ভারতীয় ক্রিকেটের আগামীর তারকা। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় আগ্রহের শেষ নেই। বৈভবও উপভোগ করছেন তাঁর বদলে যাওয়া জীবন।

শুক্রবার দোহায় এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে আজ রাইজিং স্টার্সের আসরে অভিযান শুরু করবে তিলক ভার্মার ভারত। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ নেপাল। তার আগে আট দলের প্রতিযোগিতার আসরে বৈভবকে নিয়ে তুমুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সেই আগ্রহের মাঝেই আজ টাইম১০০ নেক্সটের তালিকায় ঢুকে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় কিশোর বৈভব। অত্যন্ত সম্মান ও গর্বের এই টাইম১০০ নেক্সটের তালিকায় দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সফল ব্যক্তিদের পাশে আগামীর প্রতিভারাও জায়গা পান। সেভাবেই এই তালিকায় ঢুকে পড়েছেন বৈভব। বিখ্যাত অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানার থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছাবার্তাও পেয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় কিশোর।

নয়া তকমার পর বৈভব এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে আসরে কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকে স্বাভাবিকভাবেই নজর থাকবে দুনিয়ার।

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে আজ

ভারত বনাম নেপাল

সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট
স্থান : দোহা
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

হার্মারের ছয়ে সহজ জয় প্রোটিয়াদের

জোহানেসবার্গ, ১৯ নভেম্বর : দেওয়াল লিখন বুধবারই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার ম্যাচের পঞ্চমদিনে ভবিতব্য বদলায়নি। বাংলাদেশকে ৯ উইকেটে হারিয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। একইসঙ্গে তারা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় এক নম্বরে উঠে এল।

১৫৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে নামার পর বুধবার চতুর্থদিনের শেষে ১০০/৫ হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। গত দুই উইকেট নেওয়া প্রোটিয়া অফস্পিনার সাইমন হার্মার (৫১/৬) এদিন বাংলাদেশের লোয়ার মিডল অর্ডারকে ছেঁটে ফেলেন। এই নিয়ে টানা দুই টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ছয় উইকেট নিলেন হার্মার। বৃহস্পতিবার লিটন দাস ও (৩৯) মুশফিকুর রহিমের দিকে তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু কাগিসো রাবাদা (৪৮/৩)

দ্বিতীয় টেস্টে নেই বাভুমা

লিটনকে ফেরানোর কিছুক্ষণ বাদে মুশফিকুরকে (২২) হার্মার তুলে নেওয়ায় বাংলাদেশের বড় ব্যবধানে হার নিশ্চিত হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৮ রানে অল আউট হয়। ১২ রানের সহজ জয়লক্ষ্যে ১ উইকেট হারিয়ে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

জয়ের মাঝেও দুঃসংবাদ প্রোটিয়া শিবিরে। কাফ মাসলে চোটের জন্য দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি। বাভুমার বদলে সেঞ্চুরিয়ানে দলকে নেতৃত্ব দেবেন আইডেন মার্করাম। বাভুমার জায়গায় চার নম্বরে টনি ডি জর্জিকে দেখা যেতে পারে। তবে শুক্রবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাদা বলের ক্রিকেটের স্কোয়াড ঘোষণার সময় বাভুমার বদলির নাম জানাবে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা। সেক্ষেত্রে ডেভিড বেডিংহাম, সিনেথেম্বা কুয়েশিলে, জর্ডন হারম্যানদের মধ্যে কেউ স্কোয়াডে সুযোগ পেতে পারেন।



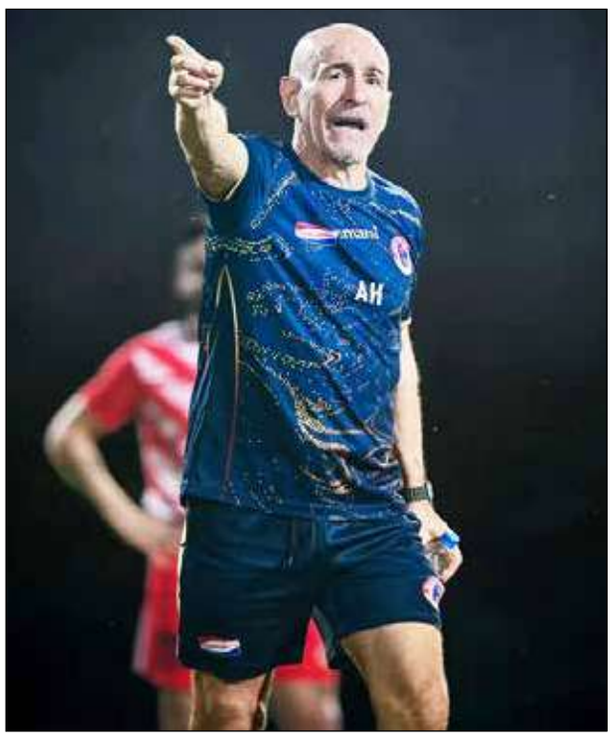
৬ উইকেট নিয়ে লাফ প্রোটিয়া অফস্পিনার সাইমন হার্মারের।

ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক বিরতিতে যাওয়ার আগে একেবারেই মনোমত হয়নি দলের খেলার ফল। তা সত্ত্বেও নিজের ফুটবলের ধরন বদলাতে রাজি নন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

১২ দিন পরে ফের শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অবশ্য স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিপক্ষে শুক্রবারই প্রথম হোম ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। বিরতিতে যাওয়ার আগে আইএসএলে চেন্নাইয়ান এফসি ও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ আল সিব ম্যাচে বিশ্রিভাবে পর্যুদস্ত হয় ইস্টবেঙ্গল। আল সিব ম্যাচের মাত্র ১৭ মিনিটে চোট পাওয়া আনোয়ার আলির অনুপস্থিতি বিশেষভাবে বোঝা গিয়েছিল দুই ম্যাচেই। পরিবর্ত হিসাবে সন্দীপ মান্ডি, লালচুংনুঙ্গারা কেউই দলকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে পারেননি। তবে সাফ কাপে ভালো খেলে ফিরেছেন সন্দীপ। যা তাঁকে হারানো আত্মবিশ্বাস ফেরাতে পারে। তবে যে কোনও পরিস্থিতিতেই নিজের পরিকল্পনা এবং খেলার ধরনে বদল আনবেন না জানিয়ে দিলেন হাবাস, 'বিরতির পরও আমাদের পরিকল্পনা ও খেলার ধরন একই থাকবে। আমরা আরও ভালো ফুটবল খেলতে চাই। সামগ্রিকভাবে, আমরা নিজেদের খেলার ধরন ও কৌশলের ওপরই জোর দিচ্ছি।' সন্দীপের জন্য কোচের মুখে বাড়তি প্রশংসা থাকলেও তিনি, ডেভিড



ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে নির্দেশ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের।

লালহালানসাঙ্গা, পিভি বিষ্ণু, জয় গুপ্তারা বুধবারই দেশে ফিরেছেন। ফলে তাঁদের মাঠে নামানো নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় হাবাস। এদিনটাই শুধু তাঁরা দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন। ম্যাচের দিন সকালেই হয়তো ঠিক করবেন। যদি সন্দীপ বা জয়দের না খেলাতে পারেন তাহলে সেন্টার ব্যাকে দিয়েগো জিভুলিচের সঙ্গে হয় নুঙ্গা বা জিকসন সিংকে খেলাতে হবে। জিকসন অবশ্য বাড়তি দায়িত্ব নিতে রাজি। বললেন, 'অবশ্যই আমি বাড়তি দায়িত্ব নিতে চাই। এখন অন্য খেলোয়াড়দেরও এগিয়ে আসতে হবে। শুধু রক্ষণ সামলানোই নয়, আক্রমণেও অবদান রাখার চেষ্টা করব।' ডিফেন্সে ফিট হয়ে যাওয়া বরিস সিং থাংজাম বা নরেন্দ্র গেহলটদের দেখা গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

তবে ঘটনা হল, ইস্টবেঙ্গলের শুধু ডিফেন্স নয়, আক্রমণ নিয়ে চিন্তা আছে। ক্রিস ইকোনোমিডিস কী লুকাস জেলোনস্কিদের এমনই হাল যে তাঁদের থেকে এডমুন্ড লালরিনডিকা কী ডেভিডের উপর অনেক বেশি ভরসা করছেন হাবাস। বিদেশিদের নিয়ে প্রশ্ন করলে কিছুটা বিরক্তি নিয়েই বললেন, 'আপনারা বারবার কেন এই একটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন? প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা দেখে সেদিনের সেরা একাদশ বাছাই করা হয়।' এই ম্যাচের প্রতিপক্ষ দিল্লি এবারের লিগের 'সারপ্রাইজ প্যাকেজ।' দলে নামতে, হুয়ান পেনা, রহরিগুইনহোরারা দিব্যি দলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ০-২ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ জিতে নেয় দিল্লি। শেষ দুই ম্যাচে জয় পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিশ্বাসী টমাস থুসের দল। হাবাসও বলছেন, 'দিল্লি খুব ভালো দল, আমরা সেটা মাথায় রাখছি। তবে একই সঙ্গে নিজেদের দক্ষতার উপরেও আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। এখন আসল বিষয় হল, মাঠে নেমে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দেওয়া এবং ধারাবাহিকতা দেখানো।' এই ম্যাচের পরেই ফের এএফসি-র ম্যাচ খেলতে হবে আগামী মঙ্গলবার। তার চারদিনের মধ্যে আইএসএলের ডার্বি। ফলে এই দিল্লি ম্যাচ আগামী সপ্তাহের আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তাদের কাছে।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি

সময় : বিকেল ৫টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, সোনি লিভ অ্যাপ ও ইউটিউবে

বল বিকৃতি আমরাও করেছি, স্বীকারোক্তি শোয়েবের

কামিন্স-স্টার্কদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

স্মিথকে ক্লিনচিট ব্যানক্রফটের

মেলবোর্ন, ১৯ নভেম্বর : স্যান্ডপেপারগেট নিয়ে বিতর্ক বেড়েই চলেছে। ৪৫০০ শব্দের বিবৃতি লিখে পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন স্বয়ং ক্যামেরন ব্যানক্রফট। তিনি দাবি করেছেন কোচিং স্টাফ সহ দলের সব সদস্যই শিরীষ কাগজ ব্যবহারের বিষয়টি জানতেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের কয়েকদিন আগের সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে। যেখানে কামিন্স জানিয়েছিলেন, বোলাররা এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না। এর আগে ২০২১ সালেও কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড এবং নাথান লায়োনরা যৌথ বিবৃতিতে একই দাবি করেছিলেন। ফলে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এরই মাঝে ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা পিছিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ফলে অজি তারকা বোলারদের ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে জল্পনা। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপার ইয়ান হিলি বলেছেন, 'ব্যানক্রফটের কথা যদি সত্যি হয়, তবে কামিন্সের পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন হবে। কারণ ওদের (বোলারদের) বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ হয়ে গিয়েছে।' প্রাক্তন কিউয়ি তারকা সাইমন ডুলও একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, 'আমি জানি না, কামিন্স কীভাবে এটা থেকে বেঁচে ফিরবে। সামনের নিউজিল্যান্ড সিরিজে সিনিয়ার বোলারদের কতজন থাকবে আমি নিশ্চিত নই।'

বল বিকৃতি বিতর্কে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন পাকিস্তান পেসার শোয়েব আখতারও। তাঁর মন্তব্য,



ক্যামেরন ব্যানক্রফটের বয়ানের পর স্টিভেন স্মিথ এখন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছেন।

'এত হইচইয়ের কী আছে? এবার এই বিতর্ক থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত। আমরাও বল বিকৃতি করেছি ইংল্যান্ডে। তবে সেটা শিরীষ কাগজ দিয়ে নয়, বোতলের ছিপি দিয়ে। ঠিক আছে, সত্যিটা সামনে এসেছে, এবার থেমে যাও।' তবে শোয়েবের সম্পূর্ণ উলটো মত প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। তাঁর কথায়, 'সত্যিটা চাপা থাকলে এভাবেই বেরিয়ে আসবে এবং মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়ে যাওয়ার পর সমর্থকরা তা ভুলে যাবেন-এমনটা হয় না। বরং সত্যি বলে ভুল স্বীকার করলে, সমর্থকরা ক্ষমা করে দেবেন।'

ব্যানক্রফট তাঁর স্বীকারোক্তিতে যেমন কামিন্সদের কথা বলেছেন, তেমনই রয়েছে তৎকালীন অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথের প্রসঙ্গও। ব্যানক্রফট লিখেছেন, 'যখন শিরীষ কাগজের পরিকল্পনা হচ্ছিল তখন স্মিথ গোটা বিষয়টা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল এবং বিষয়টিতে ওর কোনও অংশীদারিত্ব থাকুক তা চায়নি।' এরপরও দলের অধিনায়ক হিসেবে স্মিথ দায় নিয়েছিলেন এবং ১২ মাসের নির্বাসন পর্ব কাটিয়ে ক্রিকেটে ফিরেছেন। ফলে স্মিথের স্বার্থত্যাগ নিয়ে প্রশংসা চলছে সমর্থকদের মধ্যে। এরই মাঝে সামনে এসেছে আর একটি তথ্য। বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ ওডিআই ম্যাচে নামার আগেই ব্যানক্রফটের বিবৃতির বিষয়ে জানতে পারেন অধিনায়ক মিচেল মার্শ। তাঁর কথা রয়েছে বিবৃতিতে। সূত্রের খবর, তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং ম্যাচে নামতে চাননি। পরে মত পালটান।



কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথে রক্ষিতা রামরাজ। বৃহস্পতিবার।

প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে চমক রক্ষিতার

হংকং, ১৯ নভেম্বর : হংকং ওপেন ব্যাডমিন্টনে চমক দিলেন ভারতের উদীয়মান শাটলার রক্ষিতা রামরাজ। মহিলাদের সিঙ্গলসে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে তিনি হারালেন প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চেন উফেইকে।

বুধবার রাউন্ড অফ ৩২-এ বিশ্বের ২০ নম্বর মিয়া ব্লিচফেলডটকে ২১-১৮, ২১-১৮ পয়েন্টে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন রক্ষিতা। সেই ছন্দ তিনি ধরে রাখেন শেষ ষোলোর ম্যাচেও। টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী চেনকে ২১-১৮, ২৪-২২ পয়েন্টে হারান ১৯ বছরের প্রতিভাবান রক্ষিতা। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ডের পর্নপায়ি চোচুয়ং।

শেষ আটে শ্রীকান্ত-লক্ষ্য

এদিকে হংকং ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ভারতের কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও লক্ষ্য সেন। বৃহস্পতিবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে শ্রীকান্ত দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়ো তা-বিনকে হারান। ম্যাচের ফল ১২-২১, ২১-১৮, ২১-১৪। পরের রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ডের কুনলাভুত ভিদিতসার্ন। আরেক ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন ডেনমার্কের রাসমুস জেমকেকে ২১-১১, ২১-১৮ পয়েন্টে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করেছেন। পরের রাউন্ডে তিনি খেলবেন লো কিন উইয়ের বিরুদ্ধে।

মহিলাদের ডাবলসে তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ ২০-২২, ২১-১৩ পয়েন্টে আমেরিকার লরেন লাম-অ্যালিসন লি-র কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন।

মহমেডানের প্রতিপক্ষ আজ গোকুলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সমস্যায় জর্জরিত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। খেলোয়াড়দের বেতন বকেয়া। বিনিয়োগকারীর দেখা নেই। এই পরিস্থিতিতে দলের পারফরমেন্সও তলানিতে।

ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের প্রথম দুই ম্যাচে হার। লিগ তালিকায় নীচের দিকে রয়েছে মহমেডান। শুক্রবার ঘরের মাঠে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে তারা। প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালা এফসি। অনিশ্চিত দীনেশ মিতেই ও মহিতোষ রায়। দীনেশ এখনও বাড়ি থেকে ফেরেননি। মহিতোষের জ্বর রয়েছে। গোকুলামের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে কোচ শাহিদ রামন বলেছেন, 'গোকুলাম ভালো দল। তবে আমাদের দলও খারাপ নয়। আমরা নিজেদের সেরাটা দেব। বাকিটা দেখা যাবে।'

এদিকে, মহিলাদের জাতীয় লিগের জন্য এই ম্যাচটি কল্যাণীর পরিবর্তে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে।

চার্চিল ম্যাচের ভাবনায় মিগুয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বাগান শিবিরে স্বস্তির বাতাস। বল পায়ে অনুশীলন শুরু করেছেন ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরো। বৃহস্পতিবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন মিগুয়েল। তবে পুরো সময় অনুশীলন করেননি। শেষদিকে উঠে যান ব্রাজিলীয় তারকা। পুরো সময় ম্যাচ খেলার জায়গায় তিনি আসেননি। তবে চেষ্টা চলছে চার্চিল ম্যাচে অন্তত কিছু সময় মিগুয়েলকে খেলানোর। শুক্রবার অনুশীলনের পর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বাগান কোচ প্যানাজিওটিস ডিলপেরিস।

এদিকে বৃহস্পতিবার অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন সাফ জয়ী ফুটবলার সুহেল আহমেদ বাট, অভিষেক সূর্যবংশী ও প্রিয়াংশ দুবে। সেইসঙ্গে মনবীর সিং, বিশাল কেইথরাও এদিন থেকেই অনুশীলনে নেমেছেন।

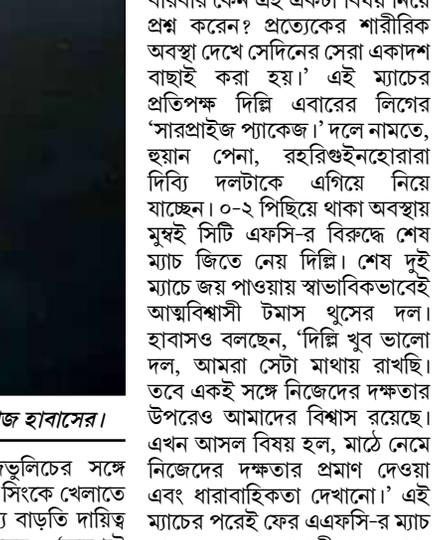
ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : লাগাতার বৃষ্টিতে জল থইথই কল্যাণী স্টেডিয়াম। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই মাঠেই ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গল ও নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমির। তবে সেই ম্যাচ শুরু করাই সম্ভব হয়নি। প্রথমে জানানো হয়েছিল সাতটার পরিবর্তে আধঘণ্টা পিছিয়ে সাড়ে সাতটায় ম্যাচ শুরু করা হবে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় মাঠের বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা জল। দীর্ঘ চেষ্টার পরও মাঠ খেলার উপযুক্ত করে তোলা সম্ভব হয়নি। যে কারণে ম্যাচটি সাময়িকভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয়। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী অন্যদিন আবার ম্যাচটি আয়োজন করা হবে।

কল্যাণের বিরুদ্ধে চিঠি বাইচুংদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যকে চিঠি দিলেন বাইচুং ভুটিয়া, রেনেডি সিং, অরিন্দম ভট্টাচার্য সহ ১৫ জন ফুটবলার।

বর্তমান সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ক্রমশ ফিফা র‍্যাংকিংয়ে নামতে নামতে ভারত এখন ১৪১ নম্বরে। যদিও এই চিঠি লেখা হয় গত ১৭ নভেম্বর, তখনও ভারত সাফ কাপ জেতেনি এবং ফিফা ক্রমতালিকায়ও ১৩৮ নম্বরে ছিল। এই চিঠিতে তাই ১৩৮ নম্বরে নেমে আসার পাশাপাশি সাফে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত হারের সম্মুখীন হতে পারে, এমন আশঙ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। গত মরশুমে লিগ ঠিকঠাক চালাতে না পারায় একাধিক ক্লাবের দল তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গও টানা হয়। এছাড়া ফিফা আয়োজিত আসিয়ান কাপে খেলতে না গিয়ে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খরচ করে পানামা, ব্রাজিল, উরুগুয়ের মতো দেশকে নিয়ে অর্থ অপচয় করা হয়েছে বলে লেখেন এই প্রাক্তন ফুটবলাররা। তাঁরা ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছেন, বর্তমান সভাপতিকে সরিয়ে নতুন কাউকে মনোনীত করতে। যদিও এমন কাজ আদৌ সরকার করতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন উঠছে। কারণ সেক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে ফিফার কোপে পড়বে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, কল্যাণের বদলে ফেডারেশনের নির্বাচনে প্রফুল প্যাটেল-অরবিন্দ মেননদের সঙ্গেই বিজেপির সমর্থন থাকার সম্ভাবনা। যদিও কল্যাণ এখনও পার্টির সদস্য কিন্তু তাঁর দল যেসব রাজ্যে ক্ষমতাসীন, সেই সব রাজ্যের ফুটবল সংস্থা থেকেই তিনি ভোটাধিকারী হিসাবে নিজের নাম জমা দিতে ব্যর্থ। তাঁকে হাত ধরতে



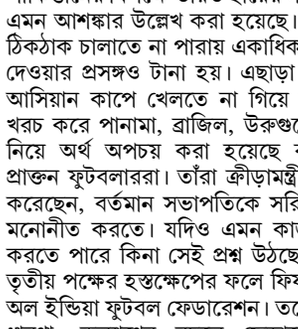
কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যকে এই চিঠি দিলেন বাইচুং ভুটিয়া, রেনেডি সিং, অরিন্দম ভট্টাচার্যরা।

হয় কর্ণাটক ফুটবল সংস্থার (কেএফএ) এনএ হ্যারিসের। গত মঙ্গলবার তাঁর নাম জমা দেয় কেএফএ। যদিও সময়ের পরে পাঠানোয় শেষপর্যন্ত তাঁর নাম গ্রহণ করা হবে কিনা তা ঠিক করবেন নির্বাচনি আধিকারিকই। তাই ৩০ নভেম্বরের আগে চিত্র পরিষ্কার হবে না। তবে কল্যাণ যে নির্বাচনে লড়াই করার একটা মরিয়া চেষ্টা করছেন তা বুঝেই সম্ভবত বাইচুংদের এই চিঠি।

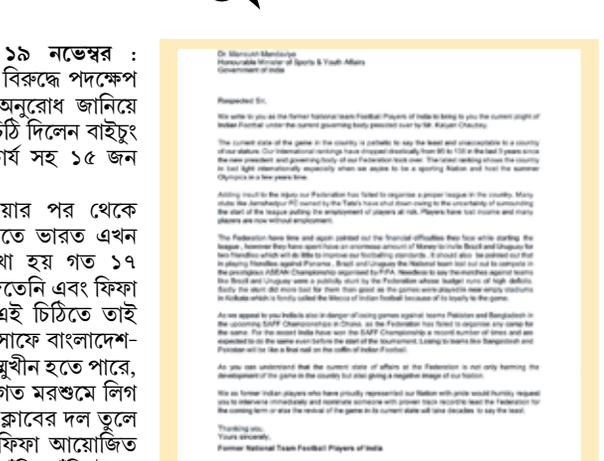
এদিকে, এদিনই গোল্ড ক্যাটিগোরিতে এএফসি-র বর্ষসেরা সদস্য সংস্থা হল এআইএফএফ।

চ্যাম্পিয়ন সমন্বিতা

বালুরঘাট, ১৯ নভেম্বর : সোদপুরে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-৯ সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হল বালুরঘাটের খুদে সমন্বিতা বিশ্বাস। ফাইনালে সে ১৫-৭, ১৫-১০ পয়েন্টে হারিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের সানভি গিরিকে। বালুরঘাটের চকভৃগুর বাসিন্দা সমন্বিতা মঙ্গলপুরের এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রী। বালুরঘাট ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কোচ প্রকাশ পাল, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ কুমার পালের কাছে প্রশিক্ষণ নেয় সে।



পদক গলায় সমন্বিতা বিশ্বাস।



ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন রোশন বিশ্বকর্মা।

জিতল দেশবন্ধু স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সঞ্জিতকুমার দাস, সমীরকুমার চক্রবর্তী ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২-০ গোলে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবকে হারিয়েছে। ২৯ মিনিটে রোশন বিশ্বকর্মা দেশবন্ধুকে এগিয়ে দেন। ৮২ মিনিটে তাদের জয় নিশ্চিত করেন হেমরাজ ভুজেল। ম্যাচের সেরা হয়ে নিমাইচন্দ্র রায় ট্রফি পেয়েছেন রোশন।

জয়ী পতিরাম

বালুরঘাট, ১৯ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রি-সিজন টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ১৫১ রানে সিংহ ইন্ডিয়ানস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে পতিরাম টসে হেরে ১৯ ওভারে ৪ উইকেটে ২২৪ রান তোলে। প্রদূন্য সরকার ৭৬ রান করেন। সাহিল সরকারের অবদান ৩২। তীর্থ দত্ত ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সিংহ ১৭.১ ওভারে ৭৩ রানে অল আউট হয়। তীর্থ ১৮ রান করেন। সাহিল ১০ ও ম্যাচের সেরা প্রদূন্য ১২ রানে নেন ২ উইকেট।

পরে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ৩৬ রানে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে জয় পায়। নেতাজি টসে জিতে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা প্রভাত দাস ৩৭ রান করেন। শশাঙ্ক সরকার ১২ নেন ২ উইকেট। জবাবে গঙ্গারামপুর ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৬ রানে আটকে যায়। বাবুল মাহালি ৩৮ ও শিবা সরকার ২৩ রান করেন। কার্তিক সরকার ৭ ও মিঠুন ১৮ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

আজ এক পয়েন্ট চাই মেহরাজের ভারতের

কুয়ালা লামপুর, ১৯ নভেম্বর : আরও একবার অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে অংশগ্রহণ থেকে মাত্র এক পয়েন্ট দূরে দাঁড়িয়ে ভারতীয় যুব ফুটবল দল। শুক্রবার যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপের শেষ ম্যাচে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর ভারত। যোগ্যতা অর্জন পর্বের লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দল। শুক্রবার মালয়েশিয়ার সঙ্গে ম্যাচ ড্র করলেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ফেলবে মেহরাজের ছেলেরা। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে নারাজ মেহরাজ। খেলোয়াড়দের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি, ড্রয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামলে অনেক সময় হারতে হয়। তাই ড্র নয়, জয়ই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।'

প্রয়াত তুষার

রায়গঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : প্রয়াত হলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রাক্তন ফুটবলার তুষার রায়। খেলার মাঠে তিনি সবার কাছে 'মণি দা' নামেই পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খেলার জীবনের শুরুতে রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের হয়ে খেলতেন। ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটেও তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। টাউন ক্লাবের সচিব অরিজিৎ ঘোষ বলেছেন, 'ক্রীড়া জগতের নক্ষত্র পতন হল। ওঁর হাতে প্রচুর ফুটবলার তৈরি হয়েছেন।' জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস বলেছেন, 'জেলার ক্রীড়া জগতের প্রাণ পুরুষের প্রয়াণে আমরা মর্মাহত।'

সময় চাইছেন নয়া ইউনাইটেড কোচ

লন্ডন, ১৯ নভেম্বর : আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মরিসিও পচেত্তিনো।

এই মুহূর্তে লাল ম্যাঞ্চেস্টার খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে। হাল ফেরাতে ঘটা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পচেত্তিনোকে আনা হয়েছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। তিনি কি পারবেন ম্যান ইউয়ের পুরোনো গরিমা ফেরাতে? আশায় বুক বাঁধছেন সমর্থকরা।

মঙ্গলবার পচেত্তিনোকে মজা করেই প্রাক্তন ম্যান সিটি ফুটবলার ডামার্কাস বিয়েসলে বলেছিলেন, 'ম্যাঞ্চেস্টারের রং সবসময়ই নীল।' পালটা ইউনাইটেড কোচের মন্তব্য,

খুব কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ম্যান ইউয়ের মতো ক্লাবের এই পরিস্থিতি হওয়ার কথা নয়। ইউনাইটেডের দায়িত্ব নিতে পেরে গর্বিত। এখানকার পরিবেশ অসাধারণ। কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি।

-মরিসিও পচেত্তিনো



ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সি হাতে মরিসিও পচেত্তিনো।

'আমাকে কিছুটা সময় দাও। বাকিটা তুমি দেখতে পাবে।' ম্যান ইউ কোচ হিসেবে অভিষেক ম্যাচেই প্রতিপক্ষ লিভারপুল। মাইকেল ক্যারিক জমানার ভগ্নদশা থেকে দলকে টেনে বের করা বেশ কঠিন, সেটা বুঝতে পারছেন পচেত্তিনো। তাঁর কথায়, 'খুব কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ম্যান ইউয়ের মতো ক্লাবের এই পরিস্থিতি হওয়ার কথা নয়।' পরে নয়া কোচ বলেছেন, 'ইউনাইটেডের দায়িত্ব নিতে পেরে গর্বিত। এখানকার পরিবেশ অসাধারণ। কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি।'

চলতি মরশুমে ইপিএলে ১০ ম্যাচে ম্যান ইউয়ের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। তারা রয়েছে ১৮তম স্থানে। অবনমনের হাতছানি রেড ডেভিলসের সামনে। আপাতত অবনমনের ভ্রূকুটি এড়িয়ে দলকে লিগ তালিকায় ওপরের দিকে তুলে আনাই প্রাথমিক লক্ষ্য পচেত্তিনোর।

সাফ জয়ীদের সংবর্ধনা দিতে চায় ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সাফ কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য কোচ ও ফুটবলারদের অভিনন্দন জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সভাপতিকে চিঠি দিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সভাপতি মুরারিমনোহর লোহিয়া। ওই চিঠিতে তিনি চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যদের সংবর্ধনা জানানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। যা তাঁর ক্লাব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত দিয়ে দিতে আগ্রহী। নিজের ব্যস্ত সময়ের মধ্যে করে তিনি সময় বার করতে পারবেন তো ১৫ দিন আগে জানালে সেইমতো সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হবে বলে লেখা হয় এই চিঠিতে।

প্রয়াত প্রাক্তন সভাপতি

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : প্রয়াত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি জামিল মানজর। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন সাদা-কালোর প্রাক্তন সভাপতি। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতারই একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। মহমেডান ক্লাবে সভাপতির পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য প্রশাসনিক পদের দায়িত্ব সামলেছেন জামিল।

জলপাইগুড়িতে মেসির দেশের প্রতিনিধিরা

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : মোহিতনগরের জলপাইগুড়ি মোহিত স্পোর্টিং অ্যাকাডেমির মাঠ পরিদর্শন করলেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমির তিন প্রতিনিধি মার্টিন, নিকোলাস ও আলেহান্দ্রো। একটি স্পোর্টস গ্রুপের তরফে বৃহস্পতিবার লিওনেল মেসির দেশের তিন প্রতিনিধির এই পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধি জানিয়েছেন, এএফএ ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে ১০ বছরের চুক্তি হয়েছে। তৃণমূল স্তর থেকে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার গড়তে দেশের চারটি জোনে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ও একাধিক ফিডার অ্যাকাডেমি তৈরি হবে। মোহিতনগরের পর জলপাইগুড়ি সাই কেন্দ্রও পরিদর্শন করবেন তাঁরা। খেলোয়াড়দের মান যাচাইয়ের জন্য এই উদ্যোগ। কলকাতা, সল্টলেক, কল্যাণী ও বোলপুর সাইয়ের পাশাপাশি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গেও প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। মেথোলজি হেড নিকোলাস জানান, স্কাউটিংয়ের সঙ্গে খেলোয়াড়দের মানোন্নয়ন তাঁদের লক্ষ্য। *ছবি : অনীক চৌধুরী*



ফুটবলারদের সঙ্গে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা



17.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 49L 13349 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কৃপায় আমি কোটিপতি হয়েছি, একথা বলতে পারাটা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয় হবে। এই বিপুল পুরস্কারের